গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর
শ্রেষ্ঠ কবিতা


Ranjan '01

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর

শ্রেষ্ঠ কবিতা

ড. বারিদবরণ ঘোষ
-সম্পাদিত

ভারবি
১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৪০৮, সেপ্টেম্বর ২০০১

অঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভাববি। মুদ্রক : দীপঙ্কর ধর।
রাজেন্দ্র অফসেট। ১১ পঞ্চানন ঘোষ লেন। কলকাতা-৯।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী যে সময়ে জন্মেছিলেন সে সময়ে আধুনিককালের গীতিকবিতার জন্ম হয়ে গিয়েছিল বিহারীলাল চক্রবর্তীর লেখনী থেকে। গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ কবিতাহার (১৮৭৩)-এর পূর্বসূরি ছিল বিহারীলালের প্রেমপ্রবাহিনী (১৮৭০), বন্ধুবিয়োগ (১৮৭০) এবং বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০)। এ-ছাড়া হেমচন্দ্রের কবিতাবলী, নবীনচন্দ্র সেনের অবকাশরঞ্জিনী এবং মধুসূদনের চর্তুদশপদী কবিতাগুলি আগেই লেখা হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ বাংলা গীতিকবিতা একটা দাঁড়াবার মতো জমি পেয়েছিল। গিরীন্দ্রমোহিনী এমন একটা পরিবেশে নিজের কাব্যচর্চা করার সুযোগ পেয়েছিলেন —যদিও সম্পূর্ণ একটি অবয়ব সূচনাতে আয়ত্ত করতে পারেননি। এজন্য অবশ্যই তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

একালের কাব্যবৈশিষ্ট্যের একটা সাধারণ সুর ছিল সম্ভবত, বিষাদ। বিহারীলাল ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হয়ে তাঁর সারদামঙ্গল লিখেছিলেন। আসলে আবেগ-সর্বস্বতা এই যুগের কাব্যের একটা অন্যতম লক্ষণ ছিল। গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতাও যে হৃদয়াবেগ-পরিচালিত সে-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কৈশোর থেকে প্রবল পাঠানুরাগ তাঁকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত করে এবং মাত্র দশ বছর বয়সে বিবাহের পব তা সামাজিক বাতাবরণে বাধাগ্রস্ত হয়। তবুও স্বামী নরেশচন্দ্র দত্তের একান্ত উৎসাহে তাঁর কাব্যচর্চা এগিয়ে চলে এবং তাঁকে লেখা কতিপয় পত্র 'জনৈক হিন্দু-মহিলার পত্রাবলী' নামে কবির অজ্ঞাতসারেই প্রকাশিত হয়ে যায়। পরের বছর আত্মপ্রকাশ করে তাঁর প্রথম কবিতার বই : 'কবিতাহার' (১৮৭২)।

এই 'কবিতাহার' প্রকাশের অনতিপরেই কবি যেন রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। ইংরেজি-বাংলা পত্র-পত্রিকা কবিকে জানালো সোচ্ছ্বাস অভিনন্দন। বঙ্কিমচন্দ্র অকুণ্ঠ প্রশংসায় অভিষিক্ত করলেন। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর রচনাবলী উপহার দিয়ে কবিকে জানালেন সানন্দ স্বীকৃতি।

দ্বিতীয় কাব্য 'শিখা'র প্রকাশ দীর্ঘকালের ব্যবধানে। এই কালের মধ্যে তাঁর একটি সম্পদ লাভ সম্পূর্ণ হয়েছিল : স্বর্ণকুমারী দেবীর আজীবন সখিত্ব। এর মুদ্রিত অভিজ্ঞান রয়েছে স্বর্ণকুমারীর 'স্নেহলতা' এবং গিরীন্দ্রমোহিনীর 'শিখা'র উৎসর্গপত্রে। পরস্পর বই উৎসর্গ করে তাঁরা সখিত্বের বন্ধনকে চিরস্থায়ী করেছিলেন। উভয়ে ছিলেন 'মিলন'-পাতাঁনো সই।

আগেই বলেছি, দশ বছরের বধূ হয়ে গিরীন্দ্রমোহিনী পা রাখেন শ্বশুরবাড়িতে। মাত্র ১৬ বছরের দাম্পত্যজীবনে স্বামীকে হারিয়ে যৌবনেই যোগিনী হতে হল

তাঁকে। প্রচণ্ড শোকে তাঁর একমাত্র আশ্রয় হল কবিতা। জন্ম নিল কাব্যগ্রন্থ : 'অশ্রুকণা'—চোখের জলের মুক্তাকণা। এই কাব্যের খ্যাতির প্রসঙ্গে আসে অন্য-একটি কথা : এর কিছু কবিতার ভাব নাকি অক্ষয়কুমার বড়াল আত্মসাৎ করেছিলেন। এই নিয়ে সেকালের বেশ-কিছু পত্র-পত্রিকা (বিশেষ করে 'নববিভাকর ও সাধারণী') সোচ্চার হয়েছিল।

এরপর তাঁর অপর সব কাব্যগ্রন্থের আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে। কবিতা রচনা ছাড়া ছবি আঁকাতেও ছিল তাঁর স্বভাবনৈপুণ্য। গড়তে পারতেন মনোহারী মাটির পুতুল; ঝিনুক দিয়ে কত উপহার-দ্রব্য নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর এই শিল্পিত স্বভাবের উদাহরণ রয়েছে 'জাহ্নবী'-পত্রিকা সম্পাদনাতেও।

২

'কবিতাহার' (১৮৭২)-এ রয়েছে পাঁচটি কবিতা—উষাবর্ণন, বঙ্গ-মহিলাগণের হীনাবস্থা, শরৎ-বর্ণন, সঙ্গিনীর বৈধব্য এবং লর্ড কার্জনের অপমৃত্যু। কবিতাগুলিতে তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। আখ্যানধর্মী এই কবিতাগুলিতে সংগীতময়তা প্রায় অনুপস্থিত। তবে প্রকৃতিচেতনা অবশ্যই অন্যতম উপকরণ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর ব্যক্তিগত ঈশ্বর-বিশ্বাস। কবি আবার সামাজিকও। 'বঙ্গমহিলাগণের হীনাবস্থা' এই কাব্যের অন্যতম সেরা কবিতা বলে প্রতীত হয়। নারীমুক্তির প্রার্থনা এই যুগের অন্যতম সুর ছিল। গিরীন্দ্রমোহিনী তাকে সমর্থন করেছেন; কিন্তু সেইসঙ্গে কামনা করেছেন নারীদের আত্মবোধ। এই আত্ম-সমালোচনা লক্ষ্য করার বিষয়। হেমচন্দ্র-প্রমুখের অনুসরণের মধ্যেও এই স্বকীয়তা তাঁকে বিশিষ্টতা দিয়েছিল।

পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'ভারতকুসুম'-এর প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। সেকালে 'হিন্দুবালার কোন পুস্তক প্রণয়নে যে কত ব্যাঘাত' ছিল—এ তারই প্রমাণ। এই কাব্য-রচনায় কবি হেমচন্দ্র ছাড়া মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য-কে সামনে রেখেছিলেন। ফলে মধুসূদনের 'শ্রীপঞ্চমী' কবিতা এই কাব্যে 'বসন্ত-পঞ্চমী'র রূপ পরিগ্রহ করেছে। এখানে সামাজিক কবিতাও বেশ কিছু লক্ষ্য করা গিয়েছে। কোনও-কোনও কবিতায় পাঠক হয়তো অনুভব করতে পারবেন, কবির ব্যক্তিগত ভাবনার অনুসৃতি। তবুও স্বীকার্য, হেমচন্দ্র-মধুসূদনের প্রভাবকে তিনি প্রায় সর্বস্ব করে নিয়েছেন এ কাব্যে।

অনতিবিলম্বে কবির এই প্রাথমিক পর্বের জড়তার পরিসমাপ্তি ঘটে। স্বামীর মৃত্যু তাঁকে কবিতার অনুসৃতব্য পথের সন্ধান দেয়। 'অশ্রুকণা'ই সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে তাঁর কবিমানসের গতিপথ। এই যুগটাই ছিল সম্ভবত অশ্রুজলে-ধৌত পথ-নির্মাণের। এর আগে বিহারীলাল লিখেছেন, 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্য; আর মানকুমারী বসু 'প্রিয়-প্রসঙ্গ'। অশ্রুকণার ব্যক্তিগত সরণি চিহ্নিত হল একই লিরিক মূর্ছনায়। ব্যক্তিগত বেদনা ক্রমে সর্বজনীন হবার প্রয়াস পেয়েছে। অবশ্য তা বিশ্ববোধে পরিণত হয়ে গেছে—এমন দাবি সম্ভবত বেশি হয়ে যাবে। কিন্তু, বিরহবেদনা এখানে ব্যক্তি থেকে

উত্তীর্ণ হয়ে সমষ্টিগত হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। মিলনের স্মৃতি, দুর্বহ দুঃখভার এবং তিতিক্ষা-প্রতীক্ষা তাঁর কাব্যকে প্রসারিত করে দিয়েছে এক নিরপেক্ষ বিরহলোকে : 'জীবনের বিভাবরী দীর্ঘশ্বাসে শেষ করি/চেয়ে আছি হায় সেই প্রভাত-আশায়.;/আশা-তৃণগাছি ধরি বিরহ-পাথার তরি/সেই উপকূল স্মরি, পাইব কি তায়?'— 'ধ্রুব'।

শোককাব্য 'অশ্রুকণা'-প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় 'অ্যাডোনেইস-এর কথা—অথবা কিট্‌সের মৃত্যুতে শেলির উক্তি :

Oh, weep for Adonais — he is dead !
Wake, melancholy mother, wake and weep !

মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের পংক্তি : 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি যাই—/কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।' অথচ এই বিচ্ছেদই রচনা করে চলেছে এক জীবনমুখী আশ্চর্য সংগীত। বাস্তব-জীবন এবং শিল্পিত জীবনের এই দ্বন্দ্বটাই তাঁর কাব্যবৈশিষ্ট্য। এই নিয়ে মনে হয়তো প্রশ্ন জাগে : 'গিরীন্দ্রমোহিনী কতখানি সার্থক।' এই প্রশ্ন নির্মাণেই তাঁর কাব্যকৃতির সাফল্য অনেকখানি নিহিত। একথা তো কোনক্রমেই অস্বীকার করা যাবে না যে, বাংলা শোককাব্যের প্রবাহে 'অশ্রুকণা'র তরীটি প্রথম সারিতেই প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

'আভাষ' (১৮৯০) কাব্যে গিরিন্দ্রমোহিনী আরও পরিণত—উচ্ছ্বাস বারিত হয়েছে সংযমে, শিথিলতা নিবদ্ধ হয়েছে পরম নিষ্ঠায়। মেঘ, বাদল, কোজাগর নিশি, চোখ গেল, ভগ্ন-দেবালয়, সয়াহ্নে, প্রভাতে, পথ-প্রভৃতি কবিতা এই সংযমের উজ্জ্বল উদাহরণ। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবির ভাবনা এখানে স্ফটিকী রূপ পরিগ্রহ করেছে। সমাজ, পরিবেশ, নারীভাবনা, অতীত-বর্তমান যেমন তাঁর নিজস্ব ভাবনা-মণ্ডিত, তেমনি কয়েকটি কবিতায় কান পাতলেই পাঠক শুনতে পাবেন, মধুকাব্যের মৃদু চরণধ্বনি। সব মিলিয়ে শোক যে তাঁকে পথভ্রষ্ট না করে জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রেখেছিল, তা লক্ষ্য করে মনে পড়ে টেনিসনের এই পংক্তিটি : 'It is better to have loved and lost than never to have loved at all'। জীবনের এই আস্তিক্য-বুদ্ধিই কবিকে জিতিয়ে দিয়েছে।

'শিখা' (১৮৯৬) কাব্যে বাস্তবিকই কবির কাব্যধর্ম সর্বোজ্জ্বল—কবিতাগুলি এখানে অভীষ্ট পরিণামপ্রাপ্ত হয়েছে। রূপসাগরে ডুব দিয়ে কবি এখানে অরূপ-রতনকে চিনে নেবার প্রয়াস পেয়েছেন। এখানে মাঝেমাঝেই তিনি রবীন্দ্রবোধে নিমগ্ন। 'ঈপ্সিত' এমনই একটি কবিতা। অথবা 'সন্ধ্যায়', 'চন্দ্রালোকে' বা 'চিতা' কবিতা। 'ছবি' কবিতার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করি : 'তরুছায়া আঁকাবাঁকা/আঁকিলাম মসীমাখা/দূর দিগন্তরেখা ত্রুক তমসে।'

'সোনার তরী'র কবিতা তো পাঠকদের পড়াই আছে। গিরীন্দ্রমোহিনীর আশ্রয় 'প্রকৃতিপ্রেম, নির্বিশেষ সৌন্দর্য-চেতনা, নিরবয়ব অস্ফুট ভাবালু-স্পর্শকাতরতা' (ভবতোষ দত্ত)। এই Sensuousness-ই 'শিখা' কাব্যের আন্তর-ধর্ম।

'শিখা'র সমকালীন কাব্য 'অর্ঘ্য' যেন পরিণতির আরও একটি পর্যায় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। প্রয়াতা জননীর স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই কাব্যে 'জীবনের প্রতি গভীর আসক্তি, অনির্বচনীয় সৌন্দর্যানুভূতি, বাস্তবের কাঠিন্য' (সুপ্রভা মজুমদার। ত্রয়ী) রূপ পরিগ্রহ করেছে। বেদনাধৌত জীবনানুরাগ এক আশ্চর্য লিরিক দ্যোতনা ও রোম্যান্টিক চেতনার মেলবন্ধনে কাব্যবাণী উচ্চারণ করে চলেছে। তৃষ্ণা, রম্যবাণী, সান্ত্বনা, ভিক্ষা-প্রভৃতি কবিতায় যে রসঘন কাব্যকৃতি তা কবির আত্মমগ্নতার সঙ্গে বিশ্বভাবনার যোগে লীলায়িত।

'স্বদেশিনী' (১৯০৬) যে-বছরে প্রকাশিত, সে-বছরটি দেশবোধের চূড়াস্পর্শী এক আবেগমথিত কালচিহ্ন। স্বভাবতই সমাজসচেতন এই কবি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। তাই এই কাব্যের আর্শীবাদ, সংক্রান্তি, আহ্বানগীত, অঙ্গচ্ছেদ-প্রভৃতি কবিতায় তিনি নবজীবনের গীতময় বাণী উচ্চারণ করেছেন। একতার জয়গান, বিদেশীদ্রব্য-বর্জনের আহ্বান, জাগরণী মন্ত্রোচ্চারণে যে আবেদন ধ্বনিত হয়েছে নাভিমূল থেকে, তার আবেদন অবসিত হবার নয়। তিনি বলেন : 'ভিখারির কিসের লজ্জা, পরসজ্জা ফেল খুলে;/ফেলে দে ভিক্ষার ঝুলি দলিয়া চরণমূলে।' প্রার্থনা করেন : 'দেহ-দেহ নবশিক্ষা নবমন্ত্রে লহ দীক্ষা/ভুলাও ভারতে ভিক্ষা দেহ প্রাণে নব বল।' — এখানে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরনির্ভর স্বদেশগীতিগুলির কথা স্বভাবতই মনে পড়ে যায়। তাঁর 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে'-কে অনুসরণ করে গিরীন্দ্রমোহিনী লেখেন : 'ঐ ভরাগাঙে এসেছে জোয়ার/ও ভাই ঝট্ চলে আয় আর কে যাবি পার।'

অতল জলের আহ্বান শুনতে পেয়েছি, গিরীন্দ্রমোহিনীর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'সিন্ধুগাথা'তে (১৯০৭)। কাব্যটি কবির ওয়ালটেয়ারে দীর্ঘ প্রবাসজীবনের মন্ময় ফসল। সমুদ্রের বিচিত্র মহিমাময় রূপ কবিচিত্তে যে তরঙ্গ-অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল তারই অনুপম আলেখ্য—'সিন্ধুগাথা'। সমুদ্রের শরীর যেমন কবিচিত্তে লীলাসঞ্চার করেছিল, তেমনি গভীর সমুদ্রগর্ভের সমৃদ্ধি এবং তন্ময়তা কাব্যরূপ পেয়েছে এর কবিতাগুলিতে। সমুদ্র ও বসুন্ধরার চেতনাস্পর্শী এই কবিতাগুলিতে অবশ্য একটা ক্ষীয়মান অবসন্নতার বিরহবিধুর কারুণ্য বিজড়িত।

কবির মৃত্যুব পর তাঁর কিছু কবিতা সংকলন করে মুদ্রিত হয় 'অলক' (১৯২৭)। তবে গ্রন্থাকারে নয়, গ্রন্থাবলীতে। স্বভাবতই কবিচিত্তের বিভিন্ন সময়ের নানা অভিজ্ঞতার প্রকাশ এখানে উচ্চারিত : কোথাও প্রকৃতি, কোথাও সমাজ, কোথাও রাজস্তুতি, কোথাও দূর বৃন্দাবন। কিন্তু, কোথায় যেন একটি অনতিলক্ষ্য প্রেমবন্ধনে কবিতাগুলি গ্রথিত। আমরা গিরীন্দ্রমোহিনীর সুদুষ্প্রাপ্য কবিতাগুলি থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি-স্থানীয় কিছু কবিতা এখানে সংকলন করেছি। প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ থেকেই এগুলি চয়িত। একালের কাব্যরসিক পাঠকের এই কবিতা মনোনীত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

১ সেপ্টেম্বর ২০০১ বারিদবরণ ঘোষ

সূচিপত্র

আভাষ (১৮৯০) :

সন্ন্যাসিনী (১৮৯২) : [নাট্যকাব্য থেকে নির্বাচিত গীতনিচয়]

শিখা (১৮৯৬) :

i (১৯০২) :

উষা-বর্ণন

১

আহা, কি সুন্দর! উষা শশিমুখি,
লইয়া বালাই মরিয়া যাই।
চরাচর বিশ্ব করিবারে সুখী,
বুঝি গো তোমার জনম নাই।

২

তব সহচর, মলয় পবন,
ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্ কেমন বয়।
পেয়ে তবাদেশ, চপল চরণ,
জাগাইছে জীব তরুনিচয়।

৩

তব আগমনে, প্রকৃতি সুন্দরী,
কি মধুরশোভা ধরেছে হায়।
আধবিকশিত সরসিজ, মরি
নীলাম্বু-কুণ্ডলে কি শোভা পায়!

৪

হে! শুভ্র বসনা, লোহিত বরণা,
তোমার উদয়ে জগৎমাঝে।
সকলেই সুখী, সবারি বাসনা,
হেরিতে তোমার মোহিনী সাজে।

৫

উষার প্রভায় হইয়া মলিনী,
মুখখানি ঢাকি তামসবাসে।
যামিনী কামিনী, হইয়া মানিনী,
চপল চরণে চলিল বাসে।

৬

শর্বরী সতিনী দেখি বিষাদিনী,
চক্রবাকী বলে মুচকি হেসে।
ওগো! সোহাগিনী, কি দুখে গো শুনি,
বিরসে বদন ঢাকিলে বাসে।

৭

বৃক্ষাবাস হতে প্রভাত হেরিয়া,
প্রমোদে মাতিয়া বিহঙ্গ যত।
মধুর সুস্বরে, শাখায় বসিয়া,
প্রভাতের প্রভা গায় নিয়ত।

৮

আহা! কি শোভিছে, সুন্দর কেমন,
নবীন তপন তমাল-আড়ে।
শ্যামাঙ্গী-যুবতী পরিয়াছে যেন,
সুবর্ণের পিঠ্ ঝাঁপাটি ঘাড়ে।

৯

হাসিতেছে ধরা কুসুম-দশনে,
ছুটেছে সুবাস পবন-মুখে।
শুনি অলিকুল ধাইছে সঘনে,
লুটিবারে মধু মনের সুখে।

১০

কোন অভাগিণী, ত্রিযামা রজনী,
পোহাইয়া ধনী মনের দুখে।
এবে ক্ষণকাল হয়ে বিরহিণী,
ভুলিয়া বিরহ, উষারে দেখে।

১১

ক্রমে ক্রমে রবি ধরি নিজ ছবি,
ধাইল সত্বর অম্বর-পথে।
কোথা গেল কন্যা, উষাবতী দেবী,
তার দেখা এবে পাই কি মতে।

১২

অনূঢ়া যুবতী, কন্যা উষাবতী,
জগতের প্রীতি সাধিল ভেবে।

দেব ছায়াপতি, হয়ে ক্রোধমতি,
লোহিত-বরণি শাপিল তবে।

১৩

তাত-ক্রোধ হেরি, সভয়ে সুন্দরী,
লুকাইয়া ছিল জলদপাশে।
শুনি শাপ-বাণী, কাঁদয়ে কুমারী,
নয়নের জলে হৃদয় ভাসে।

১৪

তা হেরি তপন, সকরুণ মন,
কহিলেন যেন তনয়ার প্রতি।
"পাইবে জগতে স্থিতি অল্পক্ষণ,"
এই শুন শাপ মম ভারতী।

১৫

হেরিয়া পবনে, দিনেশ তখন,
লোহিত লোচনে গর্জ্জিয়া কয়।
"ওরে, দুরাচার! মন্দ সমীরণ,
নাহি কি হৃদয়ে একটু ভয়"।

১৬

"অনূঢ়া কামিনী জগৎগামিনী
হতে কে শিখালে বল্ রে বল্?
ওরে, দুরাশয়! শুন শাপ-বাণী,
ও শীতল দেহ হবে অনল"।

১৭

বলিতে, বলিতে, ক্রোধে দিনকর,
প্রকাশিল খর কিরণজাল।
উষ্ণ করে করি বায়ু উষ্ণতর,
উদয় হইল মধ্যাহ্নকাল।

১৮

তবে খরকর, ধরি খর কর,
লয় জলকর অখিল হতে।
পশু, পক্ষী, নর, সবে উষ্ণতর,
পথিক কাতর ছায়া দেখিতে।

১৯

চাতক চিৎকার করিছে সঘনে,
জলদ! জল দে, জল দে রবে।
জীব, জন্তু, নর, পশিছে জীবনে,
জ্বালিল, জ্বালিল তপন সবে।

২০

কুলবধূগণে, যুক্তি করে মনে,
ত্বরিত গমনে চলে সকলে।
ধায়ে গিয়া সবে পশিল জীবনে,
যেন সরোজিনী শোভিল জলে!

২১

যদি দিনমণি, ভাবি প্রণয়িনী,
না করে দহন কিরণ-করে।
এই ভাবি মনে যত বিনোদিনী,
ডুবিল সুরম্য সরসী-নীরে।

২২

রবির কিরণে সকলে নীরস,
দুলিছে নলিনী পবনভরে।
মোহিত হয়েছে গন্ধে দিক্‌দশ,
আছে কিছু কথা এর ভিতরে।

২৩

বোধ হয় যেন গিয়াছে পবন,
রবির রমণী, নলিনী-কাছে।
জানাইছে নিজ শাপ-বিবরণ,
পুড়ে গেছে দেহ প্রাণটি আছে।

২৪

অবলা সরলা, সহজে কোমলা,
অমনি ব্যথিল কোমল মন।
বিরস বদনে বলে বারিবালা,
"রবি অভিশাপ নহে খণ্ডন।"

২৫

"ভেব না, ভেব না, অঞ্জনা-রঞ্জন!
যাও, নিজ কাজে হয়ো না দুখী।

কিরণমালীর কমিলে কিরণ,
ক্ষণকাল পরে হইবে সুখী।”

২৬

চিরকাল বল থাকে কার বল,
কালেতে দুর্বল হইতে হয়।
যৌবন যাইল, প্রতাপ কমিল,
বুড়া বলে কেহ না করে ভয়।

২৭

প্রাচীন তপন হইল এখন,
লোহিত-বরণ মনের দুখে।
অপমান-ভয়ে দিনেশ তখন,
ফিরালেন মুখ পশ্চিম দিকে।

২৮

এখনি আসিবে সে কাল-রূপিণী,
সন্ধ্যা-তামসিনী তাড়াতে মোরে।
মানে, মানে যাই, ভাবি ছায়া-মণি
লুকালেন যেন সাগর-নীরে।

২৯

চক্রাবাকী দেয় গালাগালি শুনি,
বসিয়া আপন আবাস-ঘরে।
আসিছেন সন্ধ্যা, কুলটা কামিনী,
মিলাতে সতিনী মোর পতিরে।

৩০

বিহঙ্গনিচয় হয়েছে সভয়,
সন্ধ্যার আঁধার মুরতি দেখে।
যাইতেছে ত্বরা আপন আলয়,
এখনি দেখিতে পাবে না চোখে।

৩১

এস, এস সন্ধ্যা! ওগো বরাননি!
গালি দিল সবে ভেব না দুখ।
আমি ভালবাসি, ওঁগো বিনোদিনি!
হেরিতে তোমার ও কালমুখ।

৩২

হয়ো না দুখিনী, বিধির নন্দিনি!
ও কাল-যুবতি! ভেব না মনে।
মুনি, ঋষি আর গৃহস্থ, গৃহিণী,
পূজে প্রতিদিন এ ত্রিভুবনে।

৩৩

কহিতেছি কথা সবে সন্ধ্যাসনে,
শুনিলাম কানে নূপুরধ্বনি।
ও হো, হো, বুঝেছি! পড়িয়াছে মনে,
আসিছে সজনী, রজনী ধনী।

৩৪

বলিতে, বলিতে, শশী শ্যামাঙ্গিনি,
উপনীত হল আসি ভুবনে।
কি মধুর সাজ সেজেছে মোহিনী,
দেখ, দেখ, দেখ, দেখ নয়নে!

৩৫

দেখহ ধনির নীরদ কুন্তলে,
কি শোভা হয়েছে আমরি, মরি!
মাঝে মাঝে তারা সুবর্ণের ফুলে,
ঝিকিমিকি করে মস্তকোপরি।

৩৬

আইল যামিনী, বিরামদায়িনী,
জীব অচেতন সঙ্গিনীসনে।
ক্ষণেক সুস্থির করিতে দুখিনী,
রোগিনী, শোকিনী, তাপিনীজনে।

৩৭

সকলে সরস, নিশা আগমনে,
ভাসিছে ভুবন প্রণয়ামোদে।
কেবল নলিনী বিষণ্ণ বদনে,
না দেখিয়া নাথে কাঁদে বিষাদে।

৩৮

ফুটিল কৌমুদী, হেরি সুধানিধি,
বরষিল স্নিগ্ধ সুধা সোহাগে।
সন্তোষ করিতে কুমুদী যুবতী
জানাইছে সুধাকরানুরাগে।

৩৯

যুবতীর পতি, হয়ে হর্ষমতি,
আসিছেন ত্বরা আবাস-ঘরে।
রসিকা যুবতী কাঁদাইতে পতি,
রহিয়াছে মিছা মানের ভরে।

৪০

কোথাও বা দেখ নবীনা কামিনী,
ত্রাসিতা হয়েছে রজনী দেখে।
যে গোঁয়ার পতি! মনে ভয় গণি,
যেমন হরিণী হরির মুখে।

৪১

শুইয়া শয্যায়, কোথাই বা যায়,
বিরহিণী, নেত্র নীরেতে ভাসে।
কেটেছে দিন কথায়-বার্তায়,
রজনীতে মনে স্মরি প্রাণেশে।

৪২

ক্রমে, ক্রমে হল রজনী গভীর,
নিশাপতি ধীর বরষে সুধা,
চকোর-চকোরী আছিল অস্থির,
সুধাপানে এবে হরিছে ক্ষুধা।

৪৩

মোহিনী নিদ্রায় সবে অচেতন,
নিশীথিনী-কোলে সবে ঘুমায়।
অখিল সংসার সুস্থির এখন,
ঝিল্লীরবে ঝিঁঝিঁ কেবল গায়।

বঙ্গমহিলাগণের হীনাবস্থা

এই যে সুখের বঙ্গ দেখিছ সবাই,
চেয়ে দেখ সুখে সব আছে সর্বদাই।
এমন সুখের স্থানে বঙ্গীয়া রমণী,
কেবল বিষাদে ভাসে দিবস-যামিনী।
যাঁহার সৃজিত বিশ্ব, যে পৃথিবী-পতি,
যিনি করেছেন সৃষ্টি পুরুষ প্রকৃতি।
করেছেন সর্বাপেক্ষা মানবে প্রধান,
দিয়াছেন বল, বুদ্ধি, দয়া, ধর্ম, জ্ঞান।
তবে কেন পরাধীনা বঙ্গের কামিনী,
পিঞ্জর আবদ্ধ সদা যথা বিহঙ্গিনী।
দুরবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে পশুদের প্রায়,
ব্যস্ত সদা পশুসম আহার-নিদ্রায়।
নয়ন থাকিতে সদা অন্ধের মতন,
বদন থাকিতে নারে বলিতে বচন।
নাহি বিদ্যা নাহি বুদ্ধি, নাহি দয়া লেশ,
সতত পূর্ণিত দেহে হিংসা আর দ্বেষ।
বিদ্যাভাবে এই সব কুটিল প্রকৃতি,
ধরিয়াছে হৃদয়েতে বঙ্গের যুবতী।
হৃদাকাশে জ্ঞানশশী, কবে রে উদিবে,
অজ্ঞানান্ধকার হতে সবে নিস্তারিবে?
এমন সুখের দিন হবে কি রে আর,
এ জ্বালা হইতে মোরা হইব উদ্ধার?
হায়! যে করুণাময় অগতির গতি,
তাঁর কি বাসনা মোরা ভুঞ্জি এ দুর্গতি?
তাঁর কি বাসনা, বিদ্যা অমূল্য রতন,
কামিনী-হৃদয় কভু না করে শোভন?
তাঁহার কি ইচ্ছা, মোরা জ্ঞানহীন হয়ে,
থাকিব অবোধ হয়ে চির-কষ্ট পেয়ে?
তা নয়, তা নয়, কভু তা নয়, তা নয়,
তাঁর ইচ্ছা সকলেই চিরসুখে রয়।
ভাবুন মহাত্মগণ সবে একবার,
চিরদুখী বঙ্গবালা আছে কি প্রকার।
আপনারা সদা কী করেন এ বাসনা,
চিরদিন সবে মোরা সহি এ যাতনা?

হায় রে! দুখের কথা কত আর বলি,
বলিলে যে ঘৃণাবোধ হইবে সকলি।
আজ কি করবে সবে সাঁজতির ব্রত,
সতীনের মাথা খাই বলি অবিরত।
আজ কি পূজিবে বলি, গাড়ি, গাড়ি, গাড়ি,
আমি জন্মায়স্তে থাকি সতীন সে রাঁড়ী,
হায়! হায়! সাধুগণ ভাব একবার,
নির্বোধ বঙ্গীয়া বালা আছে কি প্রকার।
হয়ে হেন জ্ঞানহীন যত কুলনারী,
রহিবে যে কতদিন বলিতে না পারি।
নাহি জানি হেন দিন কবে রে হইবে,
জ্ঞানরত্নে কামিনীর হৃদি বিভূষিবে।
নাহি জানি কবে বিদ্যা অমূল্য ভূষণ,
কামিনীকুলের হৃদি করিবে শোভন।
আর শুন আমাদের দুঃখ-বিবরণ,
শুনিয়া ব্যথিতে পারে সাধুজন-মন।
আমাদের মধ্যে যদি কোন বিনোদিনী,
লেখে যদি ধরি করে কখন লেখনী।
শাশুড়ী আসিয়া তার বাঘিনীর প্রায়,
বলে আজি কেবা রক্ষা করে দেখি আয়।
কি কাজ করিলি ওলো কুলকলঙ্কিনি!
চিঠি লিখে কারে গৃহে আনিবি এখনি?
যদি কেহ বই পড়ে গৃহের ভিতরে,
ননদী অমনি তার হেরিয়া অদূরে।
লোহিত লোচনে আসে কাঁপিতে-কাঁপিতে,
বলে "বই পড়ে বুঝি, যাইবি বিলাতে!"
বিষণ্ণ-বদনে হায়! অমনি সুধীরে,
পুস্তক রাখিতে তার নেত্রে নীর ঝরে।
ভাসে হৃদি দরদর নেত্রের ধারায়,
কিছুই বলিতে নারে মূকসম চায়।
কোন নারী যদি ষষ্ঠী-পূজা নাহি করে,
খ্রিস্টান বলিয়া তারে করে একঘরে।
ইহাতে কেমনে বল কুলের কামিনী,
বিদ্যারত্নলাভে আর হইবেক ধনী।
কভু না ঘুচিবে হায় এ সব দুর্গতি!
এই স্থির করিয়াছি যত কুলবতী।

দুঃখের রজনী আর প্রভাত না হবে,
জ্ঞানরবি-করে হৃদি-পদ্ম না ফুটিবে!
পশুতে নারীতে কভু না হবে প্রভেদ,
চিরদিন রবে মনে এ দারুণ খেদ!
বঙ্গীয়া বালার বক্ষ নয়ন-ধারায়,
চিরদিন আর্দ্রিবেক সমভাবে হায়!
আমাদের কষ্টে কারু সুকোমল মন,
দয়ারসে দ্রব যদি হয় রে কখন।
তবে এ অবস্থা হতে পাইব নিস্তার;
নহে পরিত্রাণ মোরা নাহি দেখি আর।
এস এস ভগ্নী সব বঙ্গকুলনারী,
জগদীশ-কাছে এস এ প্রার্থনা করি।
দিন-দিন বাড়ে যেন বিদ্যার উৎসাহ,
মহিলা-কুলেতে বহে আনন্দ-প্রবাহ।
আর সাধু-সদাশয়-কাছেতে মিনতি,
লভুন প্রশংসা-রাশি দূরি এ দুর্গতি।
দেখ, ইউরোপ খণ্ডে যতেক কামিনী,
বিদ্যাধন লভি সবে সদা আমোদিনী।
লভিয়াছে স্বাধীনতা-সুখ নিরমল,
শুনিলেও হায়! মন হয় সুশীতল।
ভীষণ যন্ত্রণা হতে পেয়েছে নিস্তার,
অমূল্য বিদ্যার বলে কিছু নহে আর।
আর তাহাদের স্বীয় দয়িত যতনে,
শোভিয়াছে সকলেই স্বাধীনতা-ধনে।
ভ্রমিতেছি যথা-তথা প্রিয় পতি-সঙ্গে,
ভাসিতেছে দিবানিশি সুখের তরঙ্গে।
হায় রে! এমন দিন মোদের কি হবে,
পিঞ্জর-আবদ্ধ পক্ষী আনন্দে ভ্রমিবে!
গৃহ-কারাগার হতে পরিত্রাণ পাবে,
হেরি প্রকৃতির শোভা নয়ন জুড়াবে!
স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হয়ে যতেক কামিনী,
ভাসিব আনন্দে মোরা দিন কি যামিনী।
সবে যদি এক যুক্তি ধরে কৃপা করে,
আমাদের কষ্ট তবে দূর হতে পারে।
যদি একত্রিয়া সব বঙ্গবালা-পতি,
দয়া করি আমাদের ঘুচান দুর্গতি।

নিজ-নিজ রমণীরে হয়ে যত্নবান,
স্বাধীনতা-সুখ সবে করেন প্রদান।
তবে এ দুর্ভাগা বঙ্গবালা চিরদুঃখী,
সভ্যগণ-কৃপাবলে হইবেক সুখী।
এবে গুণিগণ-কাছে এই নিবেদন,
করুন মহিলাকুল-আনন্দ-বর্ধন।
ত্বরায় তরায়ে বঙ্গ-কুলবালা-কুলে,
লভুন যশের রাশি মহিলা-মণ্ডলে।
শিখে বিদ্যা হায় মোরা যত কুলবতী,
পাইব কি মোরা সবে উত্তম প্রকৃতি?
হইবে কি মন হতে নীচত্ব অন্তর,
মহত্ত্ব-প্রভায় উজ্জ্বলিবে কলেবর?
গৃহের কলহ যত দূরীভূত হবে,
আপন-আপন সুখে সকলেই রবে!
'ওর ছেলে ছানা খেলে এ কেন না খাবে,'
এ সব কুটিল রীতি আর না রহিবে।
পেয়ে স্বাধীনতা মোরা যত কুলবতী,
যাইব সকলে যার যথা লয় মতি!
কেহ কার না পারিবে নিন্দা করিবারে,
সকলেই আমোদিত আপন অন্তরে।
যদি কেহ যায় কোথা নিজ পতিসনে,
যেন চোর করিয়াছে কত চুরি মনে।
কি বলিবে কি হইবে যাইলে গৃহেতে,
কেমনে দেখাব মুখ নারী-সমাজেতে!
এ সব ভাবিতে আর হবে না অন্তরে,
সকলেই সুখী রবে আপন অন্তরে।
যাইয়া সমাজে সব তর্ক করি নানা,
কেহ বলে ওই হয় কেহ বলে না-না।
কেহ করিবে চিকিৎসা কেহ ওকালতী,
যেরূপ এমেরিকা খণ্ডে করিছে যুবতী।
কেহ বা শিক্ষিকা হবে কেহ ছাত্রী তার,
যেমত প্রণালী আছে প্রকার-প্রকার।
যদি বল ঈশ্বর না দেন হেন ভার,
নারীদের প্রণালী, করে ঘর-সংসার।
সত্য বটে পুরুষেরা ধন উপার্জন,
করিয়া করিবে দারা-পুত্রের রক্ষণ।

কিন্তু হেন আজ্ঞা নাহি দেন জগদীশ,
পিঞ্জরে থাকিবে বদ্ধ নারী অহর্নিশ।
শিখিবেক সাধ্যমতে কুটিল আচার ;
এর ভাল দেখিলে ও হইবে ব্যাজার,
হইবে না নারীকুল গৃহবহির্ভূত,
হতজ্ঞান, হতবুদ্ধি সদা কিমদ্ভুত।
ওহে সাধুকুল সব হেন লয় মনে,
পাই যদি রীতিমত বিদ্যা মহাধনে।
হই যদি সকলেতে স্বাধীন আমরা,
মনুষ্যের মধ্যে গণ্য হতে পারি মোরা।
হে সাধুমণ্ডলি! মোরা করি এ ভরসা,
সত্বর করিবে পূর্ণ আমাদের আশা।
আরো দেখিছেন সেই করুণা-নিধান,
করিবেন এ দুঃখের অবশ্য বিধান।

কোথা গুণময়, করুণা-নিলয়,
জগৎ-পালন-পতি।
হইয়া সদয়, ওহে দয়াময়,
নির্দয় মোদের প্রতি ॥
সৃজিয়ে অবলা, কামিনী সরলা,
কোমল হৃদয় দিলে।
এ দুখিনীগণে, তবে কি কারণে,
হায়! পরাধীনা কৈলে?
যদি পরাধীনী, করিতে রমণী,
বাসনা ছিল হে মনে।
কঠোর ভারতী, সৃজি বিশ্বপতি,
দহিলে কোমলাগণে ॥
দিলে যে রসনা, কিছু হে রসনা,
সতত ভীষণাক্ষরে।
পরাধীনা হয়ে. এ জীবন লয়ে,
কিবা সুখ এ সংসারে ॥
বিহঙ্গিনী মত, আবদ্ধা সতত,
হয়েছি গৃহপিঞ্জরে।
স্বাধীন কুলায়, যেতে সদা হায়!
বাঞ্ছা হতেছে ভিতরে ॥
তুমি দয়াময়, হয়ে দয়াময়,
যদি দয়া কর তূর্ণ।

পেয়ে স্বাধীনতা, ত্যজিয়া হীনতা
মনসাধ করি পূর্ণ ॥
খেয়ে বিদ্যা-ফল, পিয়ে জ্ঞান-জল,
ভ্রমি পতি সঙ্গে সঙ্গে।
স্বভাবেরি শোভা, হেরি মনোলোভা,
তব যশ গাই রঙ্গে ॥

শরৎ বর্ণন

সুরম্য শরৎকাল হেরি শোভাকর,
আনন্দে মগন হল মানব-নিকর।
ধরা কাশফুলে এবে হল পরাবৃত,
পদ্ম আদি জল-পুষ্প হল প্রস্ফুটিত।
সুধাকরে রাজা হেরে ওই জলধর,
সগণ সহিত এবে পালাল সত্বর।
বিমল আকাশ মরি কিবা শোভাকর!
মনস্তম দূর হয় হেরে তমোহর।
কুমুদিনী-কান্ত যদি হইল রাজন,
মন্দ মন্দ বায়ু করে এ রব ঘোষণ।
শ্রবণে সে রব যত প্রবাসিত জন,
অপার আনন্দনীরে হইল মগন।
হেরিবে সকলে নিজ প্রেয়সী-বদন,
গৃহেতে আসিতে সবে উল্লাসিত মন।
আহা! কি ধরিল শোভা সরসীর জল,
সুনির্মল পদ্ম-দল করে টলমল।
সারস-সারসীগণ খেলে নিরন্তর,
চক্রবাক-চক্রবাকী না হয় অন্তর।
জ্যোতিরিঙ্গনের জ্যোতিঃ দেখা নাহি যায়,
নীলকণ্ঠ অভিমানে হল মৃতপ্রায় ।
আর না করয়ে নৃত্য পুচ্ছ প্রসারিয়া,
নীরব হইয়া কান্দে বিরলে বসিয়া।
শ্যামল কেদার-দল বায়ুভরে দোলে,
দূরে থেকে শোভে যেন নীলাম্বু-হিল্লোলে।
অপক্ক অপূর্ণ ধানে পূর্ণ ক্ষেত্রচয়,

হেরি কৃষকের দল আনন্দ-হৃদয়।
শরতে হেরিয়া ভেক, দুঃখিত অন্তর,
নীরবে প্রবেশ কৈল বিবর-ভিতর।
মনোহর শশধর-কান্তি বিলোকনে,
রাজহংসকুল-গর্ব খর্বিল এখনে।
হেরিয়া পতির শোভা কুমুদী সুন্দরী,
সুখের সাগরে ভাসে আহা মরি মরি!
জলের তরঙ্গচ্ছলে কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
ভাবে যেন কহিতেছে পতি সম্বোধিয়া।
"দেখ, দেখ, দেখ নাথ তব আগমনে,
সুখের সাগরে ওই ভাসে সর্বজনে।
কেবল নলিনী সতী বিরস-বদনে,
দেখ, দেখ ঐ কান্দে বসিয়া জীবনে।"
সুধাকর সুধাকর করে বরিষণ,
মানবগণের মন করিছে হরণ।
চকোর-চকোরী দোঁহে তরুপরে বসি,
বিমল পীযূষ পিয়ে হরে ক্ষুধারাশি।
সময় পাইয়া এবে সরোজী-জীবন,
প্রিয়াদুঃখে পূর্বদিকে আরক্তবরণ।
হাসিয়া কুমুদী পানে চাহিয়া তখন,
সরোজিনী সরোনীয়র প্রফুল্লবদন।
অভিমানে শুকাইল কুমুদিনী-কায়,
দুখের সাগরে পড়ি কান্দে হায় হায়।
হর্ষিত কমলকুল প্রকাশিত হন,
সুখের শরৎ ঋতু দেখে সর্বজন।

সঙ্গিনীর বৈধব্য

অমৃত-তরুতে হায়! ছিল রে আশ্রিতা,
দুইটি মুকুলসহ বিধু স্বর্ণলতা।
প্রণয়-উদ্যানে কিবা ছিল রে শোভিতে,
যেন রে সে কল্পতরু নন্দনবনেতে।
সুরপুর-বিহারিণী মন্দাকিনী-তীরে,
শোভিয়া যেমন আহা জনমন হরে।

কিম্বা শোভে ঘন-কোলে যেন সৌদামিনী,
তেমতি শোভিতেছিল প্রাণের সঙ্গিনী।
হায়! কে সাধিল বাদ করিয়া বৈরিতা,
উৎপাটি অমৃত-তরু ছিন্ন কৈল লতা।
ঘোর টাইফইডাগ্নি প্রবেশি শরীরে,
আট দিনে কৈল ভস্ম চারু কলেবরে।
সন্ধ্যার সময়ে হল গা ভারি গা ভারি,
কে জানে যে সে গাভারি যাবারি গা ভারি।
তার পরদিনে রোগ হইল প্রকাশ,
মিথ্যা কথা উঠে বসা ঊর্ধ্বনেত্র শ্বাস।
দেখিয়া কুটিল রোগ হায় রে অমনি,
বিধুমুখী-মুখবিধু শুকাল তখনি।
অমনি আসিয়া ধনী হায়! মোরে কয়,
কি হল কি হবে ভাই রোগ ভালো নয়।
বুঝায়ে কত যে তারে করিনু আশ্বাস,
ভয় কি হইবে ভালো হয়ো না নিরাশ।
বুঝালে কি হবে তার মন যে বলিছে,
কাল-চোর দেখ তোর রতন হরিছে।
ক্রমে ক্রমে হয়ে এল হায়! পূর্ণ দিন,
নিয়তি-লতায় বদ্ধ জীব যে কদিন।
যাইল অষ্টাহ দিন আইল রজনী,
হায়! রে করিতে চুরি অভাগীর মণি!
চঞ্চল নয়ন ওই হইল স্থগিত,
দেখিতে দেখিতে নেত্র হল নিমীলিত।
এ স্মরিতে মোর বুক যাইছে বিদরি,
আর কি রাখিতে পারি নয়নেতে বারি।
প্রবল শোকের সিন্ধু হায় রে! উথলে,
প্রবাহিণীসম স্রোত বহিল কল্লোলে।
লিখিতে লেখনী মোর কাঁদিল নীরবে,
মসিপাত-ছলে ওই বিমর্ষিতভাবে।
হায়! যারে না হেরিলে যত পরিজন,
বৎস-হারা গাভীসম হত উচাটন।
এবে কেন আছ সবে নিশ্চিন্ত হইয়া,
দেখ না তোদের ধন কোথা লুকাইয়া।
যার ভোজনের কাল হইলে অতীত,
সকলে বিমর্ষভাবে হইত চিন্তিত।

এবে যে হইল বেলা বাজিল প্রহর,
তবে কেন বসি সবে নিষ্কর্ম অন্তর।
ও সজনি বসি কেন গালে হাত দিয়ে,
আইল রজনী, নাথে হের না যাইয়ে।
বলেছিলে বিধুমুখী তুমি যে আমায়,
"রজনী আইলে আজ দেখিব তাঁহায়।"
উঠ প্রাণসখী কেন ধুলায় পড়িয়ে,
হৃদয় ফাটিয়ে যায় তোমায় দেখিয়ে।
ভুজঙ্গিনীসম বেণী যার শিরোপরে,
আজি কে বানালে জটা পাবাণ অন্তরে।
যে করে করিত শোভা বলয়-কঙ্কণ,
রুনুঝুনু শব্দ শুনি ভ্রমর-গুঞ্জন।
সুকোমল বাহু হতে সুবর্ণ-বলয়,
কে নিল কাড়িয়া মরি প্রাণে নাহি সয়।
হায় রে! নিষ্ঠুর কাল কি কাজ করিলি,
সোনার কমল তুলে বিজনে ফেলিলি।
বৈধব্য-মরুতে পড়ি সখী স্বর্ণলতা,
শোকরবি-করে কত পাইতেছে ব্যথা।
আহা মরি! বিধুমুখী ফুল্ল-কুমুদিনী,
অকালেতে খরতাপে করিলি মলিনী।
রে কাল-তপন তুই তোর সাধ্য কিবা,
এ সংসার-মাঝে তাই ভাবি নিশি-দিবা।
আহা! যবে অভাগিনী বসিয়া বিরলে,
হায় রে! বসিয়া ভাসে নয়নের জলে।
ঝর-ঝর পড়ে নীর পয়োধরোপরে,
পদ্মপত্র হতে যেন মুক্তাহার ক্ষরে।
শোকসুরধুনী যেন নয়নে উথলে,
কুচকুম্ভ শম্ভুশিরে পড়ে কলকলে।
কভু বা অভাগী পুত্রদুটি কোলে লয়ে,
বিলপে কপোতী হেন পতিহীন হয়ে।
গুণ-গুণ রবে ওই কাঁদিছে সুন্দরী,
শুনিলে হৃদয় ফাটে আহা মরি-মরি।
কেন যে জননী তার করিছে রোদন,
নাহি জানে আহা মরি বালকের মন।
আহা! তার শিশুদুটি নেত্রনীরে ভেসে,
বাবা কোথা বলে সদা মায়েরে জিজ্ঞাসে ॥

কি দিবে উত্তর এ কথার আহা মরি,
মনোদুখে নতমুখে রহিল সুন্দরী।
না পারি বলিতে আমি তার এ সময়ে,
না জানি কি ভাব হায় উদিল হৃদয়ে।
ওই যে নয়নজল নাসিকাগ্র দিয়া,
মুক্তাসম ধরাপরে পড়িল বহিয়া।
না পেয়ে উত্তর তার শিশু ক্রোধভরে,
ধুলায় লুটায়ে ওই কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
হায় রে তা দেখি কার হৃদি নাহি গলে,
না কাঁদে এরূপ নর কে আছে ভূতলে।
পুনঃ চাহে শিশুপানে ছলছল আঁখি,
বিনায়ে বিনায়ে হায়! কাঁদে বিধুমুখী।
"ওরে যাদুমণি তোরা এতই অজ্ঞানে,
হবি পিতৃহীন বাছা না জানি স্বপনে।
সহসা কে নিল হরি ওরে যাদুমণি,
জীবন-জীবন মোর অসিন্ধুজমণি।
আর কি সে প্রাণেশের কোলেতে বসিয়া,
আধ-আধ কথা কবি হাসিয়া-হাসিয়া।
তা হেরি অভাগী আর অন্তরাল হতে,
ভাসিবে কি ওরে যাদু সুখ-সাগরেতে।
নাহি সে কপাল আর ওরে যাদুমণি,
রেখে গেছে প্রাণকান্ত করে অনাথিনী।"
চঞ্চলি চকিতে—"কেন ভাবি কু এমনে,
ঘরেতে যে গুণমণি রয়েছে শয়নে।
চল্ বাছা হেরি গিয়া জুড়াই জীবন,
যায় মাস হেরি নাই সে চন্দ্রবদন।"
ওরে দুষ্ট কালাসুর হল না কি দুখ,
আহা মরি হেরি তোর বিধুমুখী-মুখ।
কেমন হৃদয় তোর বলিতে না পারি,
কি দিয়া গড়েছে বিধি হৃদয় তোমারি।
হায় রে। পাপিষ্ঠ তোর জন্ম এ ভুবনে,
কে দিল রে কাঁদাইতে হায়। জগজ্জনে।
নব প্রেমে মাতি যবে নবীন দম্পতি,
ভাসে সুখ-সাগরেতে হরষিতমতি।
নির্দয় তস্কর কাল হেন সময়েতে,
কেমনে রে কর চুরি হৃদাগার হতে।

অমূল্য রতন তার সুখরত্নমণি,
একেবারে করি তারে চিরকাঙালিনী।
কোলেতে করিয়া যবে নবীন কুমার,
ভাসে সুখ-সাগরেতে জননী তাহার।
এমন সময়ে তুমি কেমনে কৃতান্ত,
তুল সে কুসুম-নব ছিন্ন করি বৃন্ত।
অসুর বিকট মুখে ননীর পুতুল,
নয় যোগ্য দেখে তোর ঘোচে না কি ভুল।
এরূপে অনাথা কর কত-শত নারী,
তবু নাহি পূরে তায় উদর তোমারি।
পাপিষ্ঠ শমন তোর না মিটিল আশ,
বিধুর অমৃত আসি করিলি রে গ্রাস।

সে কোথায়?

ভূধরে সাগরে কিংবা কাননে প্রান্তরে
নগরে আকাশে কিংবা প্রাসাদ-শিখরে
সে কোথায়, সে কোথায় মম প্রিয়তর,
কোথায় আবাস তাঁর কোথা সে সুন্দর,
যাঁরে চাহি ভ্রমে মন পাগলের প্রায়,
বল রে হৃদয়! তুমি বল সে কোথায়?
সে অনন্ত গুণ-রাশি সৌন্দর্য অতুল
সে কোথায় যার লাগি হৃদয় ব্যাকুল?
কেন মন অন্বেষণ করিছ তাহার,
দেখরে চাহিয়া কোথা তাঁহার বিহার,
শত শশধর জিনি বিমল কিরণে
দেখরে ভাতিছে কিংবা হৃদয়-গগনে!
নয়ন কেনরে অন্ধ, মন—স-চিন্তিত,
হৃদয় কাতর কেন হইয়ে বিস্মৃত?
আত্মা! ভ্রান্ত হলে, ছি ছি মোহ-অন্ধকারে,
সে কোথায়? দেখ তব হৃদয়-মন্দিরে!!

সুখের সীমা

ওহে সুখ! সীমা তব আছে কি ধরায়?
"সুখ-সীমা" বলি সদা সকলেই গায়?
কিন্তু আজি ধরি আমি কলঙ্ক লেখনী,
হায়! সুখ-সীমা আছে বলিব এখনি।
চিত্রিত মোহিনীমূর্ত্তি বাসনা-পটেতে,
যখন উদয় হও হৃদয়-গৃহেতে,

হেরে সে মধুর ছবি ভুলে যায় মন,
ভাবি সুখ ওলো তোরে ভাবি অনুক্ষণ।
কতই সুন্দর দেখি আশার নয়নে,
তব সহবাস-আশা করি প্রতিক্ষণে,
আশাভঙ্গ হলে কত দুঃখ পাই মনে।
অনিবার অশ্রু কত পড়ে যে নয়নে ;
ভালো নাহি লাগে মার মধুর বচন,
ভালো নাহি লাগে পিতৃ-স্নেহ-সম্ভাষণ,
জুড়ায় না মন হেরি সুতের বদন,
কিছুই লাগে না ভালো তোমার কারণ।
সকলি ত্যজেছি আমি তব রূপ-ধ্যানে,
পাগল হয়েছি প্রায় তোমার কারণে ;
হতভাগ্য ভাবি মিথ্যা পেয়েছি বেদনা,
চেতনা হয়েছে দেখি তব বিবেচনা,
হায়-হায় ! অকারণ হয়েছি পাগল,
অনুতাপানল এবে জ্বলিছে কেবল ;
এত যে মধুর বস্তু ত্যজে এক কালে,
মুগ্ধ হয়েছিল তব বদন-কমলে,
হেরিতে জীবনাবধি ও রূপের বিভা,
অনিত্য মোহেতে মুগ্ধ হয়েছিল যেবা,
হায়! তারে ওই তব মোহিনী মুরতি।
প্রথমেতে একবার দেখালে যেমতি,
তেমন নয়নে আর নাহি দেখি কেন,
কোথায় লুকালে সেই মধুর আনন?
মনোহর গিরি-গর্ভ ত্যজি বিষ-জ্ঞানে,
ভ্রমেছিল নৃপ-সুত তব অন্বেষণে,
হেরিতে তোমার রূপ হইয়া পাগল,
ভ্রমেছিল "রাসেলাস্" ধরণী-মণ্ডল।
কিন্তু হায়! না পাইয়া তোমার সন্ধান,
ফিরিল হতাশে বাসে বিষাদিত প্রাণ।
হায়—মরীচিকা! তুই এ ভব-সংসারে ;
বৃথা মোহে অন্ধ নর তোর লাগি ফিরে,
যে সুখ অসীম বলে হয় আগে মনে,
দেখে সে সুখের সীমা দহে মনে-মনে।

সাগর-পারে

কে কামিনী একাকিনী রজনী গভীরে?
দুই করে শির ধরি
ভসিছ সুর-সুন্দরি!
অবিরল, মরি মরি, নয়ন-আসারে,
অতল সুদূর ভীম জলধির 'পরে,
নিশীথ সময়ে সবে ঘুমে অচেতন,
প্রশান্ত ধরণী-তল,
সুস্থির সাগর-জল,
প্রকৃতি-সুন্দরী এবে মুদিত-নয়ন।
এ সময়ে বিষাদিনী এ বিরলে বসি,
ব্যাকুল করিয়া প্রাণ,
গাইছ দুঃখের গান,
এ নির্জনে একাকিনী কে তুমি রূপসি?
মধুর মুরজ বেণু বাঁশরীর ধ্বনি,
সুতানে উঠিল ধীরে
চলিল সমীর 'পরে,
শ্রবণে পশিয়া করে ব্যথিত অন্তরে।

নিশীথে বংশীধ্বনি

কেন প্রাণ কাঁদে বাঁশি! ও তোর মধুর তানে?
উদাস হইল প্রাণ তোর স্বর পশি কানে।
"ডাকে না মুরলীধারী, নহি রাধা ব্রজেশ্বরী"
তবে কেন চিত্তহারা মন নাহি গৃহপানে,
মাতিল মোহিল প্রাণ কাঁদিল কেন কে জানে?
ইচ্ছা হয় পাখি হয়ে গৃহ ত্যজে যাই,
কৌমুদী-হসিতাকাশে উড়িয়া বেড়াই,
কিম্বা ওই স্বরে মিশি বিচরি নীল গগনে।

এ কি ভালোবাসা!

সখি! একি ভালোবাসা!
একি ভালোবাসা রে এ কি ভালোবাসা!

করে না আমার মন তার প্রেম-আশা,
শুধু হেরিতে বদন-বিধু, আঁখির পিপাসা,
হায়! একি ভালোবাসা।
চাহে না রসনা তারে করিতে সম্ভাষা।
শুধু হেরিতে বনদ-বিধু, আঁখির পিপাসা,
হায়! একি ভালোবাসা!
চাহে না শুনিতে শ্রুতি, তারি মিষ্ট ভাষা,
শুধু হেরিতে বদন-বিধু, আঁখির পিপাসা,
হায়! একি ভালোবাসা!
বাসে না হইতে মন, তার ভালোবাসা
শুধু হেরিতে বদন-বিধু, আঁখির পিপাসা,
হায়! একি ভালোবাসা!
বাসে না হইতে মন, তার ভালোবাসা
শুধু হেরিতে বদন-বিধু, আঁখির পিপাসা,
হায়! একি ভালোবাসা!
নাহিকো তাহার প্রতি মম ভালোবাসা,
শুধু হেরিতে বদন-বিধু, আঁখির পিপাসা,
হায়! একি ভালোবাসা রে—
একি ভালোবাসা!

নদীর প্রতি

শুন ওলো নদী! তুমি সতী একি রীতি হেরি?
পতি তব বিদেশেতে, তুমি যাও সাগর-পাশে।
না সম্ভাষ তুমি কারে শুনেছি সুন্দরি!
চক্ষু-কর্ণে বিবাদ ঘুচিল আজ হেরি,
সতী বলে সবে—যশে, কবিরা তোমা প্রশংসে,
সতীত্ব দেখালি ভালো শেষেতে তটিনি!
কুলে দিয়া জলাঞ্জলি নারী-ধর্ম বিসর্জিলি ;
অতল-কলঙ্ক-নীরে ওলো প্রবাহিণি!
মলয়-পবন-স্পর্শে, উথলি উঠিছ হর্ষে,
কলনাদে সম্ভাষিছ অঞ্জনা-মণি,
এই কি সতীত্ব তব? ধিক্ লো তটিনি!
করো না সতীত্ব-গর্ব আর ওলো ধনি।

নগেন্দ্র-নন্দিনী তুমি, রত্নাকর তব স্বামী,
কি জন্যে বল লো ধনি! বারিধি-প্রিয়ে।
শত-সূর্য-প্রভা জিনি অতুল সতীত্ব-মণি,
তুচ্ছজ্ঞানে বিলাইলে অসতী হইয়ে।
ছি-ছি ক্রোধে জ্বলে দেহ তোরে রে দেখিয়ে?
মুখে মধু, হৃদে বিষ—স্বামীরে কর হরিষ,
সতী বলে জানাইয়া হায় প্রবাহিণি!
এই কি সতীত্ব তব? ধিক্ লো তটিনি!
বক হয়ে বলাস, কিসে রাজ-হংসিনী!
খদ্যোতের চন্দ্র-খ্যাতি-আকাঙক্ষা যেমনি
অসতীর সতী-যশ ইচ্ছাও তেমনি।

মৃত্যু

আহা! এই সুখ-পূর্ণ অবনী-মণ্ডলে
আমি মৃত্যু না থাকিলে এই ধরাতলে
পাইত কি শান্তি-সুখ হতভাগা নর?
হত কি ধরণী হেন প্রমোদ-আকর?
হা! কি ভ্রান্তি মানবের কাঁপে মোরে দেখি—
জেনেও জানে না আমি বিপদের সখি!
আহা মরি নিরন্তর রোগের দংশনে
যন্ত্রণা-দায়িনী ধরা যাহার জীবনে,
মানস প্রমোদ-হীন, তনুখানি ক্ষীণ
নিশিদিন জলে ভাসে বদন-নলিন,
ছেড়েছে শান্তির আশা হতাশ অন্তরে,
ভীষণ-দশন-রোগে দংশে আরও জোরে,
এ সময়ে আমা বিনা কেবা পারে আর
জুড়াতে সে অভাগারে—করিতে নিস্তার?
হায়! কোন হতভাগা অদৃষ্টের বশে,
পড়েছে দারিদ্র্য-দুঃখে কমলার রোষে,
কাঁদে তার শিশু সুতা, নলিন-আনন,
শুকায়েছে ওষ্ঠাধর, অভাবে ওদন।
সহিতে না পারি জ্বালা হতভাগ্য নর
(অর্থাভাবে হীন বৃত্তি!) হইল তস্কর।

ক্রমে-ক্রমে নিন্দা তার জুড়িল ভুবন
চোর বলি করে-করে, সজোরে বন্ধন,
বিরলে বসিয়া অশ্রু করে বিসর্জন,
সহিতে না পারে লজ্জা, প্রহার, তাড়ন।
এ সময়ে আমা বিনা কে বা পারে আর
ঘুচাতে শরম তার, অন্তর-বিকার?
হায়! কোন অভাগিনী পতি-সোহাগিনী
ছিল পূর্বে ; এবে তার কান্ত গুণমণি
বারুণী গরল-পানে উন্মত্ত হইয়ে
কাটায় রজনী সুখে কুলটা-আলয়ে।
সহিতে না পারে বালা হৃদয়-যাতনা,
প্রকাশি বা কারে কয় মরম-বেদনা?
এ সময় আমা বিনা তাহার জীবন,
কে পারে করিতে সুস্থ?—কে আছে এমন?
তরুণ-তরণী কোন নদী-বক্ষোপরি,
সুখের আলাপে যায় তরণীতে করি,
হেন কালে বারি-রাশি গর্জিয়া তুফান্
ডুবায় তরণী ক্ষুদ্র—করে খান-খান ;
সন্তরি উঠিতে চায় ; উঠিতে না পারে—
আকুল জীবন—ডুবি জীবন-মাঝারে।
এ সময়ে আমা বিনা কে বা পারে আর
ঘুচাতে ভীষণ তার যাতনার ভার?
এমন সুহৃৎ আমি বিপদ-কালেতে,
তবুও অখ্যাতি মোর কেন এ জগতে?
হায়! হায়! কিছু আমি না পাই ভাবিয়া
কেন নর করে ডর আমায় দেখিয়া?
দেখে যেন মূর্তি মোর—রাক্ষসী আকার।
আমার গমনে কেন উঠে হাহাকার?

প্রাবৃট্ কমল

(১)

একি সন্ধ্যার কমল-সম, আনন তোমারি.
কেন গো নলিনি! তব দিবা দ্বি-প্রহরে,

শোভে তব সুখ-রবি, মধ্যাহ্ন অম্বরে ;
তবে কেন তব মুখ, মলিন নেহারি?

(২)

এই তো জগতে রীতি, পতি-পার্শ্বে সুখী সতী
আনন্দে দম্পতি ভাসে সুখের সাগরে।
বিরহিণীসম হেরি সুধাই লো তোরে ;
প্রণয় কি নাই তব রবির সংহতি?

(৩)

"আছে গো প্রণয় আছে, না পাই থাকিতে কাছে,
স-খেদে পবনে কাঁপি কহিল আমায়,
দেখ গো জলদ-জালে ঘেরিয়াছে তাঁয় ;
ঘনাচ্ছন্ন স্বামি-মুখ দেখি বুক ফাটিছে।

(৪)

পতি মম লক্ষান্তরে, আমি ভাসি জল 'পরে,
ভাসি জলে তবু হাসি দেখিলে তাঁহায়,
পাইলে কিরণ তাঁর কাঁদি না কি হায়?—
কত সুখী সরোজিনী দেখ সরোবরে।

(৫)

মম ভাগ্যে এ দুর্দিন বরষা বরিষা-দিন,
প্রভাকর কর-হীন হয়েছে গো স্বজনি!
ভাসি জলে আঁখি-জলে হায় দিবা-রজনী,
মনে করিয়াছি আর হব না প্রণয়াধীন।

(৬)

এ সংসারে এই রীতি, যে যাহার গতি মুক্তি,
তা হতে তার দুর্গতি, তাই দেখি নয়নে ;
চাতকিনী বাঁচে প্রাণে জলধর-জীবনে
কাল-নিদাঘেতে তাই, হয় তার দুর্গতি।

(৭)

হেরে শশী সুখে ভাসে কুমুদিনী স্বজনি!
সুখে ফুল্ল হয়ে ধনী শোভে ফুল্ল জীবনে,
এক পক্ষান্তরে বিধু তাই উদে গগনে,
হেমন্তে হিমাংশু তাই কাঁদায় গো কামিনী।

পতি-ভক্তি

(১)

কে তুমি সুন্দরি! বিষণ্ণ-বদনে?
সমুজ্জ্বল তব সুন্দর তনু ;
ঢাকিয়াছে হায়! যেন কাদম্বিনী,
অরুণে উদিত নবীন ভানু।

(২)

কি পবিত্র জ্যোতি নয়নে তোমার!
বহিছে পবিত্র নয়ন-জল।
সু-পবিত্র ভাতি ভাসিছে বদনে,
পবিত্র তোমার মুখ-কমল।

(৩)

এত পবিত্রতা আননে যাহার,
অন্তর কি তার পবিত্র নয়?
কিসে সু-পবিত্র বদন এমন
হইয়াছে বল বিষাদময়?
ভূধর নড়ে না সামান্য পবনে,
বায়ু রবি-করে প্রতপ্ত হয়,
আইলে রজনী মুদে সরোজিনী,
শশী মসী-মাখা হেমন্তে হয়।

(৫)

শুনিয়া তখন ছাড়িয়া নিশ্বাস,
বিস্ময়ে চাহিল আমার প্রতি!
নিশির শিশিরে নিষিক্ত কমল
উষায় ঈষৎ চাহে যেমতি।

(৬)

বীণার ঝঙ্কার, অপ্সরী-বদনে
—বিলাপের গীত নিশিতে গায়,
মৃদু কল্লোলিনী তটিনী বা যেন,
—কল-কণ্ঠ পাখি বিলাপে হায়!

(৭)

স-করুণে মোরে কহিলা সুন্দরী,
কহিলে যা তুমি সত্য সে সব ;
কিন্তু কি করিবে মোর দুঃখ শুনে
গলিবে না তায় অন্তর তব।

(৮)

গিয়াছে সে কাল, ফুরায়েছে সুখ,
সে সব আদর নাইকো আর।
বহুদিন হল গেছে তারা চলি
ছিলাম যাদের কণ্ঠের হার!

(৯)

বলিতে বলিতে কমল-নয়নে
বহিল বিমল সলিল-ধারা।
হিমানী-নিষিক্ত অমল কমল,
ঘৃণায় লজ্জায় বদন-ভরা।

(১০)

কোথা গো সাবিত্রি! সতী-কুল-মণি?
রমণী-গৌরব জানকি! কোথা?
কোথা কাদম্বরি!—কোথায় গান্ধারি?
কোথা আছ সতী হর-বনিতা?

(১১)

শুনি পতি-নিন্দা নগেন্দ্র-দুহিতা
ত্যজেছিল প্রাণ যাহার বলে,
দেখসে আসিয়া সেই পতি-ভক্তি
কিরূপ এখন অবনী-তলে।

(১২)

দেখসে সাবিত্রি! হায়! যার বলে
শমনে জিনিয়া এনেছ পতি,
এস একবার দেখসে তাহার,
সেই বঙ্গে তার দেখসে গতি।

(১৩)

পতি অন্ধ শুনে হায় গো! গান্ধারী,
বেঁধেছিলা আঁখি জন্মের মত।
তেমন গৌরব, সে সব আদর,
নাহি আর বঙ্গে হয়েছে গত!

(১৪)

(এখন অনেক বঙ্গের সুন্দরী)
রূপের আভায় ঘর আলো করি
থাকেন সোহাগে পালঙ্কে বসি ;
ভালবাসে পতি বসিয়া ভূতলে,
অলক্ত চরণে পরান তোষে।

(১৫)

কুণ্ঠিত তাহাতে কিছু-মাত্র নয়!
সোহাগেতে আরো গলিয়া সতী
রাঙা পাদ তুলি পতি-হৃদি পরে,
জানান স্বামীকে অটল ভকতি।

(১৬)

সে কালের চেয়ে এ কালে যুবতী
আরো গুণবতী হয়েছে সবে।
শ্বেতাঙ্গী রমণী, সভ্যতার খনি,
বঙ্গ-বালা তাই কেন না হবে?

(১৭)

সভ্যতা-শিক্ষিতা অনেক যুবতী,
পতি প্রতি প্রীতি কেমন তাঁর।
সামান্য দোষেতে দোষী হলে পতি,
বিবিধ কটূক্তি শেষেতে প্রহার।***

(১৮)

সতী-অগ্রগণ্যা জনক-নন্দিনি!
হায় গো তোমারে লোকের শ্লেষে,
পতি-প্রাণা সতী জেনেও তোমায়,
পাঠালেন রাম অরণ্য-বাসে।

(১৯)

তাতেও তোমার বিচলিত প্রীতি,
হয় নাই আহা! স্বামীর প্রতি।
সদাই বলিতে "গুণ-ধাম রাম!
বাম হলে কেন দাসীর প্রতি?"

(২০)

আহা! এমন কোকিলা আর এ ভারতে,
নাই রে! করে না এ সুধা-রব ;
পিক-বিনিময়ে কাকের কাকলি,
জ্বালায় সতত শ্রবণ সব।

(২১)

সুখে-দুঃখে পড়ে আছি এই বঙ্গে,
অন্য কোথা যেতে না চায় প্রাণ।
এখনও সহস্র বঙ্গ-বিনোদিনী
রাখিছে যতনে বঙ্গের মান।

(২২)

হায়! পতি-হীনা বঙ্গের বালিকা
স্মরিতে অন্তরে লাগয়ে ব্যথা।
করে একাদশী হয়ে ব্রহ্মচারী,
এমন রমণী আছে বা কোথা?

(২৩)

বৈশাখে যখন মধ্যাহ্ন-গগনে
উদয় হয় রে প্রখর ভানু,
একাদশী করে বঙ্গ-বিধুমুখী
শুষ্ক বিম্বাধর মলিন তনু।

(২৪)

এ পবিত্র মূর্তি দেবী-মূর্তি-সম
হৃদয়ে না জাগে বল গো কার?
বঙ্গ-বিনোদিনী সতীত্বের খনি ;
এমন রমণী আছে কি আর?

(২৫)

পুনঃ বিবি-অনুকারী, অনেক সুন্দরী,
হয়েছে এখন বঙ্গের মাঝ!
পতি-হীনা হয়ে করে বেশ-ভূয়া!
ছি ছি কালামুখ বাদে না লাজ।

(২৬)

এত অপমান ; তবু আছি বঙ্গে,
অন্য দেশে যেতে বাসনা নাই ;
অন্য দেশে নারী চেনে না আমায় ;
বুট-পরা মেয়ে বড় বালাই!

(২৭)

ওগো বঙ্গ-বালা বসন্ত-কোকিলা!
ডেকো কুহু-রবে জুড়ায়ে প্রাণ।
তোমরা বঙ্গের গৌরব-আধার,
রেখো-রেখো-রেখো আমার মান।

দাম্পত্য-প্রণয়

(১)

আহা! এ পবিত্র প্রেম পৃথিবী-ভূষণে,
কে সৃজিল সুখ-সিন্ধু মানব জীবনে?
মরু-ভূমে প্রবাহিত করিল তটিনী রে!
নিদাঘ-তৃষিত পান্থ, ঘর্মে কলেবর শ্রান্ত,
জুড়াইতে অবিশ্রান্ত মলয়-বাতাস রে!

(২)

চন্দ্রমা-শালিনী নিশি, শরতের পূর্ণ-শশী,
কোমল কুসুম-রাশি সুরভি বাতাস রে,
বিমোহিত চিত হায়! এত নাহি করে,
শীতল চন্দন-নদী, হৃদয়ে বহিত যদি,
এত না শীতল হত, এ প্রণয়ে যত রে!

(৩)

কোকিল-কাকলী বুঝি এত মনোরম
নয় রে!—সুধায় যাহা প্রেমে প্রিয়তম!
যেন সুধা-বরিষণ শ্রবণ-বিবরে রে,
জুড়াইতে প্রণয়ীর হৃদয়-কন্দর রে!
বেগবতী স্রোতস্বতী সায়াহ্নে ঝর্ঝরে রে!

(৪)

হায়! কে রচিল এ প্রেম-সুধা,
নাশিতে প্রণয়ি-চকোর-ক্ষুধা?
সে জন সামান্য নয় রে নয়!
গাও না প্রেমেতে তাঁহারি জয়।

(৫)

হায়! কুলের কামিনী কানন-বাসিনী
এ প্রেম-গরিমা বুঝিবে এমনি
ধরণীতে প্রেম জানিবে সার,
এমন প্রণয় নাই রে আর!

(৬)

প্রণয়-প্রণয়ী যদি একত্রেতে মিলে,
তা হলে এ প্রেম-সম কি আছে ভূ-তলে?
হর রে এ প্রেম যদি অভিন্ন-হৃদয়,
"প্রণয়ি-যুগল" জুলিয়েৎ-রোমিওর ন্যায়
এক প্রাণ এক মন একই জীবন রে!

(৭)

আহা! রোমিওর প্রাণ-প্রেয়সী,
নারী জুলিয়েৎ রূপসী শশী,
পান করি প্রিয়-বিষাক্ত অধর,
পরিহরি প্রাণ প্রণয়ি-প্রবর,
ধরাতল ছাড়ি গেল রে!
এ পবিত্র প্রেম-সম কি আছে ভূতলে রে!

(৮)

নব শিশু সঁপি সতিনীর করে
পাণ্ডু-পত্নী গেল প্রণয়ের তরে,—
চিতা-অগ্নি গর্জ্জি উঠিল আকাশে,

মৃত-স্বামি-কোলে মদ্র-সুতা হাসে,—
ছিঁড়িতে নারিল এ প্রণয়-পাশে,
ছাড়িল কায়ায় সহাস অধরে!

(৯)

আহা! বনবাসী রাজার নন্দিনী,
রামের ঘরনী, কি দুখ-ভাগিনী,
প্রণয়ের তরে বিপিন-বাসিনী ;
প্রণয়ে কি সুধা আছে রে!

(১০)

হায়! কে রচিল এ প্রেম-সুধা,
নাশিতে প্রণয়ী-চকোর-ক্ষুধা?
সে জন সামান্য নয় রে নয়!
গাও না প্রেমেতে তাঁহারি জয়।

(১১)

হায়! কুলের কামিনী কানন-বাসিনী,
এ প্রেম-গরিমা বুঝিবে এমনি,
ধরণীতে প্রেম জানিবে সার,
এমন প্রণয় নাই রে আর।

(১২)

এ প্রেমের সনে কভু হয় কি তুলনা
শঠের প্রণয় যাহা জল-আলিপনা?
সৌদামিনী-প্রেম যথা নব ঘন সনে রে!
সোহাগে তুলিয়ে বুকে, ক্ষণেক নাচায় সুখে,
ক্ষণ-পরে করে তারে বিদূরিত ঘন রে।

(১৩)

যেমন বালক খেলনা লইয়ে, হরিষে মাতিয়ে,
আদর করিয়ে শেষে ফেলে দেয়, শেষ না বুঝিয়ে,
তেমনি শঠের প্রেম রে!
এ প্রেম-তুলনা ধরাতে কতই রেখে গেছে
কত নর রে!

(১৪)

বন-সুশোভিনী শকুন্তলা-লতা ;
দুষ্মন্ত তাঁহারে দেখে পল্লবিতা

প্রণয়-উদ্যানে আনি রোপিল সাদরে রে ;
ছি! ছি! মুকুল-উদ্যমে, কি লজ্জা বিষম,
(হায়) তাঁরে "চিনি না" বলিল শঠ্ অকাতরে।

(১৫)

হায়! কে রচিল এ প্রেম-সুধা?
কে দিল তাহাতে বিরহ-ক্ষুধা?
এ অমৃতে কে বা দিল হলাহল?
শঠের প্রণয় মাখাল্ ফল।

(১৬)

হায়! কুলের কামিনী কানন-বাসিনী,
এ প্রেম-গরিমা বুঝিবে এমনি
ধরণীতে প্রেম জানিবে সার,
এ প্রেমের কাছেতে জীবন ছার।

(১৭)

প্রণয়ের লাগি সমর-অনল
জ্বলি কত রাজ্য গেল রসাতল,
কত বীর-দল আহুতি জীবন,
ভাসাইল ধরা রুধির-ধারে।

(১৮)

আহা! নল-রাজে লয়ে বন-মাঝে,
বৈদর্ভী পশিল কাননে অব্যাজে,
নিদ্রিতা রমণী বনে একাকিনী
ত্যজি পলাইল পাষাণ-অন্তরে।

(১৯)

হায়! কে রচিল এ প্রেম-সুধা,
নাশিতে প্রণয়ী-চকোর-ক্ষুধা?
সে জন সামান্য নয় রে নয়!
গাও গাও প্রেমে তাঁহারি জয়।

(২০)

হায়! কুলের কামিনী কানন-বাসিনী,
এ প্রেম-গরিমা বুঝিবে এমনি,
ধরণীতে প্রেম জানিবে সার ;
এমন প্রণয় নাই রে আর।

মধ্যাহ্নে চিন্তাতুরা

উত্তপ্ত ধরণী ঘোর মধ্যাহ্ন-সময়।
তেজস্বী তপন-মূর্তি খর-কর-ময়।
প্রকৃতি-গম্ভীর-ভাব করি বিলোকন
সভয়ে নিস্তব্ধ যেন পশু-পক্ষিগণ।
এ হেন সময়ে হায়! চিন্তাতুর মন
করে যে কেমন, তাহা জানে কোন্ জন!
জীবন-তরণী যার সংসার-সাগরে।
সুখ-ভরা * * * * সুস্থ কলেবরে
যাপে দিন সুখে হায়! জানে কি সে জন
এ সংসারে চিন্তা-বায়ু কিরূপ ভীষণ?
সুখে তুলি সুখ-পালি তরুণী জীবন-
তরী করয়ে চালন, সে কি জানে
দুঃখ-ঝঞ্ঝা কিরূপ ভীষণ?
জানিবে সে কি বিষ-যাতনা কেমন.
ভুজঙ্গ ভীষণ যারে করেনি দংশন?
জানে সেই হতভাগ্যা * * সম যার।
জীবন-তরণী দুখে ভাসে অনিবার।
* * নক্রে তরণী কাণ্ডারে ঘেরেছে।
চিন্তা-বায়ু-ভরে তার তরণী কাঁপিছে।
কে তুলিবে সুখ-পালি কাতর কাণ্ডারী ;
নিরাশা-করকা-পাতে ভাঙে বুঝি তরী!!
উত্তপ্ত ধরণী ঘোর মধ্যাহ্ন-সময়
তেজস্বী তপন-মূর্তি খর-করময়।
বহিছে মধ্যাহ্ন-বায়ু জ্বলন্ত অনল
সকাতরে কপিঞ্জল করে জল-জল।
খর-রবি-করে পাখি হইয়া অস্থির,
একান্ত কাতরে ডেকেপেলে ঘন-নীর।
চাতকিনী ডেকে-ডেকে পূরিল তো আশ,
তবে আমি হতভাগ্যা হব না নিরাশ!
না দিলে উত্তর পাখি! চলে গেলে বাসা!
পূর্ণ তব আশা, হব আমি কি নিরাশা?
রমণীর বাঞ্ছনীয় বসন-ভূষণ
করিতে কি পারে কভু চিন্তাপনয়ন?
নিকুঞ্জ-তমালে পিক-মধুর-নিস্বন
করিতে কি পারে তব মন বিমোহন?

বিজন-বিটপি-বাসি-বিহঙ্গ-সঙ্গীত,
করিতে কি পারে ক্ষণ প্রাণ পুলকিত?
হায়! চির-সাধনীয় * * * *
হেন বিনা কিবা করে মানস-রঞ্জন?
রবি-করে সরোবরে প্রফুল্লা নলিনী,
হেরে কি মনেতে সুখ পায় অভাগিনী?
আহা! তার সুখ-রবি * * রাহু-করে,
দেখে হৃদি পঙ্কজিনী শুষ্ক সরোবরে।
যবে মুক্ত হবে রবি রাহু-কর হতে
ফুটিবে হৃদয়-পদ্ম সুখ-সরসীতে।
এ সব ভাবিতে হায়! ভাবনা-অনল
জ্বলিল দ্বিগুণ, হৃদি হইল বিকল,
জ্বলে যথা হোমানল হবির মিলনে,
জ্বলিল চিন্তার অগ্নি, আশা পরশনে।
ছট্‌ফট্ করে প্রাণ হয় বা বাহির,
কি করিবে কোথা পাবে শান্তি-সুখনীর।
উত্তপ্ত ধরণী ঘোর মধ্যাহ্ন-সময়
তেজস্বী তপন-মূর্তি খর-করময়।
এ হেন সময়ে হায়! চিন্তাতুর মন,
করিতে সুস্থির আছে কি দ্রব্য এমন?
বিনা সে করুণাময়-করুণা-বর্ষণ
পায় কি অমৃত শান্তি দুখ-দগ্ধ মন।

(গীত)

বালিকা কলিকা অন্ত বিভু! কেন হে করিলে,
স্ফুটিত যৌবন-করে কুসুমেরে শুকাইলে?
কত চিন্তা-কীট আসি, হইল হৃদয়-বাসী,
নাশিল সৌরভ-রাশি দুর্গন্ধ দুঃখ-অনিলে।

তপোবন

(১)

আহা! কি সুন্দর হের তপোবন
সুখ-নিকেতন ধরণী-মাঝে,
কোমল বিটপী নয়ন-রঞ্জন
ললিত লতিকা তাহাতে সাজে!

(২)

শাখি-শাখে বসি বিহগ বিজনে
বিভুর মহিমা কীর্তন করে,
তান, লয়, রাগে পূরিয়া কাননে
ললিত-মধুর মধুর স্বরে।

(৩)

বসিয়া তমালে সুখে দধিমুখ
উষায় ললিত আলাপ করে ;
তরঙ্গিয়া হৃদি উছলিয়া সুখ
সুধা ঢেলে দেয় শ্রবণ ভরে।

(৪)

যুবতী সুকণ্ঠ সুকৃশ শ্রবণে
মনুজের কাছে প্রবাদ আছে—
কেমন রমণী? কি গান সে জানে?
আসুক দেখি সে ইহার কাছে।

(৫)

শুনে এই গান ভুলে মন-প্রাণ
মোহ আসি হীন-চেতনা করে
বাসে যেতে আর চায় কি রে প্রাণ
মন থাকে কিসে বীণার স্বরে?

(৬)

আহা! কি সুন্দর ওই গিরিবর
কাননের প্রান্তে দাঁড়ায়ে আছে!
ধূসর-বরণ নবনীরধর
ধরায় যেন রে মেঘ নেমেছে!

(৭)

ধ্যানে মগ্ন গিরি অটল-অচল
তপোবন-প্রান্তে বসতি করে
"হও মম-সম, হয়ো না চঞ্চল"
এই যুক্তি যেন শিখাতে নরে।

(৮)

ফল-ভরে নত চারু তরুবর
নত শির করি দাঁড়ায়ে আছে

বলিছে ইঙ্গিতে যেন "ওহে নর!
আহারের করো ভাবনা মিছে ;

(৯)

অবোধ মানব! কেন রে বুঝ না—
বন-বাস ইহা মনেতে কর?
হেন সুখধাম ধরায় পাবে না
হেথা আসি বসি বিভুরে স্মর।"

(১০)

মরি কি সুন্দর শোভিছে অদূরে
শ্যামল তৃণের কুটীর-গুলি!
চারু বন-লতা উঠিছে উপরে
হেলিছে তাহাতে কুসুম-কলি।

(১১)

এ হেন নির্জনে বসিয়া ওই কে
জ্বলন্ত তপন-বরণ যুবা
মুদি আঁখিদুটি রাখি কর বুকে
বদনে ভাতিছে বিমল আভা।

(১২)

শিরপরে জটা সুনীল-বরণ
গ্রীবাতে উরসে পড়েছে আসি
গম্ভীর মুরতি প্রফুল্ল আনন
আহা কে রে এই নবীন ঋষি!

(১৩)

এ যুবা-বয়সে আশ্রমে এ বেশে
ইচ্ছাতে এসেছে মনে কি লয়?
পড়িয়া তরুণ দারুণ হতাশে,
দেখেছে ধরারে গরলময়।

(১৪)

বুঝি বা অনন্ত কালের সাগরে
ডুবেছে জীবন-রতন সার
ইহলোকে আর পাবে নাকো তারে
তাইতে কানন করেছে সার।

(১৫)

জানি এ যুবার কি মনোবেদনা
কেন এ বিজনে তাপস-বেশে

গুণবতী এক নারী সুলোচনা
বেঁধেছিল এরে প্রণয়-পাশে।

(১৬)

ছিল আশালতা রোপিয়া হৃদয়ে
পাবে সুখময় অমিয় ফল—
লভিবে ললনা শুভ-পরিণয়ে
সুধা-আশে লাভ হল গরল।

(১৭)

বিচার-বিহীন ধন-লোভী পিতা
অন্য একজন কুলীন-করে
দলিয়া যুবার সুখ-আশালতা
তারে দিবে সুতা ঘোষণা করে।

(১৮)

বড় আশে যুবা হইয়া হতাশ
সংসার-সুখেতে ধিক্কার করি
করে মনসুখে তপোবনে বাস
যোগধর্ম দয়া ভূষণ ধরি।

(১৯)

সে অবধি প্রায় গত বর্ষ ছয়
আছয়ে কাননে আবাস করি
দুরন্ত ইন্দ্রিয় করি পরাজয়
বিমল অন্তরে বিভুরে-স্মরি।

(২০)

নাহি চিতে আর প্রণয়-বাসনা
ললনার রূপ না পায় স্থল—
ঘুচে গেছে প্রেম-নিরাশা বেদনা
কুহকিনী-আশা পাতে না কল।

(২১)

স্থির-চিত এবে, সদৃশ জলধি—
বিমল-সলিল-সদৃশ মন ;
অচল-অটল গম্ভীর প্রকৃতি
সদা ধর্ম-ভাবে মগন মন।

(২২)

হেন কালে একি? ভুবনমোহিনী
বিজলী-বরণা নবীনা বালা
আসে ধীরে-ধীরে মরালগামিনী
রূপে তপোবন করে উজ্জলা।

(২৩)

এলো-কেশ-রাশি আবরে বদন
পিছনে নিবিড় মেঘের মালা
ছল-ছল আঁখি বিষণ্ণ আনন
না জানি কেনরে কাতরা বালা।

(২৪)

ধীরে-ধীরে বামা মরাল-গমন
চলিলা তৃণের কুটীরপানে
যথায় বসিয়া তাপস সুজন
মগন বিভুর কীর্তন-গানে।

(২৫)

চমকি তাপস দেখিলা চাহিয়া
পবিত্র-আননী একটি কুমারী
কুটীরের পাশে রয়েছে দাঁড়ায়ে
যেন কি বলিবে মানস করি।

(২৬)

"রবির কিরণে ঘেমেছে বদন—
কে তুমি রে বাছা! আ মরি-মরি"
বলিয়া সত্বরে তাপস তখন
আনি দিল তারে শীতল বারি।

(২৭)

"কে তুমি কাহার বালা সুচারু-আননে!
হয়েছ কি পথহারা নবীনা কুমারী!
কি হেতু এসেছ এই বিজন গহনে
কি লাগি কাহার তরে ঝরে আঁখি-বারি?

(২৮)

"কিবা হারায়েছ তব প্রাণ-প্রিয়জন—
ভ্রমিতেছ তাই বনে তার অন্বেষণে ;
অথবা হরেছে কাল হৃদয়-রতন—
ত্যজিয়া সংসার তাই এসেছ বিজনে?"

(২৯)

পরশে সমীর যথা তটিনীর নীর
কাঁপাইয়া ধীরে-ধীরে উছলে লহরী—
তেমনি তাপস ভাসে নয়নের নীর
উছলি দ্বিগুণ দুখে কাঁদিল কুমারী।

(৩০)

"কি কহিব হায়! মম দুঃখের কাহিনী
তুলনায় দুখ-রাশি অতুল আমার ;—
এসেছি কানন হতে বিজনবাসিনী
নামাইতে তপোবনে হৃদয়ের ভার।

(৩১)

"তাপস হে দুখদগ্ধ অভাগীর প্রাণ
জুড়াও শিখাও দেব! ধর্মের সঙ্গীত ;
দেখাও আমারে কোথা শান্তির সোপান
যথায় জুড়াবে এই অভাগীর চিত।

(৩২)

"ছিল গো বাল্যের উষা আমার যখন
সুখদ জীবন-বন করে আলোকিত,
আছিল অন্তর যেন বিমল দর্পণ—
একটি বিষাদ-রেখা হয়নি পতিত।

(৩৩)

"যৌবন-প্রারম্ভে দেব! কি বলিব হায়!—
(হায় রে কাঁদিল বালা যেন পাগলিনী)
মোহন তরুণে এক দেখাইলা হায়!
করিবারে বিধি মোরে চির-অভাগিনী।

(৩৪)

"কি কুক্ষণে দেখিলেন—হেরিলাম ও হায়!
মোহিত হইল তাহে উভয়ের মন ;—
বাসনা তাঁহার দাসী করিতে আমায়
আমারও অন্তরে, হল আশার সৃজন।

(৩৫)

"ছিল বড় আশা মনে—কি বলিব হায়!—
করিতে সে গুণধরে পতিত্বে বরণ ;

ভাবিতাম যবে পিতা দিবেন তাঁহায়
হইবে ধরণী মম প্রমোদ-কানন।

(৩৬)

"যখন এ হেন আয়া আমার মানসে
গঠিছে সুখের ছায়া অঙ্কপাত করি
কে জানে তখন মোর অদৃষ্টের দোষে
মুছিতে তুলিছে কাল বিষাদ-লহরী।

(৩৭)

"ত্যজিয়া অমূল্য নিধি জনক আমার
লইয়া কুড়ায়ে কাচ পরম আদরে—
আশা-লতা-মূলে মোর প্রহারি কুঠার
ভাসাইলা অভাগীরে দুঃখের সাগরে।

(৩৮)

"অশনি-নির্ঘোষ-সম পিতার বদনে
শুনিনু যে বাণী কানে বাজে আজও হায়!
দিবেন আমার বিয়া অন্য বর সনে
কহিলেন আসি মম জনক আমায়।

(৩৯)

"পিতার সমুখে আমি কি বলিব হায়!
সরম আসিয়া বাণী রোধিল বদনে,
হেরিনু সুন্দর ধরা মরুভূমি-প্রায়
রহিলাম নত-মুখে ভূমি-নিরীক্ষণে।

(৪০)

"হায়! এ সংবাদ ভীম কাল-ফণী প্রায়
দংশন করিল দেব! প্রাণেশে আমার
জনমের মত প্রিয় লইল বিদায়
পূরিল পাপের ভার ধরায় আমার।"

(৪১)

বলিতে-বলিতে বালা গুরু-শোক-ভরে
অঞ্চল ঝাঁপিয়া মুখে উঠিলা কাঁদিয়া—
কাঁদিল নবীন ঋষি (আর কি সে পারে!)
পড়িল নয়ন-বারি হৃদয় বহিয়া।

(৪২)

উদিয়া অন্তরে পুনঃ বিগত ঘটনা
অধীর করিলা ধীর তাপসের মন ;
কত আশা-ভালোবাসা কতই বাসনা
মুহূর্তে হৃদয়ে পুনঃ দিল দরশন।

(৪৩)

নয়ন-অন্তরে রাখি হৃদয়ের ধন
কাটাইলা তপস্যায় দিবস-যামিনী ;
কেমনে হৃদয়-বেগ রোধিবে এখন
হেরিয়া নিকটে সেই হৃদয়-মোহিনী!

(৪৪)

পুন আরম্ভিলা বালা মুছিয়া নয়ন—
"অপরাধ মম এবে ক্ষম ঋষিবর!
করিনু কাতর কত জানায়ে বেদন
সতত আনন্দে পূর্ণ তোমার অন্তর।

(৪৫)

"বিবাহের নিশি হায়! কাল-নিশিপ্রায়
সমাগত হল আসি জনক-ভবনে
পরিণয়-মুখে ছাই প্রদানি ত্বরায়
বাহির হইনু একা প্রিয়-অন্বেষণে।

(৪৬)

"কিন্তু কোথা পাব আর হায়! সে চরণ?
পর-নারী-বোধে মোরে করি পরিহার
জনমের মতো প্রিয় করেছে গমন
নিধনের হেতু তাঁর জীবন আমার।"

(৪৭)

নীরস পল্লব-রাশি মরমরি
কহিলা তাপসে সরস ভাসে,
দেখ যোগিবর! একটি কুমারী
এসেছে কি আশে তোমার পাশে।

মরীচিকা

দিন-দিন গণি দিন ;—পায়-পায়-পায়
না জানিরে কোন্ পথে চলেছি কোথায়?
হেথা তো হল না সুখ ; অবিরত বলি।—
জানি না কি সুখ-আশে কোথা যাই চলি!
সকলেই কেঁদে যায় তুলে এক তান,
পূরিল না সাধ বলি মুদে দু-নয়ন।
ভুলে গিয়ে কল্পনার মধুর অমৃত বোলে,
পাগলের মতো যায় ছুটে কল্পনার কোলে!
—কে বলিবে, সেথা গিয়ে পূরে কি প্রাণের আশ?
অথবা, আঁধারে বসি, ফেলিবে দীরঘ-শ্বাস!
ওরে—ওরে মন মোর, কে আশ্বাস দিল তোরে
আশার রতন আছে—ভাবীর আঁধার ঘোরে।
নিশ্চিতেরে হেলা করি অনিশ্চিতে যার আশ,
লোকে বলে, তার ভাগ্যে ঘটে শুধু হা-হুতাশ।
আকুল হইয়া তবে, যাস্‌নে যাস্‌নে ছুটে!
মরিবি কি অবশেষে আঁধারেতে কাঁটা ফুটে?
হেথা—আছে দুখ শেষে সুখ, দিবা পরে রাতি ;
নিরাশায় সুখ-স্মৃতি, অন্ধকারে বাতি ;
নদীতে তরঙ্গ আছে, হৃদয়ে উচ্ছ্বাস ;
পরানে সঙ্গীত আছে, স্নেহের বাতাস ;
হরষের হাসি আছে, দুখের নিশ্বাস ;
মিলন, বিচ্ছেদ আছে, স্বদেশ, প্রবাস ;
আছে বিহঙ্গের গান, কুসুমবিকাশ ;
রবি, শশী, তারা আছে, অনন্ত আকাশ ;
উষা আছে, সন্ধ্যা আছে, আছে সাধ, আশা ;
স্নেহ আছে, ভক্তি আছে, আছে ভালোবাসা ;
সাগর, ভূধর আছে, নগর, কানন ;

নিদ্রা, জাগরণ আছে, বিস্মৃতি, স্বপন ;
খেলা আছে, ধুলা আছে, আছে আলোচনা ;
জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, কবিতা, সাধনা ;
জনম, মরণ আছে, আছে স্বাস্থ্য, রোগ ;
নিত্য-নব-লীলাময় জগতের ভোগ।
তবে—আকাশের পানে চেয়ে সজল-নয়নে,
কি অভাবে ভাবিতেছ অকাল-মরণে?
ভাব—ভাব একবার
জীবনের পর-পার!
যে চির-বিস্মৃতি চাও—
সেথা যদি নাহি পাও?
সেথা যদি থাকে স্মৃতি—আর কিছু নয়!
কি করিবি—কি করিবি, তখন, হৃদয়?

একাদশী-নিশি

আমার হৃদয়-নিধি, নিশা, কেড়ে নিয়ে গেলে!
কোন্ লাজে এসে পুন হেসে দরশন দিলে?
আবার আজি কি আশে
আসিলে এ শূন্যাবাসে?—
কেমন আঁধার হৃদি, তাই কি দেখিতে এলে?
এলে যদি, এস, এস,
এ শূন্য কুটিরে বস,
এস ঢালি আঁখি-জল তোমার পদযুগলে।
এলে রেখে কার কাছে!
কোথা সে, কেমন আছে?
এ সব কি মনে আছে, কি সব গিয়েছে ভুলে?
বল, বল, বিভাবরি,
মিলনের আশে তারি,
রাখিয়াছি এ জীবন, দর্শন কি পাব কালে!
এলে যদি, এস, এস,
এ শূন্য কুটিরে বস,
দেখে যাও ভাঙা-হৃদি, পরতে-পরতে খুলে।
বলে যাও দুটো কথা, এ জীবন থাকি ভুলে!

জীবন হইতে যদি

জীবন হইতে যদি চলে গেল ঘুম-ঘোর,
কেন নাহি যায় চলে প্রাণের স্বপন মোর!
যাক্, যাক্—দূরে যাক্, প্রাণের সাধের আশ,
ভাঙা ঘরে চাঁদ-আলো, অভাগ্যের উপহাস!
ডাবুক শিবার দল মণ্ডলী করিয়া ঘোর,
জীবন্তে মৃতের সম হউক হৃদয় মোর!
সঞ্জীবনী মন্ত্র মতো, আয় রে মরণ আয়!
প্রত্যক্ষ মিলন মতো পদ্ম-হস্ত দে রে গায়।
মরিয়া বাঁচিয়া যাই, চলে যাই সে নগর,
প্রাণের দেবতা মম বাঁধিছেন যেথা ঘর।
হে ধরণী, খুলেনে গো, স্নেহের শিকল তোর!
দে গো ছেড়ে, যাই উড়ে, জনম-তরুতে মোর।
কি আশে রাখিবি পুষে এই তুচ্ছ হীন প্রাণ?
কোন্ কাজ হবে, ধরা, আমা হতে সমাধান!
তোমার ও শুভ্র বুকে কালিমার বিন্দু হয়ে,
থাকিতে পারি না আর, এ ভার জীবন লয়ে।

আবাহন

শূন্য করিলে যদি এ হৃদয়-সুখালয়,
হৃদয়-রঞ্জন-বেশে এস তবে দয়াময়।
দেখ, নাথ, দেখ, দেখ ;
শূন্য গৃহ রেখ নাকো।
শুনেছি আঁধার গৃহ, হয় ক্রমে দৈত্যালয়।
বিতরি করুণা-প্রেম, কর হে আলোকময়!
এ নিদাঘ-মরু-হৃদে, তুমি সহকার হয়ে
বস ; এ পথিক-প্রাণ জুড়াক তোমারে পেয়ে।
এস, নাথ এস—এস, চির-নব প্রেমরূপে,
সজল-করুণ আঁখি, হাসি-বিকশিত মুখে।
এস হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, এস মৃত্যুর সম্পদ।
শোকের নয়ন-জলে ধোয়াই কমল-পদ।

প্রেমাঞ্জলি

শুষ্ক হৃদে ভবেশের পূজা বিধি নয়,
প্রেমের জগৎ তাঁর, তিনি প্রেমময়!
এস বিভু, প্রেমাঞ্জলি দিব এ চরণে,
এ প্রেম-কুসুম কারে দিব তোমা বিনে!
এই উচ্ছ্বসিত হৃদি, এই অশ্রু-ধার,
হে বিভু, তোমারি ইহা লও উপহার!
যজ্ঞ-ভাগ নিতে যথা আসেন অমর,
এ কি—এ! নিকটে কেন এলে প্রাণেশ্বর!
সেই হাসিমাখা আঁখি,—সেই প্রেমানন,—
এই যে আঁখির আগে করি দরশন!
মিথ্যা আমি দিতে চাই বিভুর চরণে।
প্রণয়-প্রসূন, নাথ, তোমারি কারণে।
এস, নাথ, সব ত্যজি এস, প্রিয়তম,
পূজিব তোমায় আমি ইষ্ট-দেবসম।
ত্রুটি যাহা রয়ে গেছে বিগত পূজনে,
এখন সে ক্ষোভ আর রাখিব না মনে।
আজীবন ও মুরতি বসায়ে মানসে,
প্রেমের কুসুম-হার দিব গলদেশে!
এ হৃদয়ে—এই সিন্ধু কভু না শুকাবে,
তোমারি উদ্দেশে, নাথ, সতত বহিবে।
এ মূর্তি অন্তর করি হৃদয় হইতে,
হে বিভু, তোমায় আমি নারিব পূজিতে!
পারি না ভাবিতে, প্রভু, তোমার চরণ!
অধিকৃত করি নাথ, হৃদি-সিংহাসন!
হে নাথ, অনাথনাথ, ক্ষম পাপিনীরে ;
তব আগে প্রেমাঞ্জলি দিই প্রাণেশ্বরে।

সংসার

সংসারের সুখ, দুখ,
ইহা কিছু নহে তো নূতন।
তবে কেন দুখ আলিঙ্গিতে

ভয়ে কেঁপে উঠিতেছে, মন!
কাঁদিছ অভাবে যার,   নিকটে ছিল সে যবে,
তখনি কি ছিল না বেদনা ;—
তবে কেন -কি লাগি শোচনা?
যাহার অভাব নাই,   কি আছে তাহার ছাই!
অতি ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্র সে পরান!
গলে বাঁধা স্বার্থের পাষাণ।
ধরণীর সুখ, দুখ,   নিশার স্বপনসম,
তার লাগি কেন ম্রিয়মাণ?
মুছে ফেলে আঁখিজল,   ত্যজ শয্যা ধরাতল,
দেখ—দেখ পূর্ব পানে চেয়ে।
সোনার বরণ ঘটা   অরুণ কিরণছটা
আসিয়াছে আশীর্বাদ লয়ে!
জগতে উথলে বান,   আকাশে আহ্বান-গান,
সবে ডাকে 'আয়-আয়' বলি।
ওরে তুই ধূলিকণা   ধূলি হইবার আগে
একবার দেখ্ মাথা তুলি!

প্রকৃতি ও দুখ

ফুল—
"ভালোবাস তুমি যেই হাসি,
ফুটেছে তা আমার বয়ানে।
নিত্য তাহা আমি দেখাইব,
কেন গো চাবে না মোর পানে?"
উষা—
"ভালোবাস তুমি যেই জ্যোতি,
এই দেখ আমার নয়নে।
অনিমিখে তোমা পানে চাব,
মুখ তুলে চেও মোর পানে!"
নির্ঝর—
"তুমি চাও যেমন হৃদয়,
তেমনি তোমায় দিব, আয়!
অতি যত্নে লুকায়ে রাখিব,

এ নিভৃত হৃদয়-কারায়।"
সমুদ্র—
"প্রাণে তব দহিছে যে তৃষা,
নিবে যাবে সদা লীলা-রঙ্গে।
হৃদয়ে যে হয়েছে আবর্ত,
যাবে ঢেকে তরঙ্গে-তরঙ্গে!"
দুখ—
"আয়, আয়, আয় বুকে আয়!
তোরে ছেড়ে থাকা মোর দায়!
তুই মোরে কভু ভুলিবি না,
আমি তোর জীবন, চেতনা!"

প্রজাপতি

বিচিত্র দুখানি পাখা,
কুসুম-রেণুতে মাখা,
মরি কি তোমার, সখা, সুখের পরান।
গাহিয়া কুসুম-গুণ,
অলি সেধে হয় খুন,
নীরবে তোমার রূপ কেড়ে লয় প্রাণ।
কুসুম-কলিকাগুলি,
কোমল হৃদয় খুলি,
নীরব নয়নে করে তোমারে আহ্বান।
মরি কি তোমার, সখা, সুখের পরান!
ধীরে—মৃদু-পদে পশি,
কোমল হৃদয়ে বসি,
প্রাণ ভরে কর ফুলে প্রেম-মধু পান।
মরি কি তোমার, সখা, সুখের পরান!
বনের সুরভি বায়
কাঁপায় তোমার কায় ;
লতিকা দুলিয়া হেরে তোমার বয়ান।—
মরি কি তোমার, সখা, সুখের পরান!

চন্দ্রাবলী

উজর চাঁদিনী, মধুর যামিনী,
বাজই শ্যামক বাঁশি!
সুখ বিলাইয়ে, প্রেম ছড়াইয়ে,
ফুটই কুসুম-রাশি!
একলি, সজনি, কুঞ্জে একাকিনী,
কাহে লো পরান বাঁধি।
হিয়া দুর-দুর, নয়ন সজর,
দারুণ প্রেম-বেয়াধি!
সদা ভাবি মনে, বসি নিরজনে,
মুছিব নয়নবারি।
কি বিষাদ-তাপে, এ রিঝ উত্তাপে,
কি জানব, সহচরি!
যত চাপি, সখি, তত পোড়া আঁখি,
কোথা হতে ভরে আসে!
গরিমা, গুমান, লাজ, অভিমান,
সবি তায় যায় ভেসে।
বুঝালে বুঝে না, নয়ন মানে না
কত বা গুমরি রই!
শুনে-শুনে পিয়া, কাঁদি ফুকারিয়া,
পরান ফাটিল, সই!
করোনা লো মানা, সরম দিয়োনা,
জান না উপেক্ষা-জ্বালা!
ঢাকা তুষানল, এ হতে শীতল,
কি আর কহিব, বালা!
বনে-বনে ফিরি, মুছি আঁখি-বারি,
শ্যামক দরশ লাগি!
কোন পথে আসে, কোন পথে যায়—
ধরিতে তো নারি, সখি!
নিঠুর কালিয়া, কভু তো ভুলিয়া,
এ পথে আসে না, সই!
ক্ষণেকের তরে, দেখি আঁখি ভরে,
বহুত পিয়াসী নই!
রাধা-রাধা বলি, শ্যামক মুরলী,
সই লো, গাহিছে গান!

তবু তো আমার, এ হৃদয় ছার,
করে সই আন্‌চান্‌!
শ্যাম-প্রেম লাগি কি না পারি, সখি?
হইব রাধার দাসী,
এ সাধ মিটাব, তবু তো হেরিব,
শ্যামক মধুর হাসি!

সমাধিস্থান

বিস্তীর্ণ প্রান্তরপরে উঁচু-নিচু শির তুলি,
কুয়াশা-আচ্ছন্ন হয়ে জাগিছে সমাধিগুলি।
কতগুলা আধ-ভাঙা, হেথা-হোথা ইট পড়ে,
জানাতেছে বহুদিন যে গেছে পৃথিবী ছেড়ে!
কোথাও বা লতা-গুল্ম ব্যাপিয়া সমাধি-হিয়া ;
শৈবালে ঢেকেছে চিহ্ন শ্যাম-আবরণ দিয়া।
জানিতে দেবে না হায় কে অভাগা আছে হেথা,
পেয়েছিল কত ক্লেশ, সয়েছিল কত ব্যথা!
ফুটেছিল প্রাণে কত আশার মুকুলরাশি!
আধ-ফুটো ফুল কত শুকায়ে পড়েছে খসি!
কেমন হৃদয় লয়ে এসেছিল অবনীতে,
জানিনাকো কতদিন গিয়েছে এ ধরা হতে।
এ হেন নির্জন স্থানে, ফুল-সাজি ভূমে ফেলে,
একাকিনী অভাগিনী কে বসে সমাধি-স্থলে?
পা-দুখানি ঝুলাইয়া, জানু 'পরে হস্ত রাখি,
এলোথেলো কেশ-বেশ মুদিত ফোয়ক আঁখি!
বহিছে নিশ্বাস মৃদু, কাঁপিছে অধরদুটি,
কম্পিত হিয়ার মাঝে কি ভাব উঠেছে ফুটি?
মগনা কাহার ধ্যানে, বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায়—
পাষাণ মুরতিখানি কে বসে ও—কারে চায়!

গীত-কবিতা

সুছন্দ কুন্তলে গাঁথা, ভাবের কুসুম-কলি,
কবির মানস-বালা, অতুলন রূপ-ডালি!

বীণার সুতান গলে,
বচনে অমিয়া ঢলে,
নয়নে প্রেমের সিন্ধু, হৃদয়ে সৌন্দর্য-রাশি!
প্রতি পদক্ষেপে মধু,
গুঞ্জরে ভ্রমর-বধু,
মধুরতা—মুখ-বিধু ঠোঁটে সরলতা হাসি!

পাড়া গাঁ

রোদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে, ঘাসে শিশির মেলা ;
চুপড়ি হাতে, যায় ক্ষেতেতে প্রাতে কৃষক-বালা।
শীতের প্রভাত, নয় প্রতিভাত, কুয়ার ধুঁয়ায় ঢাকা ;
সুদুর দূরে, নাই কিছুরে কেবলি ধূম মাখা।
তুলছে খুঁটি, কলাই শুঁটি, ক্ষেতের মাঝে বসে ;
বালক রবির, সোনার কিরণ গায় পড়েছে এসে!
ছোট-ছোট, হলদে ফুলে, সরষের ক্ষেত আলা ;
পুরব ধারে, মেঘের শিরে, রাঙা সোনার থালা।
গাছের খোপে, ঝোপে-ঝোপে পাখির বাসা বাঁধা ;
কাঁপিয়ে ডানা, চিঁ-চিঁ ছানা, মায়ের ঠোঁটে আদা।
পথের ধারে, ঝিলের তীরে, বক সাদা-সাদা ;
খেজুর গাছে, গলার কাছে, কলশিগুলি বাঁধা!
কুঁড়ের পিছে, তালের গাছে, বাবুই বাসার সার।
কি চাতুরী, কারি-গরি, মানুষ মানে হার।

উপহার

যা ছিল আমার, দেছি ; মোর যা,—তোমারি সব!
সবি পুরাতন, সখা, আছে অশ্রু-কণা নব!

এ নয় সে অশ্রু-রেখা, মানাস্তে নয়ন-কোণে,
ঝরিতে যা চাহিত না দেখা হলে ফুলবনে।

সে অশ্রু এ নয়, সখা, দীর্ঘ বিরহের পরে,
ফুটিয়া উঠিত যাহা হাসির-কমল-থরে।

এ শোকাশ্রু! নিরাশার যাতনা-গরল-ঢাকা।
এ শোকাশ্রু! বাসনার অনন্ত-পিপাসা-মাখা।
এ শোকাশ্রু! হৃদয়ের উন্মত্ত আবাহন।
এ শোকাশ্রু! জীবনের জন্মান্ত আলিঙ্গন!

কোথা আছ নাহি জানি, জানি না হৃদয় তব।
যা ছিল সকলি দেছি, লও এ শোকাশ্রু নব।

স্বপ্ন

কে তুমি করুণাময়ি, রজনী গভীর হলে,
নীরবেতে একাকিনী নেমে এস ধরাতলে?
দেখিয়া দুখীর দুখ সজল কমল-আঁখি,
স্নেহের আঁচলে অশ্রু মুছে দাও বুকে রাখি!
মহান জগৎ এই,—উদার প্রকৃতি-রানী
দেখাইতে পারে নাকো কিছুতে যে কাব্যখানি,
অতীতের রুদ্ধ-দ্বার ভাঙি কি কুহক-বলে,
গত-সুখ-রঙগুলি
ধীরে-ধীরে লয়ে তুলি
টেনে যাও সেই রেখা—আঁধার হৃদয়-তলে!

ধ্রুব

জীবনের বিভাবরী দীর্ঘ-শ্বাসে শেষ করি
চেয়ে আছি হায় সেই প্রভাত-আশায়;
আশা-তৃণগাছি ধরি, বিরহ-পাথার তরি
যেই উপকূল স্মরি;—পাইব কি তায়?
কোথায় পাইব ধ্রুব হায়!
এ দীর্ঘ জীবন-পথে একেলা কি হবে যেতে?–
পথে কি হবে না দেখা, সঙ্গে কভু তার।
কে বলে দেবে গো মোরে, পাব কতদিন পরে?
নিকটে কি আছে দূরে, কোথা সে আমার!
অনন্ত নেপথ্য-মাঝে, সে যেন কোথায় আছে!
মাঝে-মাঝে ডাকিতেছে—আয়, আয়, আয়!

আকুল পরান, হায়, ঘরে না রহিতে চায়!
সদা যাই-যাই গায়, উদাস হিয়ায়।
চাহিয়া-চাহিয়া পথে, এমন বিষণ্ণ চিতে,
দারুণ চাতক-ব্রতে কত রব, হায়!
মধুরে বাজিছে বাঁশি হাসিছে কুসুমরাশি,
বিশদ জোছনা-নিশি, সবি শূন্য ভায়!
রয়েছে কুসুম ঢালা গাঁথা হয় নাই মালা,
প্রখর নিদাঘ-জ্বালা,—শুকাইয়া যায়!
আশার শিশির-বারি সতত সিঞ্চন করি
বাঁচায়ে যে রাখিতেছি,—হবে কি বৃথায়?
সে কি মোর ফুল-হার দেবে না গলায়!
কোথায় পাইব ধ্রুব হায়!
কোথা আছ,—কোথা তুমি,—কত দূরে হায়!
জীবনের বিভাবরী ফুরাইয়া যায়!
কোথায় পাইব ধ্রুব হায়!

ভিক্ষা-গীতি

লইয়া আনন্দ-উষা, দেছ দুখ-বিভাবরী ;
জানি না—জানি না, নাথ, কি হেতু এ মনে করি!
শুভ বা অশুভ হোক,
সবে তব ছায়া রোক।
সতত তোমারে যেন হৃদয়-গগনে হেরি।
ও মুখ চাহিয়া তব,
যা দিবে সকলি সব—
ঝটিকা, করকাপাত, তোমারি চরণ ধরি।
তুমি যদি চাও, বিধি!
ভাঙিতে এ নারী-হৃদি,
ভাঙুক সে শতবার, যাতনায় নাহি ডরি!
না জানি কি সুধামাখা ওই তব পা-দুখানি ;
যত দুখ পাই ভবে, তত করি টানাটানি।

২

লও, লও প্রণিপাত
এই ভিক্ষা দাও নাথ,—

যা দেবে আমারে দিও, দুখ বা যাতনা ভার।
ব্যথিত সে সখা মোর, যেন নাহি দহে আর।
বড় সে যাতনা পেয়ে ধরা হতে চলে গেছে,
স্নেহেতে ডাকিয়া তারে, লও নাথ, লও কাছে!
সেই ক্ষীণ দেহখানি, শীতল শান্তির ছায়,
বিরাম-শয়নে যেন আরামে ঘুমাতে পায়!
এ দুখ-আতপ-জ্বালা,
এ খেদ-কণ্টক-মালা
এ অশান্তি-নিত্য ছলা, এ অশ্রু, এ হাহাকার,
পশে না শ্রবণে যেন পরশে না হৃদি তার!

তুমি

তুমি কি গিয়াছ চলে? না না, তা তো নয়।
য'দিন বাঁচিব আমি, ত'দিন জীবিত তুমি,
আমার জীবন যে গো শুধু তোমা-ময়।
তুমি ছাড়া আমি কে বা—শূন্য—শূন্যময়।
তুমি কি গিয়াছ চলে তা তো নয়, নয়!
স্মৃতির মন্দিরে মম, প্রতিষ্ঠিত দেবসম
চির-বিরাজিত তুমি, অমর প্রাণেশ!
চির-জন্ম-স্মৃতি তুমি, সৌন্দর্য অশেষ!

মথুরা-ধামে

যা লো, যা লো, সখি, যা লো
বারেক মথুরা ধামে!
লুকায়ে শুনিবি সেথা,
বাঁশি বাজে কার নামে!

এমনি যমুনা-জল,
কূলে-কূলে ঢল-ঢল
বহিয়া কি যায় সেথা
নিধু-কুঞ্জ-বন পাছে?

সেথা কি কদম-মূলে
শিখিনী নাচিয়া বুলে?
মথুরাবাসী কি সেথা
শ্যাম-নামে মরে-বাঁচে!

পরে কি না পীত-ধড়া,
খুলে কি ফেলেছে চূড়া?
গলে বন-ফুল-মালা
আছে কি শুকায়ে গেছে!

মান-ভঞ্জন

এক পাশেতে একাকিনী আপন-মনে বসে আছি,
ছোট-ছোট মেয়েগুলি এগিয়ে এল কাছাকাছি।
আধ-আধ, বাধ কথায়, ছাই-পাঁশ-ছাই বকে কত!
সাধটা মনে, তাদের সনে, হব মিষ্টালাপে রত!
আজকে আমি মান করেছি, রইলুম হয়ে মৌনব্রত,
ভাবছি মনে দেখব এরা রকম-সকম জানে কত।
বারেক-দুবার চেয়ে-চেয়ে, ভাবটা বুঝি বুঝলে তারা,
হাসি-খুশি মুখখানা আজ কেমনতর আঁধারপারা!
ভেবেচিন্তে অবশেষে, মনে করে আঁচাআঁচি,
ছোট-ছোট হাতে ঘিরে, জুড়ে দিলে নাচানাচি!
এমন শক্ত জাল বুনেছে,—সাধ্য নাই যে খুলে বাঁচি।
মাঝখানেতে গাঁথা পড়ে, অবাক হয়ে চেয়ে আছি!
কিন্তু তবু তেমনি ধারা, মুখখানা আজ বড়ই বাঁকা,
ছোট-ছোট বুকের মাঝে ঠেকছে কেমন ফাঁকা-ফাঁকা!
গুড়ি-গুড়ি বুড়ি হয়ে সম্মুখেতে কেউ বা এল,
সজল চোখে শুকনো মুখে কেউ বা কোলে বসে র'ল!
কচি আঙুল মুখে পুরে দিলেন একটি শেয়ানা মেয়ে,
ভাবটা যে তাঁর—না বুঝি নয়, আনবেন হাসি আঁকশি দিয়ে!
মুখের উপর মুখটি দিয়ে আদরে কেউ জড়ায় গলা,—
মরি হেসে, জানলে কিসে, সাধাসাধির পুরো পালা!

বিরহিণী

মরিতেও সাধ নাই, জীবনেও নাই সুখ,
কি জানি, কি করে গেছে, বঁধুর মধুর মুখ!
পরানে অনল জ্বলে, নিবাইতে নাহি চায়,
জ্বলিতেছে দিবানিশি, আরো দহে সাধ যায়!
মিলন মধুর ছিল, বিরহও মধু তার!
নহে, কোন্ সাধে এবে বহে জীবনের ভার?

শ্মশান

নিভিয়াছে চিতানল?—নেভে নি, নেভে নি!
যে শিখা জাহ্নবী-তীরে,
জ্বলিয়াছে ধীরে-ধীরে,
দেখহ প্রতাপ তার হৃদয়েতে মোর ;—
পাইয়া ইন্ধন চির জ্বলিছে কি ঘোর!
এই চির-প্রজ্বলিতা
সুখের প্রদীপ্ত চিতা
জ্বলুক অনন্তকাল—না চাহি নির্বাণ।
শুধু সহিবার বল,
আর চাহি অশ্রুজল,
রাখিতে জাগায়ে চির প্রেমের শ্মশান!

পথে কে চলেছে গাই'

অশ্রু-জলে ভরা আঁখি, তারে না দেখিতে পাই,
নীরব-নিশীথ-পথে কে দূরে যেতেছে গাই'?
কতদিন—কতদিন—কতদিন পরে আজ,
হেরিতে মানব-মুখ হৃদয়ে হতেছে সাধ!
দাঁড়াও দাঁড়াও পান্থ, ক্ষণেক দাঁড়ায়ে যাও,
কি গান গাহিতেছিলে বারেক আবার গাও।
প্রতি নিশি শুনি গান, পথে চলে কত লোক,

গেয়ে যায় ক্ষুদ্র ব্যথা, ক্ষুদ্র সুখ, দুখ, শোক।
সমীরণে ভেসে আসে, সমীরণে ভেসে যায়,
কথাতেই অবসান, কথায় জনম কায়।
জানিনা, জানিনা কেন আজিকে তোমার গানে,
অতীতের স্মৃতিগুলি স্বপ্ন-সম আসে প্রাণে!
যতনার উৎস ছুটে,
আগ্নেয়-ভূধর ফেটে,
নীরবে দহিতেছিল প্রাণের গভীর-তল ;
ও তব আকুল তান
আকুল করিছে প্রাণ,
গাও, গাও, গাও পান্থ, নয়নে আসিছে জল।—
আশায় উছসি ওঠে আকুল মরম-তল!
মধুর জোছনা-নিশি, ও তব মধুর গান,
অশরীরী সুখ-ছায়া প্রাণে করে নিরমাণ!
যে ফুল ফুটিবে দূর—কালের নন্দন-বনে,
কুঁড়িগুলি যেন তার কল্পনায় আসে মনে।

হেমা

সসীম ধরণী হতে বটে সে গিয়েছে চলে—
হেথা আর নাই!
অনন্ত রাজত্বে তব, কোথা পুনঃ পেল স্থান
জানিবারে চাই।
ক্ষুদ্র রেণুকণা হতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জানি—
কারো নাহি নাশ ;
দুরবল হিয়া তবু চোখের আড়ালে নাথ,
আনে অবিশ্বাস!
তোমার মঙ্গল হস্ত, রেখেছে মঙ্গলে তারে—
তবু মরি শোকে ;
সরল হৃদয়খানি, সুমিষ্ট হাসিটি তার—
জল আনে চোখে!
কোথা সে নবীন দেশে আবার নবীন-বেশে,
পেলে নব স্থান ;
যদি কিছু জানা যায়, তবে বুঝি শান্তি পায়—
অবোধ পরান!

কত কথা মনে হয়,   কতই যে পায় ভয়,
সুধাব কাহারে ;—
মৃত্যু দেয় নব বেশ?— তবে তো সকলি শেষ।
—কে চিনিবে কারে?
তাই যবে কাছাকাছি,   ক্ষীণ-হস্ত দিয়ে আছি
সবলে ধরিয়া ;—
তাই মরণের মাঝে   দেখে সদা বিভীষিকা
দুরবল হিয়া।
জীবন-মৃত্যুর মাঝে   কত সংশয়ের স্তূপ—
ছোট-বড় বিরাট আকার ;
যত লঙ্ঘিবারে চাই,   তত ফেরে পড়ে যাই,
দুর্গম কান্তার।
দেখাও মৃত্যুর মাঝে   প্রশান্ত মুরতি তব,
হে শিব-সুন্দর!
কোথা সে বিজ্ঞান-শিখা—   দূর কর বিভীষিকা
শিক্ষক-প্রবর !
দেখাও মৃত্যুর মাঝে,   প্রশান্ত মুরতি তব
হে শিব-সুন্দর!
মরণ হইয়া যাক   জীবনের অন্তরঙ্গ
প্রিয় সহচর!

কবিতা

উচ্ছ্বসিত হৃদি-খানি লয়ে উপহার
অতি আকুলিত প্রাণে
চাহিয়া মুখের পানে,
কবিতা, দাঁড়ায়ে কেন আর!

কহি তোরে বার-বার,
কাছেতে এস না আর ;
তোরে হেরি উছলি উঠিবে আঁখি-জল।
খুলিস না—থাক রুদ্ধ—স্মৃতির অর্গল।

বিদায়-বিদায়, বালা—
কবিসনে কর খেলা ;—
হেথা অশ্রু-জলে সিক্ত হবে পরান তোমার।
কবিতা, দাঁড়ায়ে কেন আর?

পূর্ব-ছায়া

সতত কোথায় যেন কে করে গো হাহাকার!
কেঁপে-কেঁপে ওঠে বায়ু লয়ে প্রতিধ্বনি তার।
কে কাঁদে কিসের লাগি,
কে করেছে সর্বত্যাগী?
কেন এ করুণ রোল ঘেরে মোর চারিধার?
কেন বুকে উঠে শ্বাস,—যেন প্রতিধ্বনি তার।

প্রাণের সমুদ্র

প্রাণের সমুদ্রে পড়ে সাঁতারি উঠিতে চাই!
সুবিস্তৃত নীল জল, কুল না দেখিতে পাই!
কোথা হতে কোন সূত্রে, হেথায় পড়েছি এসে?
জানি নাকো, ঢেউয়ে-ঢেউয়ে, কোথায় যেতেছি ভেসে।
ফিরে-ফিরে, ধীরে-ধীরে, যেতে চাই তীরপানে ;
কোথা হতে আচম্বিতে ভাসায়ে নে যায় বাণে।
অতি ক্ষুদ্র ফুল আমি, প্রবল তরঙ্গ-ঘায়
কতক্ষণ রব টিকে ; এমনি ভাসায়ে কায়!
দয়া করে ফেল মোরে ভাসাইয়া উপকুলে,
নহিলে যে ডুবে মরি, প্রাণের অতল-তলে!
তীরে পড়ে শুকাইতে ভালোবাসি—তাই চায়
শুকাতে জনম মোর ;—শুকায়ে ত্যজিব কায়।

বিষাদ

বিশাল জগতে কোথা নাহি কিরে হেন স্থান—
যেখানে রাখিস তোর স্তব্ধ আঁধার প্রাণ?
প্রাণের নিভৃত গৃহে যেন তুই বন্দী চোর ;
ইচ্ছা করে বন্দী কেন হলিরে পরানে মোর!
ছেলেবেলাকার সঙ্গী জানিরে, বিষাদ তোরে,
আর যত সঙ্গী মোর গেছে আমা হতে দূরে।

ভুলিয়া গিয়াছে তারা আমার হৃদয়-ঘর,
শৈশবে খেলিয়া যেথা সুখী হত নিরন্তর।
কতদিন উষাতে যে তারা মোর সঙ্গে মিলে
কুড়াইতে শেফালিকা, যাইত তরুর মূলে।
অঙ্গুলি পরশে যত খসে যেত ফুল-কলি,
ডাকিতিস পিছে তুই, 'আয় ফিরে আয়' বলি।
সৌন্দর্যে ভুলিয়া গিয়া ধরিতাম প্রজাপতি,
আহা কি কোমল, মরি! আহা কি সুন্দর জাতি ;—
অমনি বিষাদ তুই জানি না রে কোথা হতে
ডেকে বলিতিস মোরে, 'দাও ওরে ঘরে যেতে'।
শৈশবে শৈশব-খেলা খেলিয়া পাই নি সুখ,
সবেতে থাকিত মিশে তোর ও আঁধার মুখ!
এখন নীরবে শুধু আঁকড়ি পরান মোর,
হুহু করে নিয়তই ফেলিস নিশ্বাস ঘোর।
আঁধার মেঘের মত, কোথা হতে ধীরে-ধীরে।
হৃদয়-গগন মোর ছেয়েছিস একেবারে!

ধ্রুব-তারা

সুখে দুখে অনিমিখে আমার নয়নযুড়ে
দেখিতে পায় গো যেন তোমার ও প্রেম-মুখ
সুখ-মরীচিকা ভ্রমে
নাহি মরি মরুভূমে ;
অকুল শোক-অর্ণবে নাহি হই লক্ষ্যহারা।
চেয়ে থেক ধ্রুবতারা!

অজ্ঞান তামসী নিশি
আঁধারিয়া দশদিশি
ঘুরায়ে-ঘুরায়ে পথে যেন নাহি করে সারা।
চেয়ে থেক ধ্রুবতারা!

মাধবী

বসন্ত এসেছে, বন সেজেছে কুসুম-বেশে,
বিটপী, ব্রততী সবে ফুল পরে হেসে-হেসে।
কেন লো মাধবী, তুমি, কেন লো কিসের দুখে,
মলিন-পল্লব বাস পরে আছ অধোমুখে?
কেননা নিরখি দেহে হরিত পল্লব নব?
কুসুম-মুকুট শিরে পরনি কেন গো তব!
আগে—
প্রতি সন্ধ্যা বসিতাম তব সুশীতল মূলে,
কুসুম কুমারগুলি সোহাগেতে দিত কোলে ;
মৃদু-মৃদু মরমরি পাতা নাড়ি গেয়ে গান,
স্নিগ্ধ সুরভি ঢালি আকুল করিতে প্রাণ।
        আজ কেন বিষাদিনী!
        তুমিও কি অভাগিনী?
তোমারো কি গেছে, সখি, চিরসুখ, মধু-মাসে?
কাঁদিবে আমার মত মলিন বৈধব্য-বাসে।

গ্রাম্য ছবি

মাটিতে নিকানো ঘর   দাওয়াগুলি মনোহর
        সমুখেতে মাটির উঠান।
খড়ো চালখানি ছাঁটা   লতিয়া করলা-লতা
        মাচা বেয়ে করেছে উত্থান!
পিঁজারায় বস্ত্র বাঁধা,   'বউ-কথা' কহে কথা,
        বিড়ালটি শুইয়া দাবাতে ;
মঞ্চে তুলসীর চারা   গৃহে শিলা কড়ি-ঝারা,
        খোকা শুয়ে দড়ির দোলাতে।
কানে দুল দুল-দুল,   গাছভরা পাকা কুল,
        ধীরে-ধীরে পাড়ে দুটি বোনে।
ছোট হাতে জোর করে   শাখাটি নোয়ায়ে ধরে,
        কাঁটা ফুটে হাত লয় টেনে।
পুকুরে নির্মল জল,   ঘেরা কলমির দল,
        হাঁসদুটি করে সন্তরণ ;

পুকুরের পাড়ে বাঁশ-বন।
শূন্য জন-কোলাহল, কিচিমিচি পাখি-দল,
সাঁই-সাঁই বায়ুর স্বনন,
রোদটুকু সোনার বরণ।
লুকায়ে চুলের গোছা, বালাদুটি হাতে গোঁজা,
একাকিনী আপনার মনে
ধান নাড়ে বসিয়া প্রাঙ্গণে।
শান্ত-স্তব্ধ-দ্বিপ্রহরে গ্রাম্য মাঠে গোরু চরে ;
তরু-তলে রাখাল শয়ান ;
সরু মেঠো রাস্তা দিয়ে পথিক চলেছে গেয়ে,
মনে পড়ে সেই মিঠে তান।
আজি এই দ্বিপ্রহরে, বাল্য-স্মৃতি মনে পড়ে,—
মনে পড়ে ঘুঘুর সে গান।
সুধাময়ী জন্মভূমি, তেমতি আছ কি তুমি,
শান্তি-মাখা, স্নিগ্ধ-শ্যাম-প্রাণ।

গার্হস্থ্য চিত্র

ফুটফুটে জোছনায়, ধবধবে আঙিনায়,
একখানি মাদুর পাতিয়ে,
ছেলেটি শুয়ায়ে কাছে, জননী শুইয়া আছে,
গৃহ-কাজে অবসর পেয়ে।
সাদা-সাদা মুখ তুলি, জুঁই, শেফালিকাগুলি
উঠানের চৌদিকে ফুটিয়ে ;
প্রাচীরেতে সুশোভিতা রাধিকা, ঝুমুকা-লতা,
দুলিতেছে চন্দ্র-করে নিয়ে।
মৃদু ঝুরু-ঝুরু বায় বসন কাঁপায়ে যায়,
ঝরে পড়ে কামিনীর ফুল ;
প্রশান্ত মুখের 'পরে কালো কেশ উড়ে পড়ে,
অলসেতে আঁখি ঢুলু-ঢুল্।
মৃদু-মৃদু ধীর হাতে, আঘাতে শিশুর মাথে ;
গায় ঘুম-পাড়ানিয়া গান ;
মোহিয়া সুস্বর ভাষে, আকুল কি ফুলবাসে,
পিঞ্জরে ধরেছে পাখি পিউ-পিউ তান।

শিয়রেতে জেগে শশী,   যেন সে সৌন্দর্য-রাশি,
নেহারিছে মগ্ন হয়ে ভাবে।
ছেলে ডাকে 'আয় চাঁদ'   মা বলিছে 'আয় চাঁদ',
কি করিবে চাঁদ মনে ভাবে!
মা নাই ঘরেতে যার   ছেলে কোলে নাই যার,
যত কিছু সব তার মিছে!
চাঁদে-চাঁদে হাসা-হাসি   চাঁদে-চাঁদে মেশামিশি
স্বর্গে-মর্তে প্রভেদ কি আছে!

পুষ্পনারী

আশার শিশিরজলে সিঞ্চন করিয়া ফুল,
গড়েছি বিনোদগুচ্ছ, ঘেরিয়া পল্লবকুল,
যতনে সাজায়ে সাজি পাঠাতেছি উপহার,
পুড়ায় সুবাসে যদি একটুক্ হৃদি কার।

বেছে-বেছে তুলে ফুল, সাজায়েছি চারুডালা,
রচিয়াছি কণ্ঠহার, মুকুট, নূপুর, বালা,
পাঠাতেছি ঘরে-ঘরে যদি কেহ ভালোবেসে,
একটি কুসুম মোর তুলে পরে এলোকেশে!

বিনা-সুতে গেঁথে হার কাঁদিতেছি নিরিবিলি,
ভাবিতেছি এ মালাটি দিব কার করে তুলি,
পরিতে বাসিত ভালো যে মোর সে গেছে চলে,
কারে আর দিব তবে, ফেলে দিই খুলে ধুলে!

ভুলে যাওয়া মুখগুলি যদি এ মালাটি হেরে,
মানসে ফুটিয়া উঠে একফোঁটা অশ্রু ঝরে,
সফল মানিব শ্রম না করি অধিক আশা,
দুঃখিনী কুসুম-নারী মালা গাঁথি বারমাস।

বাদল

কল্পনে, আমায় আজিকে সজনি,
        লইয়া কোথাও চল,
মেঘের আঁধার ছেয়েছে গগন,
        সই, ছেয়েছে মরমতল!
দুরাশার মতো বিজলি চমকে,

পলকে মিলায় কায়,
জলভরা মেঘ মধুর গরজে,
কে মোরে ডাকিছে হায়!
ফুটিয়া উঠেছে প্রাসাদ, কুটির,
গাছপালা, উপবন,
বিস্মৃতির কোলে উঠেছে ফুটিয়া,
তাহার মধুরানন!

সুনীল আকাশে ভাসে বকাবলী,
অমনি ভাসিয়া যাই,
চাতকীর মতো আছি তো চাহিয়া,
কেন না উড়িতে পাই!

একা এ আঁধারে বিরহ পাথারে,
ভাসিতে পারি না আর,
নিয়ে আমারে নিয়ে যা সজনি,
সে ডাকিছে বার-বার!

গোধূলি

লুকাওরে তপন কিরণ,
সায়াহ্নের সুনীল অঞ্চলে ;
না চমকিলে সোনা মুখখানি,
কেন বাছা কেনরে না জানি ;
স্বপ্ন মোর আসিবে না চলে।
তবে লুকারে লুকারে রবিকর,
আঁখি তার বিরহে কাতর ;
জলদের বুকে খেলা করে,
ঘুমাগে যা সুনীল সাগরে।
হের, অন্ধকারে আকাশ ছাইয়া
রহস্যের শত ছবি নিয়া,
আসিতেছে স্বপ্ন সাথে নিশি,
তুই যারে দিবা সাথে চলে,
আমি গিয়া আঁধারেতে মিশি।

শুকতারা

সারাটি রজনী জাগি, অলস মদির আঁখি,
সবে ঘুমাল আনন ঢাকি, আকাশের বুকে,—
মুখানি কিরণ-মাখা, তুমি কেন জেগে একা,
পাইতে কাহার দেখা অনিমেষ চোখে?
প্রতিনিশি জাগি-জাগি তবু শ্রান্ত নহে আঁখি,
তোমারে যেন গো দেখি বিরহীর পারা।
তবে সই কহ হেন, সমুজ্জ্বল শোভা কেন,
বাসরে বধূটি যেন অতি মনোহরা!
তুমি কি প্রেমিক কবি, রজনী-রহস্য-ছবি
আঁকিছ নিরালা বসি গগন-প্রাঙ্গণে।
অথবা উষার সনে, মুগ্ধ প্রেম-আলাপনে,
ভুলে আছ অরুণের অসহ কিরণে!
কিবা, স্বপ্নের সীমন্ত হতে, খসিয়া পড়েছ পথে,
জগৎ মুগধকারী মোহময় মণি!
সারা-রাতি ছলাকলা. দিয়া সুখ দিয়া জ্বালা,
তাড়াতাড়ি পলায়েছে ছুটে কুহকিনী!
কোন ভাবে কার আশে, একাকিনী থাক বসে,
ভাবিয়া না পাই শুধু মুগ্ধ হয় আঁখি!
চেয়ে দেখি বাতায়নে, চেয়ে আছ সুলোচনে,
আঁখিতে-আঁখিতে মিলে হাস, হাসি সখি।

বসন্ত রাগ

হরিত কানন, লতাকুঞ্জ-বন,
দোয়েলা-কোয়েলা গায়।
গন্ধে ভর-ভর ফুল্ল ফুলথর,
উথলে সুবাস বায়।
সুপীত বসন সুবর্ণ বরণ,
ফুলে ফুলময় কায়।
নাচে ধীরি-ধীরি ময়ূর-ময়ূরী,
খুলে চাঁদ আঁকা পাখা।
প্রেমে ঢর-ঢর নয়ন উজর,

মধুর আনন রাকা।
দুলি-দুলি-দুলি   মরাল-মরালী,
চারু সরোবরে ভাসে।
করে ফুলধর   প্রফুল্ল অধর,
বসন্ত মৃদুল হাসে।

হৃদয়ের কথা

হারায়ে ফেলেছি সখী হৃদয়ের কথা,
শূন্যপানে চেয়ে তাই পাবি শূন্য প্রাণে।
আকাশেতে গান গেয়ে পাখি উড়ে যায়,
"আয় চাঁদা", গেয়ে শিশু, কোলেতে ঘুমায়।
জোছনা গাহিছে গান, আঁখি ঢুলু-ঢুলু।
তটিনী চলেছে বহি কুলু-কুলু-কুলু!
বিভাবরী গাহে গীত উথলয়ে দিক।
একাকিনী বসে তাই ভাবি আনমনে
আমার গানটি কোথা ঘুমায় কে জানে।

ভাব

বলিবারে চাই যাহা পারি না বলিতে,
ধরিবারে গিয়া তারে পারি না ধরিতে,
সে যেন রে মায়ামৃগ ক্ষণেক চমকি
বনের শ্যামল হৃদে কোথা হয় লুকি!
তার সে আঁখির জ্যোতি হৃদয় আকাশে,
বিজলির ঝলাসম নিভে আর হাসে।
ভাষার বাগুরা হেন দেখি না তো কই?
ভাবের হরিণী যাহা ধরা পড়ে সই।

চোখ গেল

অতি গূঢ় মরমের কথাটি আমার
কেমনে জেনেছ তুমি ভাবিয়া না পাই,
ভাসায়ে আকাশনীল, বলি বার-বার
'চোখ গেল, চোখ গেল,' চলিয়াছে গাহি।
আয়-আয় কাছে আয় রাখিব না ধরে,
কি তোর সে আঁখি-শূল, বলিবি কি মোরে?
'পিউ' 'পিউ' 'পিউ' 'পিউ' ও কাহার নাম?
কে তোর বঁধুয়া তারে ডেকে কর গান?
আজি এ চাঁদিনী রাতে পরান বিভোর,
ও তানে মিশায়ে তান গাই সাধ মোর।

চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল পাখি,
চোখ গেল—পরানের মলিনতা দেখি,
চোখ গেল—সবলতা-হীন বসুন্ধরা,
চোখ গেল—ধনীদের দীনে ঘৃণা করা,

চোখ গেল—মানবের স্বার্থপর প্রাণ,
চোখ গেল—রমণীর নির্ম্মম-পরান,
চোখ গেল—যৌবনের তরী গর্বভরা,
চোখ গেল—প্রেমিকের কলঙ্ক-পশরা,

চোখ গেল—মেঘে ঢাকা চাঁদিমোর রাতি,
চোখ গেল—নিভ, নিভ, বন্ধুতার বাতি,
চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল পাখি।
আর হইবে না বলা যা রহিল বাকি!

কাহে বালা পুছসি?

কাহে বালা পুছসি   নিশিদিন অনুক্ষণ,
    কিয়ে ব্যথা পরানে মোর
নিবসি নিরজনে   কিসিকো লাগিয়া,
    মুছি এ নয়ন-লোর।
ভাষ নাহি ফুটেরে   মুকুল আননে
    কাতর নয়নে চাহ,

সুন্দর অঙ্গুলি চিবুকে অরপায়
কাছে রে জানাও লেহ।
ইহ হৃদয় মঝু দগধয় কোন তাপে
কি তোহে বুঝাব বালা!
বালি, হৃদয় তব, হরষ পরতিমা
শমুঝবে কোন দুখ-জ্বালা।
ইহ ভূমনডল ভরমিনু দেশ-দেশ,
ন মিলল রে সো বীণা,
যদি রে বাওবে ইহ রিঝ বেদন,
শুনাইবে সে পিয়জনা।

শিশির

ঘাসের বনে মুক্তামালা, ছড়িয়ে ফেলে চপল বালা,
রাতারাতি চলে গেছে কোন্ সাগরের পার—
—রাগ করে ছিঁড়চে সাধের প্রেমের উপহার।
তারেই নিশির শিশির বলে, যাচ্চে লোকে পায়ে দলে,
হায়-হায়! মুক্তাগুলি কেঁদে গলে বিরহে কাহার?
রাগ করে ছিঁড়িচে সাধের প্রেমের উপহার।
অথবা কোন্ বিরহিনী, খুঁজতে এসে নয়ন-মণি,
দেখা বুঝি না পেয়ে তার, সারানিশি কেঁদে-কেঁদে,
নিরাশ আশা প্রাণের তৃষা চোখের জলে গেছে গেঁথে।

ভুল

সবাই সবারে বোঝে ভুল!
এ কি রে রহস্য-অভিনয়?
পলকে-পলকে হুলুস্থুল,
ধরা যেন ইন্দ্রজাল-ময়।
পাইয়াও পাইনি বলিয়া,
ভুলে যাই কাছে হতে দূরে;
ফেলিয়া সরল পথখানি,
আঁকাবাঁকা টিবি মরি ঘুরে,

এ কাহার অভিশাপ নাকি?
নহে কেন এমনিই হয়,
বিশ্বাস তো কেহ নাহি করে!
বিশ্বাসিতে চাহে না হৃদয়।
তবু মরি কাছে-কাছে টেনে,
জাগাইয়া বিশ্বাসের আঁখি,
কি বলিব কত প্রাণপণে,
পলাতক মন বেঁধে রাখি।

মালা

(ছোট জিনিস)

ছোট-ছোট জুঁইগুলি তুলি, গেঁথে হয় মালা মনোহর!
ছোট-ছোট বালকের মুখ, আনে প্রাণে স্নেহের নির্ঝর!
ছোট-ছোট বিহগের ডাক। শ্রবণে শুনিতে সুমধুর!
ছোট-ছোট তারকার হারে শোভার গগন ভরপুর!
অতি ক্ষুদ্র শিশিরের কণা, তৃণ আস্তরণে ঝলমল!
বিলোড়িত করে দেয় প্রাণ ক্ষুদ্র একফোঁটা আঁখিজল!
নয়নের ক্ষুদ্র দুটি তারা, মরমেতে ঢালে প্রেমধারা!
ওগো তাই বলি তাই বলি তবে, ক্ষুদ্রে কেন অনাদর ভবে?

পতিতা

মলিন অধরে তোর কপট মধুর হাসি
হেরে, ভুলে যায় সদা পাতকের মন।
কিন্তু অতি দীন-দৃষ্টি তোর, মুখেতে কজ্জ্বল মাখি,
ঢাকা দিতে চাহে তার নীর-আভরণ।
তোর কথা ভেবে মনে, বড় দুঃখ পাই প্রাণে,
সরলা নারীর হায় একি পরিণাম!
পড়ে কি স্বপনঘোরে, কি সুখ আশায় হা রে,
করিলে সুন্দর হৃদি নরকের ধাম!
মিষ্টিভাষে মুগ্ধ হয়ে, সহস্র কপট নেয়ে
হাতে তরী দিলি সঁপে অবোধ দুর্বল,

কেড়ে নিয়ে রত্নগুলি, ঘোর ঘূর্ণাপাকে ফেলি।
ডুবাইয়া তরী, তীরে হাস খল-খল!
(ওরে) করুণা প্রতিমা নারী কি শাপে রে নিশাচরী,
অনাসে বিনাশ করে প্রাণের পুতুল।
কি প্রমত্ত রে যৌবন, কি সে ছার প্রলোভন,
বিধির বিধান যাহে সব হয় ভুল।

বয়ঃসন্ধি

আজ হতে খেলতে আমি
আর যাব না, বকুল ফুল।
বিপিন বড় মুখের পানে
চেয়ে থাকে ঢুলু-ঢুল্।
কে জানে ভাই লজ্জা করে
খেলতে কেমন লুকোচুরি।
চায় যদি কেউ আমার পানে
সেথায় কেমন রইতে নারি।

সুপ্তি

ঘুমাতেছে? ঘুমাক হৃদয়।
কি জানি কি তন্দ্রাঘোরে
সুখ-বিভাবরী ভোরে
হইল না চেতনা উদয়।—
ঘুমাতেছে ঘুমাক হৃদয়।
সুস্থির সুষুপ্তি ভোগে
থাক, কাজ নাই জেগে,
নাহি কাজ উত্থান-প্রলয়।
ঘুমাতেছে ঘুমাক হৃদয়।

দুরন্ত হৃদয় মম
প্রলয় পবনসম

এখনি ছুটিবে ধরাময়,
কাজ নাই উত্থান-প্রলয়,
ঘুমাতেছে ঘুমাক হৃদয়।

এমন করুণ-স্বরে
ডেক না, ডেক না, ওরে
গেও না জাগরণী দুঃখময়,
ঘুমাতেছে ঘুমাক হৃদয়।

হায়! অতৃপ্তি নিশ্বাসঘোরে
হাহাকার আঁখি লোরে
এখনি ছাইবে দেশময়,
ঘুমাতেছে ঘুমাক হৃদয়।

অদম্য প্রাণের বেগে,
ছুটিয়া পড়িলে ঝেঁপে,
হয়ে যাবে তুফানে বিলয়।
গেও না জাগরণী দুঃখময়।
ঘুমাতেছে ঘুমাক হৃদয়।

আভাষ

সুন্দর অনন্ত ছায়া।
আভাসেতে দেখাইয়া
কোথা আছে লুকাইয়া
বিনোদিয়া পিয়া রে?
শিখায়ে প্রেমের কলা।
দীরঘ বিরহ-ছলা,
কোথা মিলনের ভেলা?
আকুলিত হিয়া রে।
অকুল, কিনারা নাই।
চারিদিক পানে চাই,
যা কিছু দেখিতে পাই ;
ধরি আঁকড়িয়া রে!—

বিরহ-পাথারে ভেসে
পথে-পথে ভালোবেসে,
যেতেছে প্রেমের দেশে
আশায় বাঁচিয়া রে!

মরণ

মরণ নামেতে এক প্রিয়তম আছে মোর,
দিবানিশি তার লাগি ঝরিছে নয়ন লোর।
কি দিবস কিবা রাতি
তারে চাহি গাহি গীতি,
স্বপনেতে শত নিশি তার কোলে মাথা রাখি
কহিতে-কহিতে ব্যথা যেন গো মুদেছি আঁখি।
বলিয়া সিন্ধুর তীরে
নিত্য সে ডাকিছে মোরে,
তিল-তিল ধীরে-ধীরে কাছে সরে আসিতেছে,
মোর মুখ তার বুকে সতত জাগিয়া আছে।
নিত্য তার বাঁশি শুনি
গৃহে হই উদাসিনী
আকুলা দিবস গণি সদা তার কথা কই,
তার মতো ভালো মোরে তোরা কে বাসিস সই?

সমাপন

থাকে যদি নিষ্ঠুরতা হৃদয়ে আমার,
সেই ভবে হোক শেষ, চহি না তাহারে,
কঠিন ধরার মাটি-সনেতে মিশাক
কিবা থাক পাষাণের পরমাণু স্তরে।
চেতনের রাজ্য হতে হউক নিধন,
কিবা, একেবারে ধরা হতে হোক সমাপন।

নির্ম্মমতা

বৈরাগ্যের নামে, কভু নির্ম্মমতা, এসো না নিকটে মোর।
ভালোবেসে সুখ, কেন না বাসিব, ছিঁড়িব মমতা-ডোর?
তোমার ক্ষমতা সব আছে জানা, গোটাকত শুষ্ক-কথা।
উলটি-পালটি, তাহাই লইয়া ঘুরাইয়া দাও মাথা।
দিন-রাত বুঝি শুকাব পরান, কেন বা কিসের তরে?
তোমার সান্ত্বনা, তোমার মন্ত্রণা, লয়ে তুমি থাক দূরে।
প্রেমের জগতে, তুমি হে বিরাগ, বৃথা ভ্রম মিছামিছি।
ফুল, পাতা, পাখি, প্রাণে মেশামিশি, সবে লয়ে সুখে আছি।
ধরা ভরা যশ, আছে, জানি তব, জগতেতে বহু মান।
অতি-ক্ষুদ্র নারী ক্ষুদ্র হৃদি তারি, হেথা কোথা তব স্থান।
কচি মুখে হাসি, বাসি সুধারাশি, ফাঁসি হয় হোক তাই।
হয়ে জ্ঞানবান, মরুময় প্রাণ, কাজ নাই কাজ নাই!

পথিক

আঁকাবাঁকা গিরি-পথ উঁচু-নিচু অসমান,
চলেছে পথিকদুটি, গাহিয়া স্বপন-গান!
সপ্তমে উঠিছে সুর শিহরি পাষাণ কায়,
চকিত আকুল আঁখি উভে চারিদিকে চায়!
ধীরে-ধীরে কেঁদে ধীরে শূন্যেতে মিলিছে তান।
আঁকাবাঁকা গিরিপথ, মাঝে শিলা ব্যবধান।
সম্মুখে ধূসর সন্ধ্যা, পিছনে জোছনা ভায়,—
আকুল-ব্যাকুল হৃদি উভয়ে-উভয়ে চায়।

বসে বসে

দুঃখ-সাগরের কুলে বসে বসে ঢেউ গনি!
        আঁধার রজনী ঘোরা,
        আকাশ চন্দ্রমা-হারা,
        শিরোপরে মিটি-মিটি

জ্বলিতেছে তারাগুলি,
দুঃখ-সাগরের কূলে বসে-বসে ঢেউ গনি!

চারিদিক পানে চাই,
কূল না দেখিতে পাই,
ধীরি-ধীরি মৃদু বেয়ে
আসিছে তরণীখানি,
দুঃখ-সাগরের কূলে বসে-বসে ঢেউ গনি।

মধুর সংগীত ভায়,
তরী বুঝি বয়ে যায়,
কে তুমি তরীর মাঝে
দেখি-দেখি মুখখানি?
দুঃখ-সাগরের কূলে বসে-বসে ঢেউ গনি।

এ কি—আঁধার এ উপকূলে
কেন গো নামিয়া এলে,
কিনিতে কি সুখ মূলে
দুঃখের বাণিজ্য বিনী? -
দুঃখ-সাগরের কূলে বসে-বসে ঢেউ গনি

জানি না

জানি না ঘুচিবে মোর, কবে এ দীনতা-ঘোর,
চেয়ে থাকা মানবের মুখে!
মিলন, বিচ্ছেদ, গান, কবে হবে অবসান—
মগ্ন হব শান্তিময় সুখে।
স্থিরা ভোগবতীসম, হৃদয়-অর্ণব মম
কবে হবে তরঙ্গ-বিহীন—
নিবৃত্তির স্নিগ্ধ কোলে, রব সুখে অঙ্গ ঢেলে,
স্বপ্নহীন নিদ্রাতে বিলীন।

সংসার

ফের, ফের, কোথা যাও, কার বাঁশিরবে ধাও,—
স্বর-মুগ্ধ কুরঙ্গিনীসমা।
ঘোর ও গহন-মাঝে, ব্যাধের মুরলী বাজে,
ডাকিছে মোহের চির-অমা।
গায়ে-গায়ে আত্মজন, শাখা-বাহু প্রসারণ
করিয়া, ঢেকেছে ভানু-ভাতি।
দিবস তমসে হারা, ভ্রান্ত পান্থ পথহারা!
কোথা নাথ স্মিত শশিরাতি?

নিদাঘে

নিদাঘেতে দ্বিপ্রহরে, জানালা মুদিত ঘরে,
আঁধারেরে পরান সঁপিয়া ;
কোলে তার মাথা থুয়ে, নিরিবিলি আছি শুয়ে,
কাছে এল কল্পনা হাসিয়া।
পুরাতন ছবিগুলি, চোখের সম্মুখে খুলি,
ডেকে কহে সুমধুর স্বরে—
দেখ-দেখ, চেয়ে দেখ, একবার চেয়ে দেখ,
কাহাদের আনিয়াছি ঘরে!
সেই বাল্যসখা-সখী, যাহাদের নাহি দেখি,
পলকেতে হইতে আকুল ;
ছায়া যেন আলোকেতে, কায়া যেন মায়া সাথে,
গুচ্ছে যেন কামিনীর ফুল।
সেই শান্ত দ্বিপ্রহর, জনশূন্য সে প্রান্তর,
ঘুরে-ঘুরে ঘুঘুদুটি ডাকে।
বায়ু বহে হু-হু করি, তপ্ত ধুলা উঠে ঘুরি,
পথিকের নয়ন সন্তাপে।
পুকুরে পঙ্কের কোলে, লিহ-লিহ জিহ্বা মেলে
অবসন্না নিদাঘে কুক্কুরী।
তীরে কুকো কুব্-কুব্, ছায়ায় মরালী চুপ,
পদ্মে শুধু আকুল ভ্রমরী।
দুপুরে চাষার ঘরে, ঝাঁপ বন্ধ ঘর-দ্বারে,
স্নিগ্ধ বড় ঢেঁকিশালাখানি।

ছায়া হেথা মায়াপাশে, বাঁশঝাড় চারিপাশে,
কিচিমিচি শালিখের ধ্বনি।
নথখানি মুখে শুয়ে, আঁচল পাতিয়া ভুঁয়ে,
ঘুমাইছে কৃষকের দারা।
উঠানে তুলসী-শিরে, ঝারা-জল ঝরে ধীরে,
ছিদ্র-ঘট সলিলেতে পোরা।
অপরাজিতাটি তার, ফুটাইয়া ফুলভার,
মাচাখানি নীলিমায় ঢাকি।
স্নিগ্ধ সে কুঞ্জের মাঝে, বিড়ালীটি শুয়ে আছে,
ছানাগুলি নিয়ে মুদি আঁখি।
হোথা দেখ ক্ষেতে চাহি, শ্রমজল পড়ে বহি,
শিরে বাঁধা উত্তরী বসন।
গাত্র দহে ভানু-করে, দাত্রখানি আছে করে,
হেসে ধান বপে চাষাজন।

গ্রাম্যসন্ধ্যা

দিগন্তে ডুবিল রবি, বসুধা কনক-ছবি
বিষাদেতে ছায়াময়ী মিলায়-মিলায়।
পূরবে গগন-কোণে, করুণাব্যথিত মনে,
নীরবেতে সন্ধ্যা-তারা মুখপানে চায়।
আঁধারে ছাইল ধরা, প্রকৃতি নিস্তব্ধপারা,
দূরে শুধু শোনা যায় ঝিল্লির স্বনন।
হলটি লইয়া কাঁধে, অতি শ্রান্ত মৃদু পদে
ধীরে-ধীরে গৃহে ফিরে কৃষকসুজন।
প্রশান্ত নিস্তব্ধ সব, শুধু টুন্-টুন্ রব,
গাভী-গল-ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায় দূরে।
কুটীরে কৃষক-দারা, দীপ হাতে নমে তারা,
তুলসী-তলায় আসি সন্ধ্যা দেয় ধীরে।
নিস্তব্ধ বনানী কায়া, আঁধারেরে সঁপি দিয়া,
জলধি-জলেতে যদি ডুবিল তপন।
ব্যথিত কম্পিত শাখী, গৃহে ফিরে যায় পাখি,
বিলাপ কাকলীপূর্ণ করিয়া গগন।

(ক্রমে) ধীরে-ধীরে অতি ধীরে, আলোকে নিষিক্ত করে
মেঘের আড়াল হতে চাঁদ উঠে হেসে।
একে-একে ফোটে তারা, প্রেম-নিমন্ত্রিতা তারা,
চাঁদেরে ঘেরিয়া সুখে সভা করে বসে।

কোজাগর নিশি

জগৎ-সংসার আজি আমরি কি শোভিতেছে!
আজি কোজাগর নিশি, জোছনায় ভাসাভাসি!
—যেন রাশি-রাশি হাসি জগৎ প্লাবিয়া দেছে!
প্রেমের উৎসবে যেন, আজ শশী নিমগন!
যারে দেখে তারে চুমে, প্রাণ প্রেমে ভেসে গেছে!
কল্-কল্ নদী-জল, তক্-তক্ নিরমল,
রজত-মার্জ্জিত কায়া নেচে-নেচে চলিতেছে।
ধীরি-ধীরি তরী চলে, দাঁড়-জলে সোনা জ্বলে,
আরোহী মধুর গলে সুখ-গান গাহিতেছে ;
অধরে ফুটিয়া হাসি, নয়নে উঠিছে ভাসি,
সুরে-সুরে মেশামিশি, প্রাণে-প্রাণ মিলিতেছে।
কুটীর, প্রান্তর, বন, জোছনায় নিমগন,
কুসুমিত উপবন, সুখ-স্বপ্নে মজিতেছে!
ধরা আজি সুখে হারা— তুমি, ত্যজি দুঃখ-কারা,
এস জগতের পাশে সবে যবে আসিতেছে!
এ যে সুখ-স্বপ্ন-ভূমি, মিলিবে না কেন তুমি?
আজি আলোকেরে চুমি, আঁধার মরিয়া গেছে
জগৎ-সংসার আজি আমরি কি শোভিতেছে!

ভগ্ন দেবালয়

করিত আরতি, কাহার মুরতি, ছিল এ মন্দির-মাঝে।
মলয় চন্দনে, ফুল-আভরণে, সজ্জিত সুন্দর সাজে!
নর-নারী সবে মিলে ভক্তি-ভাবে গাহিত বন্দনা গান,
শঙ্খ-ঘণ্টা-রব, ধুপের সৌরভ, পবিত্র করিত প্রাণ।

বিকট করাল নিরদয় কাল, হায় একি তার দশা,
সে দেবনিলয় শিবার আলয়, পেঁচক, বায়স-বাসা!
জরা-জীর্ণ প্রাণ ভগন সোপান, একা পড়ে নদীকূলে,
পুরাতন বট বিলম্বিত-জট, আননে পড়েছে ঝুলে।
কুলু-কুলু ধ্বনি স্ফীতা গরবিনী, সগর্বে বহিয়া যায়,
কহিবারে কথা ফেলে শুষ্ক পাতা, বট সম্ভাষিতে যায়।
মোহিনী নগরী সজ্জিতা সুন্দরী, তোমার চিক্কন ভাল,
তোর হাসি-খুশি তোর বীণা-বাঁশি, চারু অট্টালিকা-মাল।
কিছু মূল্য নাই এর কাছে ছাই, বিভব রাশিতে ধিক্ ;
নবীন যৌবন সুচারু আনন, থাক নিয়ে ফুল-পিক।
এই জীর্ণ প্রাণ এ ভাঙা সোপান, এই বট-জটাজাল ;
এই নিরজন ভাবের ভবন, কবির এ চিরকাল।

মেঘ

বিপুল গগন-হৃদি ঢেকে ফেলে নীলিমায়,
তর্‌তর্ নবঘন কোন দেশে চলে যায়?
ফোঁটা-ফোঁটা আঁখি-জল বুঝি পড়ে নিরাশায়,
কেন অত গতি দ্রুত, কাহারে পাইতে চায়?
যা রে, যা রে, প্রাণ মোর হেথা কেন পড়ে আর,
মিশে যা চলে যা সাথে যদি দেখা পাস তাব।
যেতে-যেতে পথে যেতে যদি সে দেখিস তার,
বিষাদ-মলিন মুখ, নিরাশার অশ্রুধার,
তবে ভুলে গিয়া তোর ব্যথা, দাঁড়াস-দাঁড়াস সেথা,
সে ছবি আঁকিস প্রাণে দিয়ে অশ্রু উপহার।
ভবিষ্যৎ আছে জানা ধূলি 'পরে ধূলি হবি,
কেন নিলি হেন প্রাণ যদি একা পড়ে রবি।
যেতে-যেতে পথে যেতে মেঘের আড়াল থেকে,
যে ভালো বাসে না তারে চেয়ে যাস প্রেমচোখে।

বিস্মৃতা শকুন্তলা

রজনী চাঁদিমা-শালিনী,
হীরক-ভূষিতা মালিনী
কুলু-কুলু-কুলু .নাদিনী
কোথা যাও অভিসারিণী?

তীর-তরু-ছায়-শোভিতা
সুনীল আঁচল-আবৃতা,
ভাঙিয়া নিশির স্তবধতা
কি গান গাহিছ ভাবিনী?

আকাশেতে চাঁদ হাসিছে
তব হৃদে ছায়া ভাসিছে,
সমীরে লহরী কাঁপিছে
কানন ব্যাপিয়া চাঁদিনী!

একলি তৃণের কুটীরে,
অলস-বিহীন আঁখিরে,
তুয়া সাথে আজি সখিরে,
কহি মম মন-কাহিনী!

হামি রে তাপস-বালিকা
ফুল তুলি গাঁথি মালিকা,
সখী ম্যের বন-সারিকা,
তরু-লতা ভাই-ভগিনী!

কিছুরি অভাব ছিল না,
নাহি জানিতাম বেদনা,
উহাদেরি সুখে মগনা,
ওদেরি দুঃখেতে দুঃখিনী!

গগনেতে চাঁদ হেরিয়া,
কলিকা উঠিত ফুটিয়া,
সমীর খেলিত ছুটিয়া,
নাচিত লতিকা-ভগিনী!

বনে-বনে গান গাহিয়ে,
বকুলের ফুল কুড়ায়ে
তাহাতে মালিকা গাঁথিয়ে
সাজাতেম সুখে শিখিনী!

হায়! কেন গো এমন হইল?
একি জ্বালা হায় ঘটিল,
কেন পোড়া আঁখি হেরিল
অতি দুরলভ সে-জনে!

কেন মধু হাসি-হাসিয়া
কুল-লাজ গেল নাশিয়া
গলে দিয়ে প্রেম ফাঁসিয়া
কেন গো বধিল পরানে!

সরলা কানন-কুমারী
বুঝিনে, নিষাদ-চাতুরী
হায়! বাজায়ে প্রেমের-বাঁশরী
ধরিল হৃদয়-হরিণে!

সুবিশাল নীল আঁখিয়া,
কি জানি কি বিষ ঢালিয়া,
হৃদয় ফেলিল জারিয়া,
এমন দেখিনি জনমে।

আর কি সে মন পাইব?
সে মুখ ভুলিতে নারিব,
দগধ পরান ডারিব,
তোমার সুনীল জীবনে!

পঠ-মঞ্জরী

মধুর পবনে, কুসুম-কাননে, বসিয়া রমণী কে?
সুবরণ গোরী, যৌবন-মাধুরী, উছলি উঠিছে দে!
আলু-থালু বাস, হৃদয় উদাস, মুখানি মলিন ভায়।

কুঞ্চিত কুন্তল, সমীরে চঞ্চল, লুণ্ঠিত ভূতল কায়।
দু-কপোলে ধারা, স্থির আঁখি-তারা, পদ্মে যেন হিম-কণা,
ঘেরি সখীসব, বিষাদে নীরব, নেহারি মলিনা দীনা।

অভাগিনী

গভীর বেদনে লইয়ে,
এ-ধারে ও-ধারে চাহিয়ে,
ধীরে-ধীরে আঁখি মুছিয়ে,
কোথা চলে যাস ভাই?

আতপ-তপিত-মালিকা,
আহা!—কাহার কিশোরী বালিকা,
কে দেছে ফেলে এ কলিকা,
অনলে হইতে ছাই!

আয় রে প্রাণের মাঝারে,
রাখিব স্নেহের আগারে,
সুখে কিবা দুখ আঁধারে,
রহিব আননে চাই!

ভেব না আমারে অপর,
জানিও, তোমারি এ ঘর,
জানিও, ব্যথার দোসর,
আর কিছু নাহি চাই!

না চাহি তোমার যতনে,
নাহিকো প্রয়াস তাহাতে,
শুধু—বিমলিন ঐ আননে,
ফুটে যদি হাসি প্রভাতে!

যে তোমারে আর চাহে না,
যে দেছে তোমারে বেদনা,
যদি পার করো সুখী সে জনে!

চাও যদি পেতে পুলকে,
রেখ প্রাণে প্রেম-আলোকে,
ভুল না সে ধরা-পালকে,
করুণা যাঁহার ভুবনে।

বর্ষা

নিবিড় ধূমল মেঘ ছেয়েছে গগন,
দুরু-দুরু গুরু-গুরু ঘন গরজন।
কুঁড়ে-চালা, গাছপালা ফোট-ফোট ছবি,
আনমনে বাতায়নে বিমোহিত কবি।
সুনীল অম্বরে ক্ষীণ তড়িতের রেখা,
কষ্টি পাথরের গায় কষা স্বর্ণলেখা।
বাঁকাটেরা বৃষ্টি-ধারা এগিয়ে এল ধেয়ে,
আকুল পথিক এদিক-ওদিক একেবারে নেয়ে।
এসে ছাট ভেজে খাট বন্ধ জানালা-দোর,
দিন-দুপুরে সন্ধ্যা ঘরে, বর্ষা আঁধার ঘোর।

মিলন ও বিরহ

মিলন।

মিলন-মিলন কত বারই বলি, কই রে মিলন কই?
মিলন চাহিতে বিরহ সায়রে, ডোব-ডোব তরী সই!
ভাসা-ভাসা নদী আশাভরা তরী বেয়ে চলি ধীরি-ধীরি,
অনন্তের কূলে মধুর মিলনে, যদি রে মিশিতে পারি।
লইয়া বিদায় সবে চলে যায় দেখা না হইতে শেষ—
বুঝি তাই ভয়ে মরি, যাই সরি-সরি করিতে প্রাণে প্রবেশ।
লাগে যদি বোঝা ফেলে যেও সোজা, গিয়াছে ফেলিয়া সবে।
একা আসিয়াছি যাব চলে একা, ভেসে-ভেসে ভবার্ণবে।

বিরহ।*

অধরে মোহন হাসি, নয়নে অমৃত ভাসে,

---

* মিলনের উত্তরে এই কবিতাটি শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর লিখিত।

বিরহ জাগাতে শুধু মিলন পরানে আসে।
কই রে মিলন কোথা সে কি হেথা আছে আর।
রাখিয়া গিয়াছে শুধু গরল পরশ তার।
ফুলটি সে দিয়ে গেছে প্রভাতের আলো নিয়ে,
হাসি যত নিয়ে গেছে অশ্রুজল গেছে দিয়ে।
সন্ধ্যা করে দিয়ে গেছে নিয়ে গেছে সন্ধ্যা-তারা,
আঁধার পড়িয়া আছে সুষমা হইয়া হারা।
ফুলটি সে নিয়ে গেছে ফেলে গেছে কাঁটাদুটি,
বিরহ কাঁদিয়া সারা নয়ন মেলিয়ে উঠি।

মিলন।

দূরে হতে কাছে আনা স্বভাব আমার,
ফুরাইয়া যায় কাজ মিশে গেলে দুটি।
জগৎ রয়েছে দূরে হইতে আমার,
আনিতে পরানে তায় করি ছুটাছুটি।
প্রেমের জগতে আমি মাধ্য-আকর্ষণ,
বিরহ রূপেতে আমি সম্পূর্ণ মিলন।

বিরহ।

বিরহে থাকে প্রেম মরমে মিশি,
তাই অদরশনে সুখ-সাধে ভাসি,
বিরহে আঁখি আগে, সকলি জেগে থাকে,
আঁখিতে-আঁখিতে হলে শুধু জাগে হাসি!

গীত

১.

সরফর্‌দা

মানব-জনম লয়ে হায় মন! কি করিলে?
কেন আসা ভূমণ্ডলে, বারেক তা না ভাবিলে।
প্রেমের অমৃত নদী,
এ হৃদয় পেলে যদি,
আজি (ও) কোন্‌ তৃষাতুরে কণামাত্র বিতরিলে?
দেখিতে পেয়েছ আঁখি,
কিন্তু কোথা দেখাদেখি—
আপনারে দেখেই তো আপনে রয়েছ ভুলে।
আমাসম কত নারী,
কন্যা এক ঈশ্বরেরি,
দাহন হতেছে সদা প্রজ্বলিত ক্ষুধানলে।
কভু তাহা দেখিবারে,
ভুলেছ কি আপনারে—
দেখেও কি নিরালায় ভাসিয়াছ অশ্রুজলে?

২.

আহা কি ফুটেছে সখি জুঁই গাছে-গাছে রে।
গুঞ্জরি ভ্রমর দেখ ফিরে কাছে-কাছে রে।
এ-ফুলে ও-ফুলে বায়ু ঢলি-ঢলি পড়িছে,
কুসুম-সুবাসে তনু সুবাসিত করিছে,
পুলকেতে তর্‌-তর্‌, বহিতেছে সর্‌সর্‌,
অঞ্চলে অলকে হের লুকাচুরি খেলে রে।
শিরোপরে হের শশী হেসে ঢর-ঢর রে!

৩.

কাঁহা সো মিলই মেরা
কমললোচন রে!

ইহ ভূমণ্ডল,   ভরমিব দেশ-দেশ,
হেরব কথি সো ভবন রে।
কাঁহা সো মিলই মেরা
কমললোচন রে?
ছার ধন-পরিজন,   ছার রাজ্য-সিংহাসন,
সব কছু আঁধার গহন রে?
কাঁহা সো মিলই মেরা
কমললোচন রে!
প্রেম-সায়র মাহ   এ ঝির অবগাহ
তুলিব সে নীল রতন রে!
কাঁহা সো মিলই মেরা
কমললোচন রে!
দূর কর নীল শারী   ঝুট ফুল কওরী
মোতিম-মালা হৃদে বাজে।
হার করি পহিরব,   সো নীলমাধব,
রাখব হৃদয়ক-মাঝে।
কাঁহা সো মিলই মেরা
কমললোচন রে!

৪.
ফুটিল ফুল   অলি আকুল
কোকিল-কুল কুহরে।
মলয় বায়   পরশি যায়,
লতিকাকায় শিহরে।
মুকুল মুঞ্জে   ভ্রমরা গুঞ্জে
কুসুম কুঞ্জে ফুটিল।
হরিত শাখী   গায়িছে পাখি
কলিকা আঁখি খুলিল।
নূতন গান   নবীন তান
উথলে প্রাণ সজনি!
মধুর হাসি   সুরভিরাশি
বিশদ চন্দ্র যামিনী।

৫.
উজল চাঁদিনী,   বাসন্তী যামিনী.
সুখেতে জগত হাসে ;

হতে চাহে হৃদি,   বেদনার সাথী,
দুখেতে যে-জন ভাসে ;
হেন মনে হয়,   সারা ধরাময়,
ভ্রমি প্রতি ঘরে-ঘরে ;
সজল নয়ন,   মলিন বদন,
রাখিতে হৃদয়ে ধরে।
বিপুল ধরায়,   কত হৃদে হায়,
নাহি সুখ তিল স্থল।
প্রতি নিশি হায়,   বহে লয়ে যায়,
কত পদ্ম-আঁখি-জল।

৬.

চল-চল সখি চল
বারেক মথুরা-ধামে,
লুকায়ে শুনিব সেথা,
বাঁশি বাজে কার নামে,
এমনি যমুনাবারি
সেথাও কি সহচরি,
বহে যায় ধীরি-ধীরি
নিধু কুঞ্জবন পাছে।
সেথা কি কদম্বমূলে,
শিখিনী নাচিয়া বুলে,
মথুরাবাসী কি সেথা
শ্যাম-নামে মরে-বাঁচে।
আছে কি সে পীতধড়া,
খুলে কি ফেলেছে চূড়া,
গলে বনফুলমালা
বুঝি বা শুকায়ে গেছে।

৭.

আমার ভালোবাসা নিয়ে কে আছিস রে বাসা বেঁধে?
আমায় ভালোবেসে আমি কত আর বেড়াব কেঁদে!
দিক-দশ ধু-ধু করে,
ধুলা উড়ে ঘুরে-ঘুরে,
নাহি একটি তরু-ছায়া পড়ে আছি মরুহৃদে।
কে আছিস রে বাসা বেঁধে।

৮.

হায় এ হৃদয়জ্বালা কত আর সহিব,
এ দগ্ধ পরানভার কত আর বহিব,
আকুল-ব্যাকুল হৃদি আর যে গো সহে না,
কেমন কঠিন হৃদি ফাটে-ফাটে-ফাটে না,
কত ব্যথা হয় সদা উদিত যে মরমে,
সজল সুনীল আঁখি ভুলিব কি জনমে?
প্রেমের সমুদ্র হৃদি সুমধুর মু'খানি,
যাতনা যে দিবে এত স্বপনেও না জানি,
তা হলে তা হলে সখা রহিতাম একা গো,
জ্বলিত না প্রাণে ঘোর এ ভীষণ শিখা গো।

৯.

জীবন হইল শেষ না ফুরাল আশা।
হায় কি দারুণ ওগো প্রেমের পিপাসা!
কোথা খ্যাতি, কোথা মান—হয়েছে স্বপন ;
হৃদয়ের মাঝে জেগে সে চারু আনন।
সকলি হয়েছে শেষ জীবনের সখি,
অন্তিম বাসনা, মুখচন্দ্রমা নিরখি।

বসন্ত প্রভাতে

প্রথমেতে দিল সাড়া
একটি কোকিল ডাকি,
তা শুনিয়া দিকে-দিকে
কুহরি উঠিল পাখি ;
আধ-জাগা আধ-ঘুমে,
স্বপন নয়ন চুমে,—
তাড়াতাড়ি পলাইল
মৃদু রাগে রাঙ্গি আঁখি।
জানাইল যামঘোষ
ফুকারি গভীরতর—
যামিনী ত্রিযামশেষ,
ত্যজিয়াছে কলেবর ;
পূর্বাশার তীরে ওই
বুঝি জ্বলে চিতা তার?
লোহিত উজ্জ্বল আভা
নীল নভে সু-বিস্তার।
শশীর সঙ্গেতে নিশি,
সহমৃতা গেছে চলে,
কুড়ায়ে সিন্দূররাশি
দিগঙ্গনা দেছে ভালে।
স্নাত হয়ে সিন্ধুনীরে,
তরুণ অরুণ ওই
প্রবেশে আহ্নিকাগারে ;
চল, ওর সঙ্গ লই।

আষাঢ়ে

নওল জলধর, ছাওল অম্বর,
নিবিড় তিমির ঘোর ;
সঘন দুরু-দুরু, গগন গুরু-গুরু,
দাদুরী করত সোর।
তড়িৎ চমকন, নিকষ ঘন-ঘন,
ঝরন বরষণ নীর ;
অনিল স্বন-স্বন, বজ্জর নিপতন,
তিমির দিকে-দিকে চির!
নিবস তরুতল, পথিক দলে-দল
চাতক পুলক গীত ;
দিবস নিশিসম, বরষা ঝম-ঝম,
যুবক-যুবতী প্রীত।
মেঘের ছায়ে ঘন, নিবিড় বাঁশবন,
দিঘির ঘোর কালো জল ;
ঝাপটে তরুশাখা, বধূটি ঘাটে একা,
বিজুরী করে ঝলমল।
কদম্ব কেতক, সৌরভ পুলক,
মোদিত সকল দিক ;
বরিহা অকূল, বিরহী ব্যাকুল,
নীরব পাপিয়া, পিক।
প্রান্তরে গোধন, মুদিত-লোচন,
নবীন তৃণের 'পর ;
নীরবে তিতয়ে, সলিল ঝরয়ে,
রাখাল পলায় ঘর!
বালক কৌতুক প্রদানে যৌতুক,
সাদরে জলদ-বরে ;
আহ্বানে ইঙ্গিতে, মধুর সংগীতে
অজ্ঞার মাননা করে।
কোমল নিবিড়, উতপ্ত সু-নীড়,
তেয়াগি শাখার 'পরে—
কে জানে কেনই, ও-দুটি বাবুই
ভিজিয়া-ভিজিয়া মরে?
কৃষক-ঝিয়ারি, আগরি-গাগরি,
ভাবয়ে তরুর তলে ;

যে ঘোর বরষা,   নাহিকো ভরসা
        কেমনে যাইবে জলে ;
করিতে গমন,   পিছলে চরণ
        ভীঁগল বসন গা।—
উলটি-পালটি,   তরু লুটোপুটি,
        দাপটে, ঝাপটে বা।
সারাটি দিবস,   ভিজিয়া বায়স,
        ছাড়য়ে আকুল রা।
ভাসে নদী-নালা,   খাল, বিল, জলা,
        তক্‌তক্ টলটল ;
মাথে টোকা, শাশী,   ক্ষেতে বসে চাষী,
        নিবারয়ে ধারাজল।
শিরে ঝরে পানি,   ফেলে জালখানি,
        জেলে ধরে শিঙ্গি, কই ;
বৃষ্টি পড়ে জলে,   বিম্ব দলে-দলে,
        ফুটে উঠে যেন খই!
নিভৃতে জল্পনা,   কবি ও কল্পনা,
        নিবিড় বরিষা-ধুম,
ভাবিতে-ভাবিতে,   বাঁধিতে, ফাঁদিতে,
        নয়নে ঢুলয়ে ঘুম।

শ্রাবণে

বিজন গৃহে একা, মেঘের ছায়ে ভোর,
অলস মুকুলিত, নয়নে ঘুমঘোর।—
পূর্ণিমা নিশি আজি, আবৃত ঘননীলে,
কখন কিছু সরে—ঝলকি রূপ ঝলে।
বিমুক্ত বাতায়ন—সম্মুখে শেজখানি,
কোমল আলো মুখে, বুলায়ে যায় পাণি ;
মানস-গৃহে-মম, শুধু সে আমি একা,
বিমল হৃদিতল, বিহীন ছায়ারেখা।
কখন গেছে ঘুমে মুদিয়া আঁখিদুটি,
চেতনা চুপে-চুপে কখন নেছে ছুটি,
মুদিত আঁখিদ্বার, নির্জন রুদ্ধ ঘরে,

জানি না, এসেছিল কেমন পথ ধরে!
আবদ্ধ গৃহদ্বার, শিথিল নহে খিল,
প্রবেশপথ কোথা ছিল না এক তিল!
নীরবে গেয়ে গেছে কি গীত কানে-কানে,
তাহারি সুররেশ—জাগিয়া বাজে প্রাণে!
মুদিত আঁখিপানে, কি করে গেছে চেয়ে,
কোমল ঘুমঘোর ব্যাপিয়া সারা হিয়ে।
কি মোহে মেখে গেছে ঘুমন্ত আঁখিদুটি,
গানের মতো মোর প্রাণে কি উঠে ফুটি।

স্মৃতি

সখি, তেমনি শাঙন নিশি, চমকিত দিশি-দিশি,
মুহু-মুহু ক্ষীণ হাসি চপলা বালার ;
মৃদু-মন্দ বরিষণ, পরে গুরু গরজন,
বিকট বজর-নাদ, চমক হিয়ার ;—
এমনি যামিনী-ঘনে, বেঢ়ি তুয়া সখীজনে,
মনে পড়ে রাধার সে প্রথমাভিসার!
সেই বাঁশি সেই গান, গানে সে রাধার নাম,
শিহরিত দেহ-প্রাণ চমক আত্মার!
সেই মেঘ দুরু-দুরু, হিয়ার কাঁপুনি গুরু,
কম্পিত চরণ উরু বিবশা রাধার ;—
মনে পড়ে, ললিতে রে, সে দিন আবার!
যার পলকে আকুল প্রাণ, ছল-ছল অভিমান,
আঁখে উথলিত বান জগৎ আঁধার ;
পত্রভঙ্গে ভাবিত যে গমন আমার—
মনে পড়ে, ললিতে রে, সে দিন রাধার!
সেই বৃন্দাবন এই,
এই তো কালিন্দী সেই,
সেই কি রাধিকা এই? বল্ একবার,
কোথা তবে রাধানাথ, ললিতে, রাধার?
কেন তবে বিরহের অকূল আঁধার!

অবসানে

তখন তো বুঝিনেকো তাহা,—
যখন সে পলে-পলে, প্রতি পদে দিতে বলে,
নিমেষে ফুরাবে গান গাওয়া।
সখি, এ পূর্ণিমা রাত—এই গন্ধবাহী বাত
শাখে-শাখে কোকিল-পাপিয়া,
সকলি মুহূর্তাধীন ;—এ নব যৌবন-দিন,
—মিছে, লাজ-হাসি আধ-চাওয়া,
দু-দিনের এ দক্ষিণা হাওয়া!
মুকুল ফুটাতে আসে, কলি কি কম্পিত ত্রাসে ;
সৌরভে মাতে না অলিকুল?
কমনীয় রূপরাশি পাতে-পাতে পরকাশি
সঁপে না কি সুষমা অতুল?
দুদিনে কি ঝরে না লো ফুল?
জীবনে মাহেন্দ্রক্ষণ কুসুমিত এ-যৌবন,
সন্ধিপূজা অষ্টমীর সার ;—
আত্মায়-আত্মায় ভোগ, পূজক পূজ্যতে যোগ,
মহাযোগ পানীয় তৃষায়।
তাই থাকিতে-থাকিতে বেলা পূরা সই এই বেলা
অনন্ত অতৃপ্তি আকাঙ্ক্ষার—
জানি সব পূরিবে না, সময়ে তা কুলাবে না,
যদি হয় অক্ষয় ভাণ্ডার—
হৃদয় দরিদ্র রবে বাসনা কভু না যাবে,
ভ্রমিবে ভুবনে হাহাকার!—
দেখিতে কি বাসনা তোমার?

বিদ্যাপতি

পশিলে তোমার অন্তঃপুরে,—
রৌদ্রে দগ্ধ দিবাচয়
হয়ে যায় শ্যামময়,
বসিয়া হোথায়, শ্যাম-সরোবর-তীরে।
শীকর-সম্পৃক্ত-বায়,

শীতলিয়া দেয় কায়,
হৃদয়-কমল গন্ধ নাসারন্ধ্রে ঘিরে ;
আঘ্রাণিয়া জাগে হিয়া হৃদয়-কুটীরে।
দেখাইয়া শত পথ,
পূর্ণ কর মনোরথ,
পবিত্র তীর্থের সাথী, হেন আর কে রে?
চল নিরখিতে শ্যামে, যমুনার তীরে।
এল-এল মধুমাস,
কাজ নাই বেশ-বাস,
আঁকা সে মধুর হাস, প্রতি শিরে-শিরে ;
চল নিরখিতে শ্যামে, যমুনার তীরে!
এখনো আহির-নারী,
লইয়া গাগরী-ঝারি,
শ্যাম-প্রতিবিম্ব তথা হেরে শ্যাম-নীরে—
তেমতি বিহঙ্গ-গীত,
কুঞ্জে-কুঞ্জে উথলিত,
কম্পিত মাধবীলতা মৃদু বায়ে ধীরে।
শিহরিত কম কায়,
তেমতি কদম্ব ভায়,
ফুলে-ফুলে অলি ধায় মৃদু গুঞ্জরণে ;—
চকিত হরিণী-নেত্র বাঁশরীর স্বনে।
ত্যজি কুল লাজ-বাধা,
অভিসারে চলে রাধা,
মুখর নূপুর রুনু ধ্বনিত চরণে।—
ত্যজিতে কি পারে শ্যাম সুখ-বৃন্দাবনে?
চল নিরখিতে শ্যামে, যমুনা-পুলিনে!

অদর্শনে—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস

ভাবের দেহের মাঝে সদা তারে পাই গো,—
দেখিনে কেমন সে যে তাহে ব্যথা নাইকো!
নিবিড় মিলন-সুখে,
বাঁধা সদা বুকে-বুকে—
কি সুধা ভাষার মুখে—পিয়ে তৃপ্ত তাই গো ;—

অমর আত্মার প্রেম, কায়া-ছায়া নাইকো!
জীবন অনন্ত নীর,
তনুয়া বিরহ-তীর,
তাহে ভিড়িলে প্রেমের তরী হারাই-হারাই গো!
অমর আত্মার প্রেম, কায়া-ছায়া নাইকো।

৺অক্ষয়কুমার দত্ত

জীবলীলা-পথে শ্রান্ত, কে ওই শায়িত পান্থ,
অলসে নয়নদুটি পড়িয়াছে ঢুলে!
প্রকৃতি নিস্তব্ধ মতো, বুকে যেন ব্যথা কত,
জাহ্নবী কূলেতে লুটি কাঁদে ফুলে-ফুলে!
আশার অস্ফুট কলি, স্ফুটিত কমলগুলি,
শোভিবে কি আর ওই জীবন-মৃণালে?
চিন্তার অঙ্কুরচয়, ফল-পুষ্পে শোভাময়
হবে কি কখন আর কোনো ধরাতলে?
অথবা, ইহাই তোমার শেষ ; মানব-জনমোদ্দেশ,—
একমুষ্টি ভস্মশেষ সুরধুনী-তীরে!
প্রেমসিন্ধু হৃদয়খানি, অমিয়া-সিঞ্চিত বাণী,
সমুজ্জ্বল জ্ঞানমণি সকলই বৃথা রে।
হায়! কে কবে কি অবশেষ! আঁধার ভবিষ্য দেশ ;—
রুদ্ধ তার দ্বারদেশ—চলে না দর্শন।
কালের বিশ্রাম-ভূমে, নিদ্রিত অনন্ত ঘুমে,
কি জানি অক্ষয় আজি দেখ কি স্বপন!
কে বলে অক্ষয় ক্ষয়? (জীবন বিশ্বের লয়!)
সাহিত্য-গগনে চির উজ্জ্বল দিনেশ।—
মহাকবি বিশ্বপিতা, কে বুঝিবে তব গাথা,
এ নাট্য সমাপ্তি কোথা—নর-ভাগ্য-শেষ!

কেন রে ছিঁড়িল আজি

কেন রে ছিঁড়িল আজি, ভাবের সুতন্ত্রীরাজি?
মঞ্জুরি উঠিতেছিল ভ্রমর-গুঞ্জর।—

এবি! কার-হৃদি-তল হতে উঠি আর্তস্বর—স্রোতে
ডুবায়ে ফেলিল যেন বিশ্ব-চরাচর!
কাটি হৃদি-বন্ধন চলে যায় প্রাণ-ধন ;—
পিছে ধায় জননী গোড়ায়ে!
কাঁপে মৃত্যু থর-থর, সশঙ্কিত কলেবর,
মক্তকেশী লয় বা ছিনায়ে।—
(দৃঢ় হস্ত পড়ে শিথিলিয়ে!)
ব্যথিত স্তম্ভিত প্রাণ, মধ্যাহ্নে তপন ম্লান,
নিভে যেন যাইল ধরণী ;—
সব শব্দ মূর্ছাতুর, গভীর ক্রন্দন-সুর,
কাঁপে শূন্যে একা হা-হা ধ্বনি—
(ডাকে পুত্রে কাতরে জননী!)
কাঁদিয়া ডাকিছে মায়, যেতে-যেতে ফিরে চায়,
মরণের আঁখি ছল-ছল।
বিবশা সমগ্র ধরা, হস্ত-পদ বলহারা,
অজ্ঞাতে ঝরয়ে আঁখিজল!

'সোনার তরী'র কোনও কবিতা পাঠে

এ যে মোর সেই ব্যথা, পরিচিত আকুলতা,
কেমনে সে গিয়ে হোথা, উঠেছে বিকশি ;
ছুঁই-ছুঁই ধরি-ধরি, যাহারে ধরিতে নারি,
মায়ামৃগ যেত সরি দূর বনে পশি :—
সে হোথা পড়েছে ধরা, গলে ভাসা-কাঁসি!
প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সাঁঝে, নিরালা কি গৃহকাজে,
কাঁদিত হৃদয়-মাঝে যেই এক সুর।—
মুদিত কমলে যেন, অলির গুঞ্জর হেন,
নববধূ বুকে যেন প্রণয়-অঙ্কুর ;—
সে হোথা যৌবনভরে, বিকশিত সপ্তস্বরে,
দিগন্ত আকুল করে শূন্য ভরপুর।—
যেন ঘোমটা ফেলিয়া দূরে, গিয়া রণ-ক্ষেত্র 'পরে
নাচিছে উন্মত্তা বধূ লাজ করি দূর।
হেথা, অন্তরে যে ফল্গুস্রোত, নীরবে বহিয়া যেত,
সে হোথা তরঙ্গ-ভঙ্গে হয় চুর-চুর ;—

সভয়ে সরমে যে গো ছিল অন্তঃপুর!
যেন প্রলয়বন্যার নীর, ভাঙি বাধা ভাঙি তীর,
উথলি ফেনায়ে রোষে চলেছে ভাসিয়া ;—
দুইধারে যাহা পায়, সকলি গ্রাসিয়া যায়,
ছোট-বড় লঘু-গুরু নাহি বিচারিয়া।
এত স্বাদ এত স্পর্শ, এত সুখ এত হর্ষ,
একটি জনম-বর্ষ পায় কি কখনো?
শত জন্মান্তের স্বাদ, জাগায়ে দিতেছে সাধ ;
করে ঘাত-প্রতিঘাত কেন সে এখনো?
বুঝি বা সে ভালো করে না করে সম্ভোগ তারে,
রাখিয়া অতৃপ্ত দূরে এসেছে ছাড়িয়া—
তাই সে আকুল আঁখে হৃদয় পাতিয়া ডাকে,
আগে-আগে বেড়ায় কাঁদিয়া।—
(দেয় সদা বাকি দেখাইয়া।)
সৌন্দর্যসমষ্টি দিয়া গঠিত মানব হিয়া,
তবু কেন এ তৃষা-বেদনা?
কি নাই ইহার মাঝে, জগত সে ধরিয়াছে,
তবু, নাহি তৃপ্তি অশ্রান্ত কামনা।
(ভিন্ন ভিন্ন লালসা চেতনা।)
এক বর্ণ গন্ধ গীত দিয়া ধরা নিয়মিত,
তবু তারে কত মতে চাই।
যথা, এক পয়ঃসার ;— নবনীত, তক্র, আর
ক্ষীরের আস্বাদ তাতে পাই।
কোথা এ বৈচিত্র্য মূল? কভু কি যাবে এ ভুল,—
কোন কালে তাহাও না জানি।—
এমনি অশ্রান্ত তৃষা, এমনি আকুল ভাষা,
কাঁদিবে কি চির সে এমনি।—
যথা, ছিন্নমস্তা হায়, আপনে-আপনি খায়,
হৃদয়-রুধির করে পান।
তথা এ ঘোর বাসনা-রাহু, গ্রাসি স্বীয় পরমায়ু
আপনে-আপনা করি পান ;—
কেবলি বিস্তারি হাত, করি লুব্ধ দৃষ্টিপাত
কতবার হবে অবসান?
কিবা, দিনে যথা তারা-পাঁতি, লুকায় আপন ভাতি
অম্বরে নেহারি দিনকর ;
এ অতৃপ্ত সুখ-দুঃখ সংক্ষুব্ধ অর্ণব বুক,

তথা হেমন্তের হইবে নিথর?
লভিবে সম্পূর্ণ দীপ্তি, কোথায় পাইবে তৃপ্তি,
এই চির সংক্ষুব্ধ অর্ণব?
উন্মত্ত ঝটিকা ঘোর, তন্দ্রায় হইবে ভোর,
থেমে যাবে সব কলরব।
যা দেখি দু-নয়নেতে, শুধু কি উহাই পেতে
এ তীব্র মিলন-আকুলতা?
ওদের মাঝার দিয়া আর যারে চাহে হিয়া,
কে দেবে সে প্রিয়ের বারতা?
হায় কে কবে সে গুপ্ত প্রেম-কথা!

নবজাত পৌত্রের প্রতি

কে তুই? খসা তারাটির মতো,
ঝরা পাতাটির মতো,
খসিয়া পড়িলি কোথা হতে—
ভেসে এলি সৃজনের স্রোতে।
অনন্ত কালের দেশে,
কত নব-নব বেশে,
কতকাল ভ্রমিয়া-ভ্রমিয়া
এলি আজ এখানে নামিয়া।—
এমন কত না পান্থ,
জনম-বিটপী মূলে,
এসে বসেছিল স্নেহচ্ছায়,—
আজি তারা কে জানে কোথায়!
সেথা, অতীতের বেলাভূমে,
বিস্মৃতির পারাবার
ধুধু-ধুধু, শুধু বহে যায়,
তাই. নিতান্ত নবীন তুমি,
কিবা চির পুরাতন—
জানিবারে উৎসুক হৃদয়,
মৃণাল-সূত্রের মতো,
কভু কি গ্রথিত ছিল,

অনন্ত কালের সাথে নব-পরিচয়।
মধুর ক্রন্দনে তোর,
আলোয় আনন্দে ভোর,
হাসিতে উথলে অশ্রুজল ;
তোরে, কে পাঠালে কোথা হতে বল্?
তবে, জ্বালাও প্রদীপ শুভ.
সূতিকা বাসরে আজি,
দুয়ারে ছড়ায়ে দাও লাজ ;
নব পান্থটিরে সবে,
নূতন আনন্দ-নীরে,—
অভিষেক করে লহ আজ।
বাজা রে মধুর শঙ্খ,
মঙ্গল-আরতি কবে,—
নবীন পথিকে নাও গেহে ;
কোমল-উত্তপ্ত নীড়—
জননীর ক্রোড় 'পরে,
তুলে দাও সুকোমল দেহ।
মায়ের করুণ আঁখি
বর্ষিবে করুণা-ধারা
সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে ;
পিতার নয়নদুটি,
সতর্ক প্রহরীসম,
রক্ষিবে বিপদে পদে-পদে।
যে তোরে পাঠালে পাছে,
তাঁহার মঙ্গল-দৃষ্টি
চিরদিন জেগে রবে মুখে ;—
তবে, পীযূষ-পূরিত স্তন,
আনন্দে আননে ভরি,
ঘুমাও নির্ভয়ে তুমি সুখে।

চোব

কোথা হতে এল্লি তুই, ওরে ওরে-ওরে চোর,
সর্ব্বস্ব লইলি হরি যাহা কিছু ছিল মোর।

কোলের উপরে বসে.
হৃদয় লইলি চুষে—
বুকেতে কাটিয়া সিঁধ, এমনি, সাহস তোর ;
কোথা হতে এলি দুঁদে রে ক্ষুদে সিঁধেল চোর।
কিছু থুতে সাধ নাই,
সকলি তুহার চাই ;
মুখের তাম্বুলটুকু,
সিঁথিব সিন্দুরটুকু,
গলার হাঁসুলি হার—বাহুর কনক-ডোর ;—
চাই আকাশের চাঁদ কপালের টিপ তোর।

হায় রে সিঁধেল চোর,
আরো নিতে বাকি তোর!
নয়নের নিদ্রা নিলি, উদরের ক্ষুধা,
তৃষার পানীয় নিলি, নিলি স্নেহ-সুধা।—
নিলি যৌবনের চারু
কান্তি মনোহর ;
মরমে কাটিয়া সিঁধ
নিলি সর্বস্তর।—
কোথা হতে এলি তুই রে ক্ষুদে তস্কর!

নেই ভয় নেই শ্রান্তি,
অম্লান কুসুম-কান্তি,
গুড়ি-গুড়ি হামাগুড়ি এ-ঘর ও-ঘর।—
বঙ্কিম অধরপুটে
দুধে দাঁতদুটি ফুটে ;—
পলকে-পলকে ছুটে হাসির লহর!
ভূত-ভবিষ্য নিলি,
নিলি বর্তমান ;
হরিলি সমগ্র ধরা
জগতের প্রাণ ;
আপনা হারায়ে শেষে হলি ভাবে ভোর,—
কোথা হতে এলি তুই ওরে ক্ষুদে চোর!
এই কান্না এই হাসি,
রোদ-বৃষ্টি পাশাপাশি ;—
গলায় তুলিয়া দিয়া কচি বাহু-ডোর,
সর্বস্ব লইলি হরি ক্ষুদে দুঁদে চোর!

শৈশবে

ওই, পাতা হতে, ঝরে পড়িল শিশির,—
বিমল জীবনে ভাতি ;
মোর, এমনি প্রভাতে, কোমল আলোকে,
পোহাবে জীবন-রাতি।—
আমি স্বচ্ছ শৈশবে অমনি করিয়া
ঝরিয়া পড়িব ভুঁয়ে!—
প্রতপ্ত যৌবন, জরার আঁধার
পাবে না যাইতে ছুঁয়ে।

যৌবনে

ওই, নিদাঘ বিহান পুষ্পিত বেলা—
উন্মাদ গন্ধ-স্রোতে,
আমি, ফুটায়ে ঝরিব, ফুটিয়া মরিব,
নিমেষে-নিমেষে গেঁথে।
রাখি, আকুল তিয়াষা পরানে-পরানে—
সূক্ষ্ম বাঁধন-ডুরি—
মোর, মধুর পরাগে মধুপে মাতায়ে,
হাসিয়া পড়িছে ঝরি।

প্রৌঢ়ে

যবে, অবসানে দিবা স্নিগ্ধ সান্ধ্য বিভা
ফেলিবে ধরারে ছেয়ে ;
ফুটিবে আকাশে কিরণ-উজলা,
সোনার তারকা মেয়ে ;
মোর, চেয়ে তার পানে জীবন-তারকা
খসিয়া পড়িবে ঝরি।—

স্থবিরে

—আমি শুক্ল পলিতে, শুভ্র নিশীথে
যাব, আলোক-সাগরে মরি।

প্রাবৃটে

কার লাগি ফুটেছিল নয়নে তাহার
বিশ্বের সৌন্দর্যরাগ ;—কার পুণ্যফলে!
দরিদ্র হিয়ার তৃষা না মিটিতে কার,
কোন পাপে হ'ল লীন, নীল অস্তাচলে!
তবু সে অতুল রাগ ক্ষণ করি পান,
স্বর্ণ-বর্ণ হয়ে গেছে সূর্যমুখী-প্রাণ।
এখন বরণী সারা ঘন অন্ধকারে
আচ্ছন্ন যদিও তবু সেইদিকে চায়,—
দু-ফোঁটা শিশির-অশ্রু দুটি আঁখি 'পরে,
আকুল হৃদয়খানি দেখাইতে তায়!

বিস্মৃত প্রবাসীর প্রতি

নীরব আবেগে সখা! নিতি যে তোমার পাশে,
সূক্ষ্ম সূত্র-পথে গতি—করে দূর পরবাসে.
তারে কি চিনিতে পার হৃদি-অভিজ্ঞান দিয়া?
প্রশান্ত সন্ধ্যার সম, ছায়াচ্ছন্ন মৌন হিয়া!
মিশে যে সন্ধ্যার মাঝে কতবার অলখিতে,
লভে ও পবিত্র স্পর্শ আঁখি চাপি দুটি হাতে,
তারে কি চিনিতে পার সূক্ষ্ম অনুমিতি দিয়া?
হৃদয় আচ্ছন্ন করে, তাহার আধার হিয়া!
উদ্বেলিত করে চিত্ত যে তোমার নিরজনে—
তাহার অয়স স্পর্শ, কঠিন ও লৌহে টানে?

সরযূতীরে

হেথা সৌন্দর্যের জালখানি বিস্তার করিয়া,
তার মাঝে বসে কোন অনন্ত সুন্দর?
লভিতে পরশ তার, সর্ব অঙ্গ দিয়া,—
আবেগে আকুলি হিয়া, উঠে নিরন্তর।
সদা, হৃদয়ের পান-পাত্র পরিপূর্ণ করে—
করি পান ;—নিতে যাই, পিয়াতে সবারে।
কিন্তু, মুঠায় জোছনা যথা দেয়নাকো ধরা,
তথা, এ শোভা, এ দীন ভাষা, ধরিবারে নারে!
মনে হয়, পূর্ণ এ শোভার মাঝে, দিয়ে ডুবাইয়া,—
আপনারে, রাখি যেন, চিরমগ্ন করে,
উন্মুক্ত দিগন্ত হেথা,—নহে অন্তরাল,
আবদ্ধ গুটির মত, মরে না জীবন ;—
স্বরচিত অবরোধ, অপূর্ব দেয়াল,
আপন সমাধিকারা, আপনি রচন!
হেথা, অনুকূল দিনগুলি থাকে না বাঁধিয়া,—
কঠিন নিগড় মত, কোমল চরণে!
স্নেহময়ী শ্বশ্রূ মত সস্নেহে হাসিয়া,
সাজায়ে বধূরে নিত্য—নব-আভরণে!
মনে পড়ে জ্যোৎস্নাস্নাত সেই গ্রামখানি!
প্রথম সৌন্দর্য-দৃশ্য বালিকা-নয়ানে,
দোলপূর্ণিমার নিশি! সঙ্গীতে ধ্বনিত,
মুখর নূপুরগীতি—ক্বণিত চরণে!
মনে পড়ে গরবিনী সে রমা-রতনে!
—উদ্বেলিত যৌবনের তরঙ্গ-হিল্লোলে!
সেই, অঙ্গে-অঙ্গে উচ্ছ্বসিত, সদ্য জয়ধ্বনি!—
বিজয়-নিশান চারু চঞ্চল অঞ্চলে!—
রূপসীর মেলা যথা শুভ পর্ব দিনে,
ছেয়ে দেয় পুণ্য মঠ, সুষমা বিস্তারি—
তথা, এ আনন্দ-মঠে, সুখ-স্মৃতিগুলি
একেবারে ভিড় করে আসে সারি-সারি!

প্রকৃতি

সারাদিন ধরে তুলি তোমার সৌন্দর্যগুলি,
নিভৃত মানস-পটে, নিতেছি আঁকিয়া ;—
তোর, নবীন-নীরদ-মাল,—এলায়িত কেশজাল ;—
একেবারে ফেলিয়াছে আমারে ঢাকিয়া।
সখি! তোমার অতুল রূপে ভরে গেছে হিয়া!
ঐ, মধুর জোছনা হাসি, মরমের মাঝি মিশি!
অরুণ অধর-রাগ নিত্য করি পান—
গাহি আমি ক্ষুদ্র কবি, নিত্য নব-গান!
নিয়ে ঐ রূপভরা, আমার গরব করা,
তোরে নিয়ে গরবিনী মোর খ্যাতি-মান!—
ঐ তোর কালো আঁখি, মোর গীতে মাখামাখি!
নিরজনে হানাহানি কটাক্ষের বাণ ;
কাড়াকাড়ি ও মাধুরী, সদা সর্ব স্থান।
তোরে নিয়ে গরবিনী মোর খ্যাতি-মান!
তোমার অতুল রূপে ভরে গেছে প্রাণ।
কেহ বেচে চুরি করে, কেহ কিনে রাখে ঘরে,
তোর ধনে ওগো রানী মোরা ধনবান ;
তোরে নিয়ে গরবিনী—যত খ্যাতি-মান!

ছবি

বৈশাখে দুপুরবেলা রোদ্দুর প্রখর :
—আলো যেন অগ্নি মাখি
ঝলসি ফেলিছে আঁখি—
থাকিতে পারি না তবু রুদ্ধ করে ঘর।
কল্পনা নন্দন-বনে
বিরাজিছে কুঞ্জকোণে,—
আলসে শিথিল তনু মুদিত নেত্তর!
নিদ্রাহীন মম আঁখি ;
ভাবিলাম ডাকাডাকি—
কাজ নাই করে, বড় ঝাঁই-ঝোঁয়ে রোদ!
ভেবে শিষ্ট-শান্ত হয়ে

বসিলাম তুলি নিয়ে ;—
এ সময়ে ডাকে যেবা সে বড় নির্বোধ!
সম্মুখে জানালা খোলা,
অনিলে অনল ঢালা,
হু-হু করে উড়ে ধুলা, শূন্য পথ-ঘাট ;—
কাকগুলা করে কা, কা,
অঙ্গনে করবী-শাখা
দুলিয়া-দুলিয়া একা করে কোন নাট।
ভাবিলাম কি বা আঁকি?—
ঘর, বাড়ি, গাছ, পাখি,
কুকুর, বেড়াল, ঘোড়া, এঁকেছি বিস্তর।
প্রাণ করে ছট্‌ফট্‌,
মনে আসে নদী-তট,—
সবচেয়ে প্রকৃতির সে শোভা সুন্দর!—
স্থির হ'ল নদী-তীর!
চিত্রিব সে নীল নীর,
কোথা ঘন নীপশ্রেণী, কোথাও বিরল ;
কিন্তু আছে এক বাধা,—
এ মধ্যাহ্নে কোন রাধা
আসিবে না নিতে কভু একঘড়া জল!
আঃ ছি-ছি একি ভুল!
আঁকিতে-আঁকিতে কূল,
পড়ে যাবে, রবে নাকো একটু রোদ্দুর .
লয়ে মলয়ের ডালা,
আসিবে বিহান-বেলা,
করাবে গৃহের বার কুলের বধূর!
তখন আশ্বাস পেয়ে,
বসিলাম তুলি নিয়ে,—
আঁকিলাম স্থির নীর—তার উরসে—
তরুছায়া আঁকাবাঁকা
আঁকিলাম মসীমাখা ;—
দূর দিগন্ত-রেখা তরু তমসে!
নদীবুকে নুয়ে শাখা
নেহারে মুরতি বাঁকা,
উড়ে-পড়ে মাছরাঙা আহার আশে।
আঁকিনু গাছের গুঁড়ি,

তদুপরি বসে বুড়ী—
মাথাটি শণের নুড়ী—শফরী ধরে ;—
ওপারে দাঁড়ায়ে জেলে,
জালটি ঘুরায়ে ফেলে,
নির্ভীক মরালদল নীর-বিহারে।
ওই যাঃ হল না আঁকা
আধেক ঘোমটা ঢাকা,—
মধুর আনন-রাকা গাছের তলে!—
মৃণালে বেষ্টন করা,
কক্ষেতে কলস ভরা,
কানায়-কানায় জল, চলকি চলে!
আনমনে কোথা থেকে,
বুড়িটা ফেলেছি এঁকে,
ছিপে করে ধরে মাছ নদীর জলে।
সবারে ডাকিছে কবি,
কে নেবে আইস ছবি,
নেবে না নেবে না কেহ অমনি দিলে!
মনোদুঃখে সকাতরে,
বাঁধায়ে রেখেছি ঘরে,
কেহ নাহি দেখে চেয়ে বারেক তারে ;—
একটি সুন্দরী সখী,
দেখে বলে, "বাহা একি!—
আঁকিলে এমন ছবি কেমন করে?"

ঈশ্বরী পাটনী

কি আছে তোমার নায়ে দেখি হে নাবিক!
নিত্য বেয়ে যাও তরী,
কভু না জিজ্ঞাসা করি,
তীরে বসে শুধু হেরি আঁখি অনিমিখ ;
এমনি গোধূলিবেলা,
নিত্য করি জলখেলা—
মরালী বিহরে নীরে তীরে ডাকে পিক্,—
চলে যায় তরীখানি ধিকি-ধিকি-ধিক!

শূন্য তরী দ্রুত পায়,
গেয়ে গীত ঘরে যায়,
সোনা হাসি মেঘে ভায় ঝুরে মরে দিক্।—
বহে যায় তরীখানি ধিকি ধিকি ধিক্ :
আজি মাঝি কি পশরা,
নায়ে দিয়াছিস ভরা,
কেন উতলা মরম-হারা হৃদয়-পথিক।—
কি আছে দাঁড়াও শুধু দেখিব ক্ষণিক!
মনে হয় যাহা চাই,
ও তরীতে আছে তাই,
হোথায় কি আছে ভাই পরশ-মানিক?
কি আছে তোমার নায়ে দেখি হে নাবিক!
কাষ্ঠতরী স্বর্ণময়
যাহার পরশে হয়,
কি তপে সে পদ পেলি বল দেখি ঠিক!
কি জানি কি কর্ম্মদোষে,
রহিলাম তীরে বসে,
তুই বেয়ে গেলি হেসে দিতে শত ধিক!—
কি আছে তোমার নায়ে দেখি হে নাবিক!

নিশীথে কোন গায়কের প্রতি

গাও গো পরেরি তরে গীত নহে আপনার,—
রজনী জোছনাময়ী নিস্তবধ চারিধার!
অলসে জড়িত আঁখি,
চমকিত থাকি-থাকি,
মধুর অলস সুর, কোথা ওঠে বার-বার—
রজনী জোছনাময়ী নিস্তবধ চারিধার!
সে কেমন নাহি জানি,
মধুর সুকণ্ঠখানি,
ভেসে আসে আধখানি হৃদয়-মাধুরী তার—
রজনী জোছনাময়ী নিস্তবধ চারিধার!
যেন গো হৃদয় তার,
ব্যথিত বহিতে ভার,

ডাকিছে কাহারে সাথী আকুলিয়া চারিধার,
রজনী জোছনাময়ী সাড়া-শব্দ নাহি কার!
কেন রে ও স্বর-ঘাতে,
জল আসে আঁখিপাতে!
বুঝি বা এমনি রাতে, বাঁধা পড়ে হৃদি তার,
গাও-গাও-গাও তবে, নামায়ে হৃদয়-ভার,
রজনী জোছনাময়ী, নিস্তবধ চারিধার!

পড়িয়া ছড়ায়ে

পড়িয়া ছড়ায়ে জগতের মাঝে,
দিবানিশি ঘুরি সদা মিছা কাজে,
ওগো, আপনে আনিতে আপনার মাঝে,
কি করে পারিব হায়!—
দেখ, হইলে রজনী আসে বিহঙ্গম,—
আপনার নীড়ে ; নাহি ব্যতিক্রম,
এ, জীবন-তামসী, ফিরি দশদিশি—
কেন, আবাসে মন না যায়,
কাঁদিছে 'দ্বিদল' শূন্য 'শতদল'
না জানি কি গুণ ধরে ভূমণ্ডল,
হায়! নীর ত্যজে ক্ষীর,—পিবে না মরাল!
না জানি কি তবে চায়?
(সদা শূন্য সরসীতে গায়!)

চিন্তা

শ্যামল ধরণী এই নিলীম আকাশে ছাওয়া
মনে হয় একখানি গেহ!
ঐ লক্ষ-লক্ষ জন, করিতেছে বিচরণ,
ওরা কি আপন নহে কেহ?
কেন ওরা কিসে পর কে করেছে স্বতন্তর—
অতি মূঢ় সঙ্কীর্ণ জ্ঞেয়ান!
এক দিবা এক নিশি, একই তপন-শশী,

যবে		এক বায়ু এক নীর সবাকার প্রাণ ;
		সমভাগে পাই সবে পিতার সন্তান।
		শ্বেত, কৃষ্ণ, ভাগ-ভাগ, আত্ম, পর, ভিন্ন দ্বাগ,
		জাতি, জ্ঞাতি অনুরাগ না বুঝি কিসের!
		সংসারের চালে চলি, যা বলায় তাই বলি,
কিন্তু		সূক্ষ্মে গেলে এ সকলি বুঝিবার ফের।

ঘোমটা খোলা

হৃদয় সে আছে স্থির হৃদয়-মুকুরে,
তুলি দুটি মুগ্ধ আঁখি একান্তে নিলীন।
কত সে উজ্জ্বল সুখ আপনা হারায়ে
রেখে যায় প্রতিবিম্ব সারা নিশি-দিন।
কখনো জ্যোৎস্নার মাঝে কেহ বাড়াইয়া
পূত প্রেমে মাখি শুধু শুভ্র দুটি হাত ;
—নগ্ন শোভাময়ী ধরা লাজ তেয়াগিয়া
হেসে এসে দেয় ধরা ফুলময় রাত!
কখনো ঘোরালো নীল কাদম্বিনী ছায়,
এলাইয়া কেশ-দাম কোনও সুকেশিনী :—
		বিদ্যুৎ-কটাক্ষ ক্ষেপে টানিয়া হিয়ায়,
		নিরালায় মুখোমুখি প্রাণের মেলানি।
		কখনো নিদাঘে সাঁঝে উন্মাদিনী কেহ
		আন্দোলিয়া বাসনার আবেগ অঞ্চলে
		উড়াইয়া ধূলিজাল ভিন্ন-ভিন্ন মোহ,—
		কাঁপাইয়া যায় প্রাণ পূর্ণ প্রাণ বলে!
		হেন অভিনয় শত, অন্তঃ অন্তঃপুরে
		চলিতেছে বাহিরের আবরণ-মাঝে,
তবে		মিছা এ ঘোমটাবাস নাই বা খুলিনু
		বাহিরের প্রাণহীন পুত্তলী-সমাজে!
		কেবল দরিদ্র-লাজ আপনা গুটায়ে
		শীতার্ত পথিকসম নয়ন-প্রান্তরে
		পড়ে আছে, জীর্ণ বাসে শীর্ণ তনু ঢাকি।
		-নিদয়, কেমনে তার বাসখানি হরে,
		নগ্নবুকে দিবে বিঁধে তীক্ষ্ণ মদিরাঁখি।

সখীর প্রতি ডেস্‌ডিমোনা

কেন ভালোবাসি তারে,
সই রে কিছু না জানি!
—অতুল নয় রূপরাশি,
নহে গো মধুর হাসি,
নয়ন ও নহে লো তার
খঞ্জন হরিণী জিনি ;
ললাট না চন্দ্রাকৃতি,
আননে নাই পদ্মভাতি,
দর্শনে না কুন্দপাতি,
বাহু না মৃণাল জিনি!
—তবু সে মুরতিমম,
প্রাণাধিক প্রিয়তম,—
তোমরা নিন্দ না তারে,
সে মম হৃদয়-মণি!

শিখা

বৃথা বহে যায় দিন কিছুই হল না ;—
সময়-সমুদ্র-তীরে নাহি মোর ঘর!
যে-দিকে চাহিয়া দেখি অকূল-সীমানা,—
জীবন-তরঙ্গ-রাশি করে থর-থর!
কে মোরে ভাসায়ে দিল এমন অকূলে?—
মানব-জনম এই ক্ষুদ্র তরীখানি,
কিছুদিন তরঙ্গেতে হেলে হেলে-দুলে,
মিশাবে বিস্মৃতি-গর্ভে এই শুধু জানি!
তবু, আকুল পরান-পান্থ ; অশ্রান্ত বাসনা,—
চারিদিকে স্বপ্নালোক সৃজিত সুন্দর,
বুঝেও এ প্রহেলিকা কিছু তো বুঝি না ;—
সদা বিফল স্বপ্নের পিছে হই অগ্রসর!

বর্ষাসংগীত

কেন ঘন ঘোরমেঘে
এমন পরান মাতে?
কি লেখা লিখেছে কেগো
সজল জলদপাতে!
শত বিরহীর হিয়া,
ওর মাঝে মিশাইয়া,
আপন গোপন ব্যথা
লুকায়ে দিয়েছে তাতে।—
বিন্দু-বিন্দু ঝর-ঝর,
ও কি তার অশ্রুথর?
তড়িৎ চমক ও কি—
বাসনার বহ্নি ভাতে?
আর্দ্র এ-শীতল বায়,
কেবা জাগে কে ঘুমায়,
মধুর স্বপন কারো,
নিমীলিত আঁখিপাতে!
কি লেখা লিখেছে সে গো
সজল জলদপাতে।
কি লেখা লিখেছে সে গো ;
ফুটে না উঠিছে ফুটি।
উদাসে হৃদয় শুধু ;
নীরে ভরে আঁখিদুটি।—

যেন, জগৎ জড়িত করে
নিবিড় বাহুর পাশে ;
শুধু, একাকী আকুল হিয়া
বিরহ-অকূলে ভাসে!

যমুনা-জাহ্নবী

১

যমুনা।—

কত আকুলতা, সই, মিশিবারে প্রাণে-প্রাণে,
মিশেও মেশে না কায়া কোন্ সূক্ষ্ম ব্যবধানে?
পাশাপাশি মেশামিশি দুইটি বিভিন্ন ধারা,
কতদিনে কোন্খানে হইবে আপন-হারা?
দুটি হিয়া মেশামেশি একই স্রোতের টানে,
মিশেও মেশে না কায়া, কোন্ সূক্ষ্ম ব্যবধানে?
উভে চাহি উভ পানে সারাটি জীবন সারা,
কতদিনে কোন্খানে হবে দিদি একাকারা?

২

জাহ্নবী।—

ফেনিল তরঙ্গ মোর উথলি-উথলি চলে,
প্রশান্ত তোমার স্রোতে সুনীল আলোক জ্বলে ;
অসংখ্য তরঙ্গ-ভরা দুইটি পরান-স্রোত,
ঝক্‌মক্ রবি-করে পুলকিত ওতপ্রোত ;
এমন সুখের গতি পাশাপাশি হাসাহাসি!
তবুও-তবুও বোন আকুল বিলাপরাশি?
প্রাণে-প্রাণে প্রেম-স্রোত ব্যাকুল মিলাতে কায়া,
এমনি সে স্থূল বটে মরতে মানবী মায়া।
বহে যাই এক স্রোতে উভয়ে একই টানে,
মিশাব সাগরে কায়া অনন্তের মাঝখানে।

৩

যমুনা।—

তোমার কথায় সখি আমি কি ভুলিতে পারি,
শিরে যে ধরিল তোরে, তুমি না হইলে তারি!
মরতে 'অলকনন্দা' স্বরগেতে 'মন্দাকিনী,' ,
পাতালেতে 'ভোগবতী,' ত্রিলোকগামিনী তুমি।
সুশুভ্র রজতবারি আপন উচ্ছ্বাসে ভাসে,
তোমায় বাঁধিতে আশা ক্ষীণ এই বাহুপাশে ;—
মরমে বিলীন হবে মরমের সাধ সই,
তুমি ধরা দিবে সখি! এত প্রেম হৃদে কই?

৪

জাহ্নবী।—

প্রেমময়ি, যমুনে লো, আপনে বিশ্বাস-হারা!
চির-বাঁধা অই তীরে বিশ্বের প্রেমিক সারা ;
আজো তার তনুরাগ, তোমার অঙ্গেতে জ্বলে,
'নীলাঙ্গিনী' হয়েছ লো, যারে ধরি হৃদিতলে।
বিশ্বের পীরিতিধারা সখি লো, করিয়া পান,
আপনা ভুলিয়া গিয়া ক্ষুদ্র বলে অভিমান ;—
তাই লো সজনি তোর, যাচিয়া এ আত্মদান!

অচেনা

এমনি বরষা-দিনে, সেই গাথা পড়ে মনে,
বসে এক গৃহ-কোণে—দোঁহে নিরালায়।
কে জানে কেমন করে, মিলেছিল একস্তরে,
আসিয়া সে পান্থদুটি, দৈবাৎ সেথায়।
অবিরল জলধার, ঘনঘোর অন্ধকার,
রুদ্ধ বাতায়নদ্বার, চমকে বিজলি!
মুদিত বিষণ্ণ মনে, বসিয়া গৃহের কোণে,
কেহ কারে নাহি চেনে, নিরখে কেবলি।
ক্রমে ঝড় বহে বেগে, অশনি গর্জন বেগে,
ত্রাসে গৃহভিত্তি কাঁপে, করে থর-থর!—
সমীরে সলিলে-খেলা, ঝড়ে পড়ে গাছপালা,
উড়য়ে কুঁড়ের চালা, ভেঙে পড়ে ঘর!
পরানে পরান টানে, দুঁহ চায় দোঁহা পানে ;—
কাছাকাছি নাহি জানে হয়েছে কখন!—
—কখন পরশ লেগে, চেনা প্রেম উঠে জেগে,—
মিলায়েছে মুহূর্তেকে, অচেনা দুজন!
হৃদয়ে চমকে ত্রাস, বদ্ধ দোঁহে দোঁহা পাশ ;
মুখেতে সরে না ভাষ,—অন্তর আকুল!
নয়নে-নয়ন চায় কি জানি কি দেখি তায়
অধরে হাসিটি ভায় ভেঙে যায় ভুল!

কি দিব তোমায়

কতদিন মনে-মনে,   ভাবিয়াছি নিরজনে,
—কি দিব তোমায়?
খুঁজিনু সকল ঠাঁই,   মনোমত নাহি পাই,
—ব্যর্থ সাধ মনেতে মিলায়!
ভাবিয়াছি বরষায়,   আষাঢ়ের মেঘছায়,
—ধরে দিই সংগীত বাঁধিয়া!
কিন্তু, সে শুধু বিরহতান,   উদাস করিবে প্রাণ,
—সুখে-দুঃখ দিবে ঘনাইয়া!
ভাবিয়াছি মধুমাসে,   মধুর কুসুম-হাসে,
—বিরচিয়া মালা একখানি,
পরাই তোমার শিরে,   চির-মধু শোভা ঘিরে,
—রাখিবে মধুর মুখখানি।
কিন্তু বিরহের রাতে,   দেখা নাই তার সাথে,
—বিরহীরে বসন্ত বিমুখ।
ছিল দিন কিছু আগে,   আসিত সে অনুরাগে,
—চুমিতে সোহাগে ফুল্ল মুখ।
তবুও সতত হায়   দিতে তোমা প্রাণ চায়?
—দিব এক গীত উপহার!
শরৎ, বসন্ত-রাতে,   নিদাঘ, কি বরষাতে,
—সে তান ধ্বনিবে বার-বার,
নিরালা নদীর কূলে,   বিজন তরুর মূলে,
—একা যবে রবে আনমনে—
এ মোর গানের সুর,   হয়ে যাবে ভরপুর,
—রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, তোমার পরানে!
শুক্ল পূর্ণিমার রাতে,   আপন প্রাসাদ-ছাতে,
—শুয়ে যবে রহিবে একাকী ;—
নারিকেল-পত্রগুলি,   বাতাসেতে হেলি-দুলি,
—জ্যোৎস্নায় করিবে চিকিমিকি ;—
দূর হতে পিক-বধূ   প্রাণে বরষিবে মধু,
—থেমে-থেমে বার-বার ডাকি—
তখনি এ মোর গান,   মৃদু কাঁপাইয়া প্রাণ,
জাগাইবে বাসনার আঁখি!
আষাঢ়ে নবীন ঘন,   লেপিয়া অঞ্জন ঘন,
—নীল-নেত্রে যখন হানিয়ে—

বিদ্যুৎ-কটাক্ষলেখা,　　নিকষ কনকরেখা,
　　—বার-বার দিবে চমকিয়ে ;—
গম্ভীর নির্ঘোষ গুরু　　স্বনে হিয়া দুরু-দুরু,
　　—একা ঘরে করিবে যখন,
তখন আমার গান,　　আহরি বিশ্বের প্রাণ,
　　—মিলাইবে ঈপ্সিত মিলন!
জীবন-সমুদ্রকূলে,—　　আধ-জানা, আধ-ভুলে,
　　—সঁপিনু আমার গীতখানি!
নাই থাক ছন্দোবন্ধ,　　হোক কণ্ঠস্বর মন্দ,
　　—তবু মোর প্রাণের রাগিণী!
অতীত, ভবিষ্য আর,—　বর্ত্তমানে, গেঁথে হার,
　　—সাধ যায় তোমা পরাইতে ;—
জড়ায়ে বিস্মৃতি-মায়া,　　মাখি এ-প্রাণের ছায়া,
　　—ধরিতে বিশ্বের চারিভিতে!
যা কিছু দেখিবে যবে,　　মনে হবে নাহি হবে,
　　—ভাবিবে কে আছে এর মাঝে?—
ক্ষুদ্র ধূলি মাঝে হেন,　　প্রাণের সংগীত কেন?
　　—এতে কি কাহার কিছু আছে?
পড়িতে-পড়িতে মনে,　　ভুলে চাবে যার পানে,
　　তাহাকেই করিবে আরতি ;—
সেই বুঝি এই তবে,　　এ স্বর উঁহারি হবে—
　　শুনেছিনু কোথায় সম্প্রতি।
ক্রমে সারা ধরাময়,　　হয়ে যাবে পরিচয়,
　　—আমারি গানের মাঝ দিয়া,—
যবে সব অবশেষ,　　রবে না অতৃপ্তি-লেশ,
　　—তখন আমারে নিও পিয়া!—
তখন তোমায় বঁধু,　　পিয়াব হৃদয়-মধু,
　　চাহিবে না আর কারো পানে—
চরাচর লুপ্ত হয়ে,　　মোদের নিভৃতে শুয়ে,—
　　—তুমি-আমি পূর্ণাঙ্গ মিলনে!

অর্ঘ্য
১৯০২

মন্ত্রহীনা

কি মন্ত্রে করিবে দীক্ষা হে গুরু আপনি?
নাস্তিক বলেও দেব করো না ভ্রূকুটি ;
হেস না দাম্ভিকা বলে চিরান্ধ রমণী ;
—প্রবেশিতে জ্ঞান-মার্গে শত বাধা ত্রুটি।
রাখ তব বীজমন্ত্র তুলিয়া অন্তরে,
তৃণ-চিহ্ন-হীন কোন বন্ধ্যা ভূমি তরে।
হে দেব! হেথায় নাহিকো স্থান। সর্ব আচ্ছাদিত ;
তৃণ-গুল্ম-লতা-তরু কণ্টকে আবৃত।
আমারে দেছেন দীক্ষা আপনি শর্বাণী।
নানা মন্ত্রে নানা তন্ত্রে সর্ব-পন্থী আমি।
প্রাবৃটে কভু আমি ধ্যানমগ্না, ঘোর ঘনচ্ছায়ে
নিরখি সে শ্যামা, বামা মুক্তকেশী মায়ে।
চক্‌মক্‌ তক্‌তক্‌ দীপ্ত তলবার,
পিছনে এলানো কেশ—প্রলয় আঁধার।
গুড়-গুড় গুম-গুম পদ-শব্দ শুনি
উল্লাসে নাচিয়া উঠে হৃদয়-শিখিনী!
কখন ফাল্গুন-দিনে যমুনার কূলে
হেরি রাধা-শ্যাম-বামে চম্পক-দুকূলে।
রুনিঝুনি রুনিঝুনি নুপূর-শিঞ্জিনী,
হৃদয়ের কুঞ্জে-কুঞ্জে জাগে বংশীধ্বনি।
কভু সুশুভ্র চামর কাশ দুলি পথে-পথে
সারদার আগমন সূচিছে শরতে।
কনক-বরণ-ছটা দিগন্তে বিকাশ,
দশদিকে বিকীরিত দীপ্ত চন্দ্র-হাস।
দক্ষিণে ইন্দিরার পদতলে পূর্ণ বসুন্ধরা
চম্পক-বরণ-দ্যুতি হরিত-অম্বরা।
বামে রক্ত-শতদল-দামে শ্রীপদ দুখানি,
শুভ্র-কুবলয়-কান্তি চারু বীণাপাণি!

প্রসন্ন ললাটপটে দীপ্ত জ্ঞান-জ্যোতি,
মোহ-ধ্বান্ত-বিনাশিনী দেবী সরস্বতী।
কবিতা-কমল-গন্ধে পূর্ণ দিক-দশ,
লোলুপ মানস-ভৃঙ্গ বাঞ্ছিত পরশ।
কভু হেমন্তে নিরখি আমি বরাভয়দাত্রী
দারিদ্র্যনাশিনী দুর্গা দেবী জগদ্ধাত্রী,
ধৃত মাঙ্গলিক শঙ্খ ;—ধ্বনিত অম্বর
চারিদিকে প্রসারিত কল্যাণ সুকর।
শীতে সুশুভ্র তুষারমাঝে হিমাদ্রিশিখরে
বিমল-রজত-কান্তি হেরি যোগেশ্বরে।
রুক্ষ জটাজুটজাল পড়েছে প্রসারি,
ঝরঝর প্রবাহিত মন্দাকিনীবারি।
ধুইয়া চরণ-যুগ্ম বহিছে নির্মলা,
ভৈরব-পিণাক-ঘোষে ভীতা দিক্‌বালা।
নিদাঘেতে তীব্র দীপ্তি পূর্ণ জ্যোতির্ময়ে
নেহারি মানসনেত্রে নির্বাক বিস্ময়ে!
স্তম্ভিত নিস্তব্ধ দিবা কুলায়েতে পাখি ;
প্রকৃতি ধেয়ান-মগ্না, অবিচল শাখী।
পুরুষ-প্রকৃতি দ্বৈত-অদ্বৈত পূজক
আমি শৈব, আমি শাক্ত, আমি সে বৈষ্ণব
—কি মন্ত্র আমারে দেব! দেবে অভিনব!

আষাঢ়ে

এই কি আষাঢ় সেই প্রিয়দরশন,
বাতায়নে বসি যার নয়নে-নয়ন
নিক্ষেপিয়া দেখিতাম—কত কি কাহিনী!
অতীতের দ্বার-পাশে বসি বিরহিণী
গনিছে কুসুম ধরি বিরহের দিন ;—
—প্রভাতের শশিলেখা যেমন মলিন।
অলক আগগুলম্বী পড়িয়াছে ঝুলে,
সরাইছে বার-বার চম্পক অঙ্গুলে।
প্রথম আষাঢ় দিনে বিরহী উন্মনা
সহিয়া বিচ্ছেদ-ক্লেশবিহীন চেতনা।

যুক্তকরে সানুনয়ে জলদের পাশে,
কত ভিক্ষা করে যেতে প্রিয়ার সকাশে।
গুরু-গুরু গরজন, দামিনী-চমক,
ঘন আঁধিয়ার নিশি ; ভীষণ ভুজগ
তমস্বিনী অগ্নি-জিহ্বা মেলে বার-বার ;
জগত করিছে গ্রাস করাল আঁধার।
পঙ্কিল কানন-বীথি ; শঙ্কিতচরণা,
মুখর মঞ্জীরে রামা করিয়া তাড়না
ফেলে দিয়ে যায় রোষে দ্রুত পাদচারে,
প্রেম কি পিছলে পদ ত্যজে অভিসারে?
অনাহূতা গুণমুগ্ধা সলজ্জা মধুরা
প্রিয়-দরশন-লুব্ধা বারবধূ বরা,
চারু-প্রাবারক-গাত্রা বিবশা কম্পিতা,
গুরু গরজিতা নিশি মিলন-সূচিতা।

কবির প্রতি কবি-প্রিয়া

হে কবি,
একা এ নির্জন ঘরে, এ বাদল ঝরঝরে,
না জানি সে কি তোমারে দিতে সাধ যায়!
তোমার অতৃপ্তি-ক্ষুধা মিটাতে সে কোন সুধা
আনিয়া আহরি প্রিয়! পিয়াব তোমায়!
ঘন ঘনচ্ছায়ে ঘোর, আকুল অনন্ত মোর,
নব-রূপে চাহে বঁধু সঁপিতে আপনা ;
বিলসে বিদ্যুৎশিখা, ত্যজহ অলস-লিখা,
দূর-দূর কর কলপনা!
ওই যে প্রান্তরভূমে আকাশ পড়েছে নুমে
মিশেও মেশেনি দুটি তৃষার্ত অধর—
হে আমার প্রিয় পাখি, ওই লাজ-বাধা মাখি,
মোরে কি নবীন করি করিব গোচর?—
কিবা, ঘনশ্যাম নীপকুঞ্জে নব-শ্যাম তৃণপুঞ্জে
ডুবাইয়া শ্যামল অঞ্চল,
মাজিয়া এ শ্যাম কায় শাঙন-দিবার প্রায়
করে দিব তোমারে বিহ্বল!

কিবা, ওই বাতায়নে পশি এই কৃষ্ণ কেশরাশি
খুলি তরঙ্গিয়া দিব তিমির নির্ঝর,—
তাহা হতে লয়ে মসি, তুমি গো লিখিবে বসি,
বরষা-মঙ্গল-গীতি, ঘন ঘনতর!
নীরদ সোপানাবলী, অতিক্রমি যাবে চলি,
অভিমানে গরবিনী সপত্নী কল্পনা!
আমি মোর রাজ্যমাঝে প্রবেশি নবীন সাজে,
রচিব নবীন উৎস নবীন জল্পনা!—
নিঃশেষে করিয়া পান ধরিবে নবীন গান
গুরু-গুরু গম্ভীর মেদুর ;
চকিত জগৎবাসী চমকি চাহিবে আসি,
বিসারি অলস হাসি, বিলাস-বধূর!
রহি অন্ত-অন্তরাল, দিব সঁপি রুদ্রতাল,
বাজিবে গো মদৃঙ্গ গভীর ;
হয়ে সে আরাবাক্রান্ত, টুটে যাবে বাহু-বন্ধ
দূরিবে অধর-দ্বন্দ্ব লাজে দম্পতির!

চিত্রাঙ্কনে

অয়ি তন্বী শুচিস্মিতা, হে সুন্দরী অনিন্দিতা,
অয়ি মম আলেখ্য-লিখিতা!
অঙ্গে-অঙ্গে স্নেহ-আঁখি, বর্ণ সাথে গেছে মাখি,
অয়ি মম স্বহস্ত-গঠিতা!
ঘসি-মাজি সারাদিন, সদা শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন,
ঘুরে-ফিরে দেখি বার-বার।
কেমনে বুঝাব কায়, কি মমতা তারে হায়,
মানসী দুহিতা সে আমার!
জননি! তোমারে স্মরি, ঝরে আজি অশ্রুবারি,
মুছে যায় আলেখ্য আমার ;
হলেও কুরূপা কালো, মায়ের নিকটে ভালো,
মা বিনে বুঝিবে কেবা আর!
এই যে সুন্দরী ধরা, সুনীল সাগরাম্বরা,
নবগ্রহ জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ;
নরমুখ, বন্ধুজীব, শিখী, শশী, সরীসৃপ,
স্রষ্টা-চক্ষে সমান সকলি!

ধুলা

কোন্ ঐন্দ্রজালিকের অস্থি-অবশেষ
কহ তুমি, লো কণিকে, মোর কানে কানে!
সমীর-বাহিনী তন্বী, কে না তোমা জানে?—
উড়ে-উড়ে কর সদা কাহার উদ্দেশ!
কোথায় এ হেন স্থান নাহি যথা গতি?
প্রকাশ্য নিবাস পথে ; যাও পায়-পায়—
ঘৃণাভরে ফেলে ঝেড়ে কেবা না তোমায়!
নিরভিমানিনী! অয়ি, তবু কর স্থিতি
লুকায়ে গৃহের কোণে ; অযত্ন-লালিতা!
দরিদ্র বালিকা-মতো ধনীর ভবনে ;
দীনেরো কুটিরে তুমি নহ সম্মানিতা!
লো মলিনা! ওই তব মলিন বসনে
ঢাকা যে সৌন্দর্যরাশি, বিশ্বানুলেপনা,
মোরা বিজ্ঞ, মোরা অজ্ঞ! চিনেও চিনি না!
জগত-জননী-রূপা! তোমারে সে চিনে
স্বভাব-দীক্ষিত শিশু ;—মহানন্দমনে
মাখে কায় নিয়ে তুলে অঞ্জলি-অঞ্জলি ;—
নগ্ন অঙ্গে কিবা শোভা ধর তুমি ধূলি!
সর্বাঙ্গে বুলায়ে কর দাও সাজাইয়া ;
নেহারি সন্ন্যাসী-নাগা মুগ্ধ হয় হিয়া!
বাল্যসখী, চিনি তব মধুর মুরতি,—
করিয়াছি একদিন সাদরে আরতি!
আদ্যন্ত-রূপিণী তব মহিমা অশেষ,
অবসান তোরি মাঝে সর্ব গর্ব-লেশ!

কবি-যশ

পলে পলে মরি এ মরজীবনে ধরে যে জীবিত-নাম
তারে কি জীয়াতে পারে লো সজনী! কবির অমর নাম?
বেদনার রাশি, পরিখার সম, প্রাণ যার আছে ঘিরি,
আসিয়া কল্পনা দূরে যায় সরে চেয়ে-চেয়ে ফিরি-ফিরি ;
পিঞ্জরের পাখি, প্রভাতে-প্রদোষে, গাহে লো বেদনা-গান :-

তারে যথা, সই সাজে নাকো—তথা আমার এ কবি-নাম!
স্বাধীন হৃদয় শুধু বিড়ম্বনা নারীদেহে ওরে সখী,
আপনার মাঝে ডুবিয়া আপনি, পরখি দেখিও দেখি।
চির বসন্তের ভাতি কারো প্রাণে থাকে যদি ধরাধামে,
তাহার শিরস সাজুক সজনী, কবির অমর নামে।
এই বোঝা লয়ে, এই ব্যথা বয়ে, ত্বরিতে চলিয়া যাই,
নাম-ধাম কিছু চাহি না সজনী, যদি পথে দেখা পাই।

স্মৃতিমন্দির

নাহি বটে সম্রাটের ধন-রত্ন স্তূপীকৃত,
যাহে রচি মমতাজ ভূমিস্বর্গ অতুলিত ;
যতনে স্থাপিত করি ক্ষুদ্র বর তনুখানি
মৃত্যুরো মাঝারে তুমি রবে হয়ে রাজরানী ;
নেহারিয়া মর্তজনে ভাবিবে বিস্মিত হয়ে
কোন বিশ্ববিমোহিনী শিল্প-পারিজাতে শুয়ে!
তবু যাহা আছে মোর, হলেও তা সামান্যত
বালিকা-লীলার ক্রীড়াগৃহ হবে মনোমত ;
নব-অশ্রু-মুক্তাহারে বেঁধে দিব কেশভার,
থাক মোর অন্তঃপুর লীলাবতী মা আমার!

তুমি

সকল হৃদয়ে বেঁধেছ ঘর,
সকল চিত্তে প্রসারি—
কিবা ক্ষুদ্র কূপ, তড়াগে পল্বলে,
দিগন্ত-প্রসারী নীল সিন্ধুজলে,
সমান ও-দীপ্তি সকলেতে ঝলে,
কে তুমি হৃদয়-বিহারী!
আমি ভালোবাসি চিত্ত আপনার,
ভালোবাসি তাই হৃদয় সবার,
ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, এ চিত্ত-আগার
বুঝিবারে শুধু না পারি!

ভূলোক, দ্যুলোক, গ্রহ, পারাবার,
সবই তো ধরেছে নিখিল-সংসার,
তবুও দরিদ্র আবার ও আবার
আরো নিতে কর প্রসারি!
বিচিত্র ও চিত্ত-রহস্য মধুর,
কোথা যেতে চাই, শেষ কতদূর,
যেতে পারি কিবা না-পারি!
না-পারি বুঝিতে যদি একবর্ণ,
আশা আছে তবু ছাড়িব না কর্ণ,
ঝটিকা তুফানে হয় হবে মগ্ন,
—নহে পাবে তীর এতরী!
মোহ-যবনিকা তোমারে ঢেকেছে,
দেখিতে না-পাই থাকিলেও কাছে,
শুধু তৃপ্ত হই ভাবি আছে, আছে
মোর ঘরে প্রিয় আমারি!

ভিক্ষা

নির্বাণ মুক্তি দিও না আমারে
মোহান্ধ রমণী আমি,
সুন্দর এ-ধরা ফিরে-ফিরে মোরে
দিও হে জগৎ-স্বামী!

এমন সুন্দর করিবে আমারে,
মোর রূপে ধরা দিতে পারি ডরে—
সৌন্দর্যের মাঝে নিবসি তোমারে
হেরিব দিবস-যামি।

হেন প্রসারিত করি হৃদি মম,
ধরে তাহে তব ও রূপ-অসীম,
তোমারে লইয়া হে অন্তরতম
সদানন্দে মঠে বিহরি ;—

নির্বাণ-মুক্তি দিও নাকো মোরে
—হে প্রিয়, হে চিত্তবিহারী!

কেড়ে লও

লও-লও কেড়ে লও যা কিছু আমার আছে,—
নহিলে এ-মুগ্ধ হিয়া পারে নাকো যেতে কাছে।
লও-লও কেড়ে লও যা কিছু আমার আছে!

এ দুটি নয়ন মম দাও গো আঁধার করে—
নহিলে তোমার রূপে পারে না যে যেতে ভরে!
লও-লও কেড়ে লও যা কিছু আমার আছে,
নহিলে এ মুগ্ধ হিয়া পারে নাকো যেতে কাছে !

অতুল ঐশ্বর্য ভরা বিচিত্র এ-বসুন্ধরা
মোহিয়া এ-মুগ্ধ হিয়া তোমারে ফেলিছে পাছে ;
লও-লও কেড়ে লও যা কিছু আমার আছে!

স্বর-মুগ্ধা মৃগীসম মুগধ হৃদয় মম
ব্যাধের বাঁশরি-রবে হের গো গিয়েছে ভুলে!
—বিস্তৃত বাগুরা ওই পথ-তরু-মূলে-মূলে ;
লও-লও কেড়ে লও যা কিছু আমার আছে,—
নহিলে এ-মুগ্ধ হিয়া পারিবে না যেতে কাছে!

জানাজানি

আমি যে তাহারে স্বপনেতে চাই,
কেমনে সে কথা জেনেছে?—
নয়ন-কাজলে লিখিয়া লিখন,
সে যে নীল-নব-ঘনে ছেপেছে!
তাই থাকি চেয়ে গগনের পানে,
পড়ি শতবার সজল নয়নে,
সকলি লিখেছে কেনই কে জানে—
নিশানটি শুধু ভুলেছে!

স্বদেশিনী
১৯০৬

আশীর্বাদ

এস শিরে লয়ে আশিস মাতার
পর আঁটি অঙ্গে বর্ম একতার
ধরহ একতা কিসের ভয়
সাহস যাহার তাহারি জয়।
ভেরি শঙ্খনাদে করি ঘোর ধ্বনি
জাগায়ে নিদ্রিতে কাঁপায়ে অবনী
নবীন আশার রোলে
দ্রুত আয়-আয়-আয় চলে—
যেমন ঝটিকা ধায়।
(নহে মলয়ার বায়)
যেমন জ্বলিয়া শিখা
মুহূর্ত-মাঝে বিনাশে নগর-গ্রাম ;—
শুধু ধূমে হয়নাকো কাম।
তাই এতদিনে যদি ফুটেছে নয়ন
মনের মাহাত্ম্য কর না নিধন
কারো কাছে কভু ;— প্রাণ কিবা ধন--
যদি স্থাপিবে জগতে বাঙালি নাম।

রাখী-সংক্রান্তি

আজি কি শুভদিন আইল
চির মনোরথ পূরিল ;
মা তোমার কোটি-কোটি পুত্রগণ
ছিল মোহ-নিদ্রাভরে বিচেতন
আজিকার নব-তপন-কিরণে
সবে আঁখি মেলি জাগিল।

পূজিতে তোমার পুণ্য-চরণে
সমবেত সবে দেখ একসনে
মা-মা-মা-মা বলে বিদারি গগনে
হের আঁখি নীরে ভাসিল।
কই মা কোথা মা রাজ-রাজেশ্বরী
কি ভ্রমে আছিনু তোমারে পাসরি—
কোলে নে মা নে মা আর ভুলিব না
বলিয়া চরণে লুটিল।

অঙ্গচ্ছেদ

কে বলে ভেঙেছে অঙ্গ ভেঙেছে মোহের বাসা,—
জাগিয়া উঠেছে বঙ্গ-হৃদয়ে তরুণ আশা।
ভেঙেছে ঘুমের ঘোর
নিরাশ বিলাস-চোর
ঐ উদিত সুখের ভোর—কাকলী নবীন ভাষা,
কে বলে ভেঙেছে বঙ্গ ভেঙেছে মোহের বাসা।
তবে ঘৃণিত বিলাসবাস চরণে দলিয়া সই
কল্যাণী নবীন সাজে সাজালো মঙ্গলময়ি।
দাও প্রবাহিত ক্ষতে অমৃত-প্রলেপ-স্নেহে,
কোমল শীতল কর বুলাও পীড়িত দেহে :
ধোয়াও নয়ন-নীরে মায়ের বেদনা অই,
দেহ শক্তি সঞ্চারিয়া অঙ্গে-অঙ্গে শক্তিময়ি।
দেহ-দেহ নবশিক্ষা নবমন্ত্রে লহ দীক্ষা
ভুলাও ভারতে ভিক্ষা, দেহ-প্রাণে নব বল,
দুখিনীর দুখনীর মুছাইতে চল-চল।
শুত সুত শত সুতা
হইলে সেবা-নিরতা
মুহূর্তে দূরিবে ব্যথা, আসিবে নবীন বল,
মায়ের আশিসে হবে গৃহে-গৃহে সুমঙ্গল।

রাখীমন্ত্র

(১)

আজিকার দিনে স্মরিয়া মায়ের মুখ,
হরিষে-বিষাদে বাঁধিনু মঙ্গল-রাখি ;
পূতচিত্তে শুভক্ষণে ওই ভুজমূল,
অচ্ছেদ্য বন্ধনে ; হিন্দু-মুসলমান ভুলি
যে আশায়—দৃঢ়তম—অটুট রহুক
সেই ভ্রাতৃত্ববন্ধন ; এ প্রার্থনা চির,—
কর্ম্মক্ষেত্রে যেন এই পবিত্র বন্ধন
দানে সদা বজ্র-শক্তি ও বাহুযুগলে

(২)

অনুপমা আর্যবামা করহ স্মরণ!
কর মনে দ্রৌপদীর বেণীবাঁধা পণ।
কঠিন পণের গুণে
সাবিত্রী শমনে জিনে
কেমনে দানিয়াছিল মৃতের জীবন ;
ব্রতশীলা আর্যবালা আছিল কেমন!
রণে ভঙ্গ দিয়ে পতি
ফেরে শুনে আর্যসতী
করেছিল পুরদ্বারে অর্গলযোজন!
কর মনে দ্রৌপদীর বেণীবাঁধা পণ!
সেদিন স্মরণ করে
সে ব্রত হৃদয়ে ধরে,
ঘরে-পরে সমাদরে করহ প্রেরণ
সুপবিত্র স্নেহসূত্র রাখীর বন্ধন।
ভুলি হিন্দু-মুসলমান
প্রীতিসূত্র কর দান ;
বাঁধ সূক্ষ্ম সূত্র-মূলে বিরাট জীবন।
কর মনে দ্রৌপদীর বেণীবাঁধা পণ!

বঙ্গভঙ্গে কৃষকের গান

ঐ ভরা গাঙে এসেছে জোয়ার
ও ভাই ঝট চলে আয়, আয় কে যাবি পার।

ওঠে উঠুক বাতাস ভয় কি তাতে
এবার পাকা মাঝি আছে সাথে
তার আশার পশরা মাথে ওরে দুগুণো ব্যাপার—
ঝট চলে আয়—আয় কে যাবি পার।
'বদর' বলে নৌকা খুলে সাহস-পালে যাব চলে
দাঁড়িয়ে আর থাকব না কূলে লেগেছে বেজার।
ওরে দুপুর-রোদে ফাটিয়ে মাথা সার হয়েছে ছেঁড়া কাঁথা
মরে অনাহারে বৃদ্ধা মাতা—বলবো কত শুনবি কি আর ;
ও ভাই ঘরের লক্ষ্মী পরকে দিয়ে ঘুরে বেড়াই দুয়ার-দুয়ার।
এবার পণ করেছি শোনরে মিতে ঘুরব না আর পথ-বিপথে
পাবই অন্ন আধেক রাতে—চিনির বলদ নয়কো এবার!

শ্যামাসংগীত

মা বলে কে ডাকবে তোরে
করালিনী তুই রে কালি।
মা হলে সন্তানের বুকে
ঢেলে দিতিস এমন কালী!
লোল-জিহ্বা-ভয়ঙ্করী
কি দিয়ে তোর পূজা করি :—
ভয় পেয়ে ত্রিপুরারি
দেছেন পদে অঙ্গ ঢালি!
সংহার-রূপিণী তুমি
সংহার এ কর্ম-ভূমি ;—
রক্তবীজে বধেছিস তো
জন্মবীজে পারিসনে খালি!

সমুদ্র-গর্জন শ্রবণে

বহুজনাকীর্ণ স্থানে বহু সংঘর্ষণে
উঠে যে হলাহলধ্বনি, লয় মোর মনে
এও তাই। সহস্রের ঘাত-প্রতিঘাতে
সমুত্থিত ও কল্লোল মিশেছে তোমাতে।

বিপুল তরঙ্গ-ভঙ্গে শত স্রোতস্বিনী—
তারি ঐকাতন। তারি ও মহারাগিণী
ধ্বনিত হতেছে চির-নীলাম্বরতলে ;
মহাছন্দে মহাবাণী গর্জিয়া উথলে।
শত উন্মাদিনী যেন মিলে একস্থানে
নাচিছে উত্তলি বাহু, তাণ্ডব নর্তনে
হারাইয়া দিগ্বিদিক ; ফেন-শুভ্র হাসি
তরঙ্গে-তরঙ্গে ছোটে উচ্ছ্বাসি-উচ্ছ্বাসি ;—
এমনি প্রচণ্ড নৃত্যে নারী গরীয়সী
নেচেছিল ঝান্সির শ্রেয়সী মহিষী।
অমনি ভৈরবনৃত্যে অমনি নির্ভীক,
মেতেছিল একদিন মহারাষ্ট্র শিখ ;
তোমারি তোমারি কাছে, উন্মত্ত পাথার,
শিখেছিল ওই নৃত্য তেজস্বী, তাতার ;
একদিন ওই নৃত্য ওই মহাগান
শিখেছিল পরে-পরে সারা হিন্দুস্থান।
আজি তারা নিদ্রামগ্ন।— কি অভিসম্পাতে
জাগে না হৃদয় আর ওই মহাঘাতে।
ওই গান ওই তান না শিখায় কারে
একতার পরাক্রম অবনী-মাঝারে!
অমনি উন্মাদনৃত্যে চমকিয়া ব্যোম
নেচেছিল ভীম গ্রীস ; মহাভূমি রোম।
চলেছে তোমার নৃত্য চির-অবিরাম ;—
তারা আজি সুপ্তক্রোড়ে লভিছে বিশ্রাম।
নাহি কি ও-কণ্ঠে তবে সেই উন্মাদনা ;
ওই নৃত্যে আজি আর নাচিয়া উঠে না
গগন কম্পিত করি?—মহাঘোর রোলে
শুধুই ও ব্যর্থ বাণী নিয়ত উথলে।

সমুদ্র-দর্শনে

আজি সুবিমল পুণ্য প্রভাতে
হেরিনু তোমারে দিগন্তসীমাতে,
রাঙা-রবি-টিপ পরিয়া ভালেতে,
গোলাপি বসনে সাজি ;—

কণ্ঠে দল-মল শুভ্র মালিকা,
আবদ্ধ কুন্তলে তরঙ্গ-জালিকা,
নৃত্য-চপলা মুখরা বালিকা
বাহু তুলে নাচ সাজি ;
—চঞ্চলা বালিকা আজি।

মধ্যাহ্নে হেরিনু যুবতী সুন্দরী,
পরি ঘনঘোর স্নিগ্ধ নীলাম্বরী,
ছড়ায়ে দিগন্তে সুনীল মাধুরী
নীরদ-কুন্তল মাজি ;

স্ফীত-হৃদয়া, পুলক-বিবশা,
গুরু-গম্ভীর-নিনাদ-সরসা,
সিক্ত-সৈকত-লিপ্ত-রভসা
উদ্বেল তরঙ্গ-রাজি ;
—প্রমত্তা তরুণী আজি।

সুখ-চঞ্চল-ঊর্মি-অধীরে,
স্ফীত অঞ্চল লুণ্ঠিত তীরে,
তাল-রসাল-রাজিত-তীরে,
চলিয়াছে ডাকি-ডাকি ;
—ফিরে-ফিরে, থাকি-থাকি।

হেরিনু নিশীথে মোহিনী অমরী,
তারকা-কুসুমে খচিত-কবরী
মিলিত-চন্দ্রমা-পূর্ণিমা-শর্বরী
নেহারি হরষে দুলি ;

কনকাম্বর ঝলমল অঙ্গে,
কৃষ্ণা-কাবেরী-গোদাবরী সঙ্গে,
ভূষিত সু-অঙ্গ হীরক-তরঙ্গে,
চলেছ গরবে ফুলি—
বাসর জাগিতে সাজি ;
—প্রৌঢ়া গৃহিণী আজি।

৪

দেখিনু বালিকা, দেখিনু তরুণী,
দেখিলাম তোমা প্রৌঢ়া গৃহিণী,
চির-চঞ্চলতা মুহূর্ত ছাড়েনি—
গ্রথিত সে যেন অঙ্গে!

অব্যক্ত ভাষায় ব্যক্ত কোন বাণী
চাহিছ করিতে,—অয়ি সুভাষিণি!
কি বলিছ নরে হে নীল-অঙ্গিনি!
ডাকিয়া তরঙ্গভঙ্গে,
নিনাদি শত মৃদঙ্গে?

এমনি চঞ্চল জীবন বারিধি,
নাহিকো এমনি আশার অবধি,
হেন ভীম স্রোত বহে নিরবধি ;
সতত দুরাশা-কূলে ;

এমনি উদ্দাম, এমনি তরল,
এমনি সফেন, এমনি প্রবল,
এমনি ছুটিয়া করি কল-কল,
লুটিয়া বেলার কোলে,—
ঘুমায়ে পড়িবে ঢলে!

জলধি

এ ঘোর আবেগ-রাশি অর্পিয়া তোমার বুকে
নিশ্চিন্ত আছেন যিনি গভীর সুষুপ্তি-সুখে,—
তাঁরে কি জাগাতে তব এ গুরু-গর্জ্জন-গান?
চিরদিন চিররাত্রি নাহি তিল অবসান!
উদ্‌গীরিত ফেনরাশি যেন কার্পাসের মেলা,
আছাড়িয়া ক্ষোভে-রোষে আস্ফালিয়া ভাঙ বেলা ;
উত্তাল তরঙ্গরাশি ছুটে এসে মাথা কুটে
নিষ্ফল আক্রোশে ফুলি শৈলপাদে পড়ে লুটে।
অচল-অটল গিরি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া,
গর্জ্জনে-ক্রন্দনে শত গলে নাকো বিন্দু হিয়া!
দুরন্ত বালিকা যেন হস্ত-পদ আছাড়িয়া
কভু কাঁদ, কভু হাস, কভু পড় লুটাইয়া!
অটল ভূধর স্থির,—স্থবির জনকসম
অকম্পিত ; দেখে চেয়ে মনোরম পরাক্রম।
প্রশান্ত মাতার সম ও তব উৎপাত-খেলা
অবিরাম-অবিশ্রাম সহিছে জননী-বেলা!
কিবা তুমি উন্মাদিনী ;—কে কৈল পাগল তোরে?
প্রশান্ত গম্ভীর হিয়া কে দিল চঞ্চল করে?
সুনীল দিগন্ত ওই সাদরে বেষ্টিয়া হিয়া
দিয়াছে সুনীল হৃদে নীল হৃদি মিশাইয়া,
তবু তুমি উন্মাদিনী! কি চাও—কাহারে পেতে?
সুনীল অঞ্চলে তোর শিশু রবি উঠে প্রাতে —
প্রদানে কিরণ-রাশি ; পুলকে জগৎ ভোর ;
তাই মর মাথা কুটে—ধরণী সপত্নী তোর!
ছুটে এস গ্রাসিবারে শত-শত ফণা তুলি।
সপত্নী-বিদ্বেষে শেষে উর্মিলে! উন্মত্ত হলি!
কিবা, আজো দেবাসুরে মন্থন করিছে তোরে ;
প্রোথিত মন্থন-দণ্ড নীলগিরি—নীল-নীরে ;—
তাই উত্থিত ঘর্ঘর ঘোর বিকীরিত ফেনোচ্ছল!
উন্মত্ত-অধীর তাই প্রশান্ত সুনীল জল!
অমরে অমৃত দিলি,—নীলকণ্ঠে হলাহল ;
রত্নময়ী সুনীলে গো! মানবে দিলি কি বল্‌?

আমাদের কুটির

আমাদের কুটিরখানি সমুদ্রের ধারে—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ওপারে।
ভোরের বেলা উঠলে রবি শত রঙ্গের মেলা ;
ইন্দ্রধনু-বসনখানি পরেন রানী-বেলা!
শুভ্র ফেনের আঁচলখানি গরবেতে ফুলে,
কূলে-কূলে দুলে-দুলে লুটায় পদমূলে।

আমাদের কুটিরখানি সমুদ্রের ধারে—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ওপারে।
আঙিনার সম্মুখেতে বিস্তারিত বেলা,
তরঙ্গিত বালুর স্তূপে কড়ি-ঝিনুক-মেলা ;
ছোট-বড় গণ্ডশিলা পড়ে জলের তীরে,—
করী যেন করভ সাথে নেমেছে নীল নীরে।

আমাদের কুটিরখানি সমুদ্রের ধারে—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ওপারে।
ঘন তালী-বনের মাঝে সরু পথের রেখা,
সুন্দরী-সীমন্তে যেন সিন্দুরের লেখা।
বাতাস সদা মাতাল যেন উঠে পড়ে ছুটে,—
নারিকেলের কুঞ্জগুলি আকুল মাথা কুটে!

আমাদের কুটিরখানি সমুদ্রের ধারে—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ওপারে।
ধীবরের নৌকাগুলি কালো টিপের মতো
ঢেউয়ের সাথে লুকোচুরি খেলছে অবিরত ;
উপলে রচিত গুহা—ঢেউয়ের তীব্র বেগে,
তারি মাঝে বসে-বসে স্বপ্ন দেখি জেগে।

আমাদের কুটীরখানি সমুদ্রের ধারে—
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ওপারে।
ধু-ধু-ধু-ধু বারি-রাশি, হু-হু হু-হু গান ;—
তারি মাঝে হারিয়ে ফেলে মুগ্ধ-সরল প্রাণ,
অন্য-মনে থাকি চেয়ে,—বালুর 'পরে বসে ;
মাথার উপর ফুটে তারা, সন্ধ্যা নেমে আসে।

নিরাভরণা

কি হেতু কাঁদিস মাগো, লুটায়ে ধরণী!
তপ্ত অশ্রু, ঘন শ্বাস,
আলু-থালু কেশপাশ,
ঘন বক্ষে করাঘাত, যেন উন্মাদিনী ;
কি হেতু কাঁদিস মাগো, লুটায়ে ধরণী।
পিতা মম অধোমুখে,
চেয়ে না দেখেন মুখে,
বিন্দু-বিন্দু অশ্রু-কণা নিষিক্ত মেদিনী!
দুয়ারে দাঁড়ায়ে তাঁর কন্যা আদরিণী!

কি লাগি কাহার তরে এত হাহাকার!
বলয়, নূপুর, দুল,
স্বর্ণহার, কর্ণ-ফুল,
এত কি অমূল্য মাগো, কত মূল্য তার ;—
কি লাগি কিসের তরে এত হাহাকার?
সাজায়ে দেছিলি গো মা, মঙ্গল-বাসরে
রাশি-রাশি অলঙ্কার,
সুরভি কুসুম-হার,
লালসার রাঙা সুতা বেঁধে দিয়ে করে,—
ফেলেছিলি বাসনার অতল গহ্বরে ;
আচ্ছাদনবস্ত্রতলে,
হুলু-শঙ্খ-কোলাহলে,
দেছিলি পরায়ে গলে পরশ-মানিক ;
সে দিনো তো কেঁদেছিলে,—মাতৃস্নেহে ধিক!

আজি এ-রোদন কেন আবার জননী!
তোমার স্নেহের নীড়ে
কন্যা তোর এল ফিরে,
দেখিছ না চেয়ে ফিরে কি হেতু নন্দিনী?
আজি এ-রোদন কেন আবার জননী!

আঁখি মুছে উন্মাদিনী! চেয়ে দেখ মুখে,—
মণ্ডিতা দুহিতা তব কোন শুভ্রালোকে!
পতিত স্বর্গের ছায়া হৃদয়-আকাশে,

পূত পারিজাত-গন্ধ বহে শুভ্রবাসে ;—
কুণ্ঠিতা-লুণ্ঠিতা কেন পতিতা-ধরণী?—
উঠে ত্বরা নে মা কোলে, অনিন্দ্য-নন্দিনী।
শুভ্র তনু, শুভ্র বাস, এত কি বিষাদরাশ
আনে গো বহিয়া!
যে-দিন এ-তনয়ায় লভেছিলে শূন্যকায়,
শুভ্রবাসে পূত তনু সাদরে ঢাকিয়া,—
হেসেছিলে কত হাসি মুখ নিরখিয়া।
আজিকে দুহিতা তোর সেই শুভ্রবাসে
এসেছে আলয়ে তোর ;
—কেন এ ক্রন্দন ঘোর?—
কোলে লও স্নেহময়ী! সেই হাসি হেসে!

সমুদ্রস্নানে

ঘন ঘোর স্নিগ্ধ মেঘ ফেলিয়াছে ঘিরে,
আমি স্নান করিতেছি সমুদ্রের নীরে।
পশ্চাতে ধরণী পাতি স্নিগ্ধ-শ্যাম কোল ;
সম্মুখে প্রসারি বাহু সিন্ধু-উতরোল।
চির-মুগ্ধ রূপ-লুব্ধ কাহার হৃদয়
পারে সে থাকিতে স্থির এমন সময়?
প্রসারি অমল পক্ষ অর্ণবমরাল,
ভাসিছে সমুদ্রবক্ষে সুন্দর 'সি-গাল' ;
শ্রেণীবদ্ধ উড়িতেছে তরঙ্গ চুমিয়ে,
ছিন্ন শুভ্র পুষ্প-হার কে দেছে ভাসায়ে!
ছিন্ন করি জননীর স্নেহের বন্ধন
উত্তাল উচ্ছ্বাসে ওই দিতে আলিঙ্গন—
চাহিছে জীবন-বধূ ছুটিতে আমার,
লয়ে তার শত ছিন্ন কুসুমের হার।
প্রথম আষাঢ়ে এই নীল সিন্ধু-কূলে,
চাহিছে এ-শুভ্র বেশ ফেলিবারে খুলে।
মৃদু-মৃদু গুরু-গুরু সুগম্ভীর ডাক,
কে বরে কাহারে কোথা?—নিনাদিত শাঁক!
উন্নমিত করি মুখ শ্যাম-শষ্পাম্বরা

গরবিনি উপত্যকা, তুঙ্গপয়োধরা,
নিরখিছে স্নিগ্ধ-কান্তি নব-নীরধরে ;
বিলম্বিত করি তনু পয়োদ সাদরে
করিতে আনন্দে যেন আনন আঘ্রাণ,—
বাড়ায়ে দিয়াছে মুখ ;—মাঙ্গলিক গান
গাহিছে চাতক সুখে উড়িয়ে-উড়িয়ে,
নব জল-কণা-পানে পরিতৃপ্ত হয়ে।

মধ্যাহ্নে-সমুদ্র

সরিয়া গিয়াছে জল, মগন উপলদল—
হরিত শৈবালদামে আচ্ছাদিত অঙ্গ।
সারা নিশি করে স্নান তীর-বায়ু করে পান
রবির কিরণে এবে শুখাইছে অঙ্গ।
নীলমণিপ্রভ জল, সূর্য করে ঝল-মল,
সুনীল অম্বরে দূরে গিয়াছে মিশিয়া।
উভয়ে রাখিতে ভেদ সূক্ষ্ম এক রেখাচ্ছেদ
নীল পেন্‌সিলের দাগ কে দেছে টানিয়া।
বিস্তারি অমল পক্ষ, 'সি-গাল' লক্ষ-লক্ষ,
ভাসিতেছে শ্রেণীবদ্ধ তরঙ্গ-উপরে ;
যেন কোন নাগবালা বিচ্ছিন্ন-করবী-মালা
নিক্ষেপি গিয়াছে ডুবে সলিল-ভিতরে।
ক্ষুদ্র শুভ্র পাল তুলি ধীবরের নৌকাগুলি
ভাসিছে সুদূর নীরে রাজহংসপ্রায়।
হি-হি-হি-হি অট্ট-হাসি ছুটে এসে ফেনরাশি
আছাড়ি পড়িয়া তীরে ফিরিয়া পালায়!

পারাবার

শত হাস্য, শত গান, রোদন, বেদন
উথলিছে একধারে ; করিয়া বহন
ছুটিছে বিচিত্র-পক্ষ বিহঙ্গম—কাল!
বিচিত্ররূপিণী ধরা বৈচিত্র্যে মগন,
দেখাইছে খুলে-খুলে নব-ইন্দ্রজাল!

পার্শ্বে চিরপার্শ্বচরী, লাবণ্য বিক্ষেপ
অঙ্গে-অঙ্গে দৃপ্ত তার ; কি চারু ভঙ্গিমা!
কিছুই না দেখ চেয়ে, না কর ভ্রূক্ষেপ,
আপনে-আপনি মত্ত উন্মাদ-গরিমা!

উথলিছ, গরজিছ, ফুলিছ সক্রোধে,
অশ্রান্ত-অক্লান্ত ওই ঘোর উত্তেজনা
ভাঙিয়া ফেলিতে চায় বেলা-অবরোধে।
নিয়মের বাহুবন্ধ বুঝিতে চাহ না!

বলিছ কি সেই কথা ওহে পারাবার!
নিয়ত গর্জন করি মহাঘোর রোলে?
আমি জানি, জানি, কেবা বাঞ্ছিত তোমার,
ঐ সে আসিছে ওই ঘূর্ণিত-অঞ্চলে

আসীনা কঙ্কর-যানে ; রুক্ষ কেশজাল ;
উড়িছে ধূসরবর্ণে দিগন্ত প্রসাবি।
আসিছে ঝটিকা-বধূ সামাল-সামাল,—
লইয়া উচ্ছেদ হাতে, দিগন্ত আঁধারি।

মুহুর্মুহু বিক্ষেপিত কটাক্ষ-করকা,
ঘন-ঘন দীর্ঘশ্বাস দমকে-দমকে,
ঝাঁপায়ে পড়িল বক্ষে উন্মত্ত ঝটিকা!
অধীর-হৃদয় সিন্ধু বিপুল পুলকে!

যেমন প্রচণ্ডা মেয়ে, অজানিত ঘর,
উন্মত্ত ফেনিলোচ্ছল কূল-হারা বর!

খেলা

নগ্নদেহে সিন্ধুতীরে সুশুভ্র সৈকত 'পরে
ধীবরের বালা।—
ক্ষুদ্র ঝিনুকের তরী তরঙ্গে ভাসায়ে ধরি
অবিশ্রান্ত খেলা,—
উপকূলে, একা, সারাবেলা।

আহরি শৈবালদলে, শয্যা রচি কুতূহলে,
ক্ষুদ্র মীনে করায়ে শয়ন ;—
স্নেহভরে করে নিরীক্ষণ!
নয়ন শফরী তুল, পৃষ্ঠে একরাশি চুল,
কৃষ্ণ কণ্ঠে প্রবালের মালা ;
কৃষ্ণ প্রস্তরের গায়, ক্ষোদিত প্রতিমাপ্রায়,
উপকূলে বালিকা একেলা।
দূরে কৃষ্ণবিন্দুপ্রায়, জেলে-ডিঙি ভেসে যায়,
তরঙ্গের সাথে করে লুকোচুরি খেলা।
—ঝিকি-মিকি বেলা।
ভাসায়ে তরণী তার, পিতা গেছে পারাবার,
ফিরিবেক অবসানে বেলা :
খেলে তীরে বালিকা একেলা।
তীরে সিন্ধু কল-কল, ফেন-হাস্য খল-খল,
আঘাতি উপলদল ভেঙে ফেলে বেলা ;
অবিশ্রান্ত খেলা।

সহসা উদিল মেঘ, সাথে-সাথে বায়ুবেগ,
মুহূর্তেকে ছাইল আঁধার ;
গর্জিয়া উঠিল পারাবার।
চকিতা কুরঙ্গীপ্রায়, বালিকা চমকি চায়,—
ফুলিতেছে তরঙ্গ বিপুল ;
নৃত্য করে পাথার অকূল!

বালিকা দাঁড়ায়ে তীরে দেখিল, তরঙ্গ-শিরে
উত্তোলিত পিতার তরণী ;
প্রসারিত করি কর, আশ্বাসে ধীবর-বর,—
দাঁড়া মাগো,—যাইব এখনি।
বালিকা তুলিয়া কর ডাকিতেছে, আয় ঘর!
ডুবে গেল ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি ;
এল তীরে আছাড়ি তরণী!
প্রবল স্রোতের ঘায় ভাসিল বালিকা-কায়,—
পিতৃ-কণ্ঠ ধরিলা জড়ায়ে ;
ভেসে গেল খেলাঘর, পিতা-পুত্রী একত্তর
সৈকতেতে রহিল ঘুমায়ে!

লুকোচুরি

আমি, যেমন করেই পারি,
ধরিব তোমারে ধরিব,
ওগো গর্বিত কামচারী!
খুঁজিব তোমারে কক্ষে-কক্ষে,
গোপন নগন বক্ষে-বক্ষে,
কোথায় করিবে আপনা রক্ষে,
খোলা যে সকল দ্বার-ই,—
ওগো গর্বিত কামচারী!

বিবিধ বরণে মধুর ছন্দে,
উতল মধুতে, উথল গন্ধে,
প্রকাশ-কিরণ-পূর্ণ-চন্দ্রে,
হৃদয়-মানস-হারী ;
নবীন শাদ্বলে নীল সিন্ধুজলে—
সতত ও রঙ্গ-তরঙ্গ উছলে,—
প্রতীপ-সমীরে ধীরে-ধীরে-ধীরে
পরশে পরান চুরি।

শত অশ্রু-কণা, নিশির শিশিরে,
প্রবাহিত প্রেম-উৎস-নিঝরে.
ধ্বনিত বজ্রে, রণিত মন্দ্রে ;—
ধরিতে বলিছ ডাকি,—
দিয়া তমসে আবরি আঁখি!

প্রবাসে বর্ষা

পহেলা আষাঢ় আজি, মনে-মনে আছি আঁচি
আজি হবে ধরিতে লেখনী।
রাত্রে হয় নাই ঘুম, পেট ফুলিবার ধুম,
কতক্ষণে পোহায় রজনী!
পাশে খেলে ছেলে-মেয়ে. রাজপথে আছি চেয়ে,
চলে যায় পান্থ শত জন ;

বয়ালের 'বাণ্ডি' গুলি,   ঘুঙুর নিক্কণ তুলি,
ছুটে যায় রনন ঝনন্ ;
শ্বেত উচ্চৈঃশ্রবা যুড়ী   মাঝে-মাঝে চলে জুড়ি
শ্বেতাঙ্গিনী শোভি রাজপথ ;
শিরোভূষা শোভা কিবা,   ধবল মরাল-গ্রীবা-
'পরে, পুষ্প-চাঙারি বৃহৎ।
এরাই সে পুষ্পনারী   যেন পথে করে ফিরি,
লাবণ্যের সৌরভ অতুল!—
তুলনার একশেষ   এ দেশের কৃষ্ণ-কেশ,
তাও নেছে, সেবিয়া তণ্ডুল।
আষাঢ়ও ভুলিয়া নাই,   জলদ-উত্তরী তাই,
সারা অঙ্গে পরিয়াছে ঘিরে :
ভাবে বুঝি মনে-মনে   জগত-জানিত দিনে
কি দেখাবে প্রবাসী কবিরে!
উত্তুঙ্গ শিখর-শিরে   মেঘ নামিয়াছে ঘিরে,—
বপ্রক্রীড়া মত্ত নহে হাতি ;
যেন ওয়াল্টার শিরে   বরষা ধরেছে ঘিরে
ঘন-ঘোর নীল-আর্দ্র-ছাতি!
এ কি! কাহার ভবন-শিখী,   কেকারবে এল ডাকি
প্রাচীরের পাশ হতে উড়ে?
ক্রমে এসে বারান্দায়   তণ্ডুল-কণিকা খায়—
অনাহূত অতিথি আষাঢ়ে!

মৃদু গুরু-গুরু হাঁক্,   আষাঢ় ছাড়িল ডাক্,
বায়ু সাথে মেঘ আসে উড়ে ;
শানিত বিশিখ-পারা   বেঁকে পড়ে বৃষ্টিধারা
ধরা-অঙ্গে লক্ষ শর ফুঁড়ে।
স্ফুট-গিরিমল্লিকায়   সিঞ্চি নব-কণিকায়,
নয় এ গো বর্ষণ বিরল।
পান্থ, পান্থবধূ ছুটে   বারান্দায় আসে উঠে
আর্দ্র বাসে ঝরঝরে জল।
কোথায় সে যক্ষবধূ,   বিরহ-ক্লেশিত বঁধু,
যুক্ত-করে মেঘে অনুনয় ;
সিন্ধু করে ধরি গিরি   সারা ওয়াল্টেয়ার ঘিরি
পরায়েছে নিগড়-বলয়।
চকিত করিয়া বিশ্ব   ক্রমশ প্রচণ্ড দৃশ্য,
গড়-গড় কামানের গোলা ;

সমুদ্র আস্ফালি ছুটে, শৈলপাদে ঊর্মি লুটে,
দুরন্ত এ-দানবীর খেলা!
মৃদু-মৃদু সুমধুর কোথা বিয়োগীর সুর,-
মন্দ-মন্দ মৃদঙ্গ-নিক্কণ,
গাছপালা ভাঙে ঝড়ে, লেখনী খসিয়া পড়ে,
কড়-কড় অশনি-গর্জন।

সীমাদ্রি-শিখরে

গুরু-গুরু-গুরু দেব-দুন্দুভি
উঠিয়াছে নভে বাজি রে!
থমকি-চমকি চকিত তড়িৎ
দিকে-দিকে ছোটে নাচি রে!

লম্বিত ঐ শৈল-শিখরে
নীরদ-সোপানরাজি রে!
অমরা হইতে কে এল মরতে—
মন্দার-দামে সাজি রে!

ঝর-ঝর-ঝর ভৃঙ্গার-বারি
ঢালে দিগঙ্গনা হরষে,
ফুটিছে শিহরি কেতক, নীপ
কাহার চরণ-পরশে?

দেখ-দেখ-দেখ, কার কেশদাম
ঢেকেছে সকল দিগন্ত;
কার এ বিমল তনু-পরিমলে
সুগন্ধ ধরণী অনন্ত!

কাহারে নিরখি শিখিনী-শিখী
বহু বিথারি নাচিছে?
গম্ভীর-স্বরে প্রাবৃট-শঙ্খ
কলাপি-কণ্ঠে বাজিছে?

স্নিগ্ধ নীলিমা, চারু শ্যামলিমা
মধুর বরণ দৃশ্য রে!

কার তনু-ছায় ঘন নীলিমায়
ফুটিয়া উঠেছে বিশ্ব রে!

গুরু-গুরু-গুরু দুরু-দুরু-দুরু
হৃদয় আমার কাঁপিছে!
ঐ ঘন ঘন-মাঝে মেঘ-নির্ঘোষে
কে যেন আমারে ডাকিছে!

ঝর্ঝর-ঝর নির্ঝর-স্বর-
মুখরিত গিরি-অরণ্য,
চল আনি তুলি গিরিমল্লিকা
চারু চম্পক বরেণ্য!

নীল-লোহিত-পাটল-পীত
কুসুমপুঞ্জ সুরঙ্গ,
আলোক-ছায়া মিলিত কায়া,
যেন হরি-হর একাঙ্গ!

এই নির্ঝর-ধারে শৈলশিখরে
পূজিতে বর-সুন্দরে!—
গাঁথ সজনী! প্রসূনদাম,
গাঁথহ চারু ছন্দ রে!

নদীবধূ

তন্বী মনোজ্ঞা পর্বতবালিকে,
কর্পূর-ধবল-মরাল-মালিকে,
জলবেণীরম্যা, গুণ্ঠিত নিচোলে
রাজত-নদীবধূ সৈকত ধবলে ;
অয়ি, তরঙ্গানিল-কম্পিত-দুকূলা,
মৃদু-কল-কল্লোল কিশোরী সুশীলা,
ঝর্ঝর নির্ঝর-সুপুষ্ট-দেহা,
কাহে বিস্মরি কিশোরী ভূধর লেহা,
জলবেণীরম্যা বন্ধুর উপলে,

কথি,   ধাওত নির্মলে সৈকত ধবলে।

যথা,   আভাতি বেলা লবণাম্বুকায়ে,
যথা,   তালীবন-মর্মরিত স্নিগ্ধ বায়ে,
যথা,   স্ফুটফেনরাজি স্ফুরিত হাস্যে,
            উন্মাদ উদধি তাণ্ডব-লাস্যে।

তমসাতীরে

কিবা,   গম্ভীর তমসা তমসপুঞ্জে,
যেন   মৌনাভিমানিনী মানক ভুঞ্জে ;
সুখ-   শায়িত সারস বেতসকুঞ্জে,
দিক-   অঙ্গনা বেদনা-বাষ্প নিমুঞ্চে।
            তুষার-শীকর-শীতল রাত্রি,
হিম-   সজল-নিচোল তীরথ-যাত্রী ;
আহা,   সুকৃত-সঞ্চয়-আশয়-লুব্ধা,
অব-   গুণ্ঠিতা, শঙ্কিতা, কম্পিতা, মুগ্ধা!

আয়েষা

এমনি অতৃপ্তি মাঝে জানি না সে কোনদিন
আসিবে মরণ,—আমার কি তার ;
শত জন্ম স্রোতে ভেসে,   পাশাপাশি এসে শেষে,
নিরুদ্দেশে যাব ভেসে নিয়ে হাহাকার।
কার এ-বিষম ভ্রম,—আমার কি তার?

ঐ   সুকেশিনী বরষার স্নিগ্ধ মেঘময় বেণী,
সুনীল শৈলের বুকে পড়েছে নুমিয়া!—
এ   আকুল কুন্তলভার কভু তো আনন তার
অমনি সোহাগভরে দেবে না ছাইয়া ;—
করাল সর্পিণী শুধু দংশিবে এ হিয়া।
অই যে সরলদ্রুমে নবপল্লবিতা লতা
জড়াইয়া শাখায়-শাখায় ;—

সমীরণে দুলি-দুলি মৃদুল মর্মর তুলি
শুনায় মধুর গাথা মধুর ভাষায়,
হায়! এ বাহু-লতিকা মোর পবিত্র প্রেমের ডোর,
বাঁধিয়া বাহুতে তার রবে না লতিয়া—
কোনও মাধবীর সাঁঝে আপনা ভুলিয়া।

সন্ধ্যার সুবর্ণরাগ রসালের অগ্রভাগ
করিছে সাদরে ওই কাঞ্চনে মণ্ডন ;
আমার হৃদয়-বধূ আমারি বঁধূরে শুধু
দেবে না সন্ধ্যায় কভু বিদায়-চুম্বন।
গভীর সিন্ধুর বুকে বহিলে ঝটিকা ঘোর,
নীরবে সে পারে না সহিতে ;—
শত বাহু প্রসারিয়া উন্মত্ত-অধীর হিয়া,
ছুটে যায় লভিতে বাঞ্ছিতে।

প্রেমিক হৃদয়-সিন্ধু দুখানি অস্থির তলে
বহে নিত্য কি ঝটিকাঘাত ;—
বুঝাতে কি আছে ভাষা? শুধুই আকুল আশা
নির্জনে সৃজন করে মুকুতা-প্রপাত!

ভাবনা

ভাবিতাম, ভাষার দুয়ারে হয় সদা চিত্ত-বিনিময় ;
ঐ দূতী হয়ে অগ্রসর, মাঝে থেকে করে পরিচয়।
শুভক্ষণে কোন সুপ্রভাতে ঘটেছে যে তোমায়-আমায়—
মনে পড়ে সে-দিনের কথা, দুই যুগ পূর্ণ হল প্রায়!
লিপি দূতী করে আনাগোনা, দুটি হৃদি করিল বন্ধন ;
দেখিবার আগেই দোঁহার ঘটাইল অপূর্ব মিলন!
কুসুমের পরাগ যেমন সমীরণে হইয়া বাহিত
সাধে সে ফুলের পরিণয়, দূর হতে করে সম্মিলিত।
বসে এই সুদূর প্রবাসে স্মরি সদা ভাষার প্রভাব,
মূক যেথা সুনিপুণ দূতী, নিত্য সেথা প্রেমের অভাব।
এইমতো নিরাশে বিশ্বাসে কেটে যায় দীর্ঘ নিশিদিন,
হৃদয় সে প্রেমের দুর্ভিক্ষে দিন-দিন হতেছিল ক্ষীণ।

আগে সে করেনি অনুভব,—আছে গুপ্ত শত দূতচয়,
এইরূপ নিরাশার দিনে খুলিল অদ্ভুত অভিনয়!
বুঝাইল,—হৃদয় মিলাতে নাহিকো ভাষার প্রয়োজন,
হৃদয় সে হৃদয়ের ভাষা নীরবেতে করে অধ্যয়ন!
কে দেখে সে আঁখি-অন্তরালে প্রেমিকের সুতীক্ষ্ণ নয়ন,
মুহূর্ত দৃষ্টির বিনিময়ে, হয় প্রেম-পয়োধি-সৃজন!
প্রবেশিতে প্রেমের প্রাকারে শত দ্বার সদা-উন্মোচন—
প্রফুল্ল নয়ন, স্মিত হাসি, দুটি বাহু-লতার বন্ধন!

ধীরে

ওগো! ধীরে-ধীরে-ধীরে ভালোবেসো মোরে,
বহু দিন বহু মাস বহু বর্ষ ধরে ;
সন্ধ্যার আঁধার যথা সুধীরে নামিয়া
ধীরে-ধীরে ফেলে ঢেকে প্রান্তরের হিয়া ;
গভীর-গম্ভীর-মৌন বচন-মহিমা।
দিনে শত প্রেমপত্র শীঘ্র লভে সীমা।

শিখাও

গুরু-গম্ভীর গর্জনে অয়ি! গাহিছ কি মহারাগিণী!
শিখাও আমারে শিখাও ওগো, আমি তব তীরবাসিনী।
গুরু-গুরু-গুরু ও রবে কাঁপিয়া
হৃদয় আমার উঠিছে মাতিয়া—
ঘন-রবে যেন শিখিনী!
শিখাও ওগো শিখাও আমারে, আমি তব তীরবাসিনী।
কিরূপে ঘাতিলে স্বরতরঙ্গে
উঠে ঘন ঘোর ঘোষ মৃদঙ্গে
চমকি বধিরে, ছুটায়ে খঞ্জে, ফুটায়ে মূকের কাহিনী।
শিখাও আমারে শিখাও ওগো, আমি তব তীরবাসিনী!
নির্জীব হৃদি করিতে সজাগ
শিখাও আমারে সেই মহারাগ,
যে-রাগে ফুলিয়া ছুটে গরজিয়া আস্ফালি অযুত নাগিনী।

প্রান্ত হতে প্রান্ত করি চমকিত
যে-রাগে গগনে প্রবাহে তড়িৎ—
অভ্রভেদী চূড়া ভেঙে করে গুঁড়া যেই রাগে মাতি অশনি।
শিখাও ওগো শিখাও আমারে, আমি তব তীরবাসিনী।

পূর্ণিমায়

তমিস্রার অঙ্গ-আবরণ
কোথায় পড়িয়া গেছে খুলে,
গৃহে-গৃহে গবাক্ষে পশিয়ে
দেখে শশী, নারী-গ্রীবা-মূলে'
খণ্ডে-খণ্ডে কুণ্ডলিত হয়ে
গ্রীবা-মূলে রয়েছে গুটিয়ে!

আজি নিশি স্ফটিকবরণ!
পূত শুক্রবসনা সুন্দরী
বিছাইয়া শ্বেত চেলাঞ্চল,
ঢালিয়াছে অঙ্গের মাধুরী।
ভাবে শশী অনিমেষ-আঁখি,—
শুভ্রবাসে এত রূপরাশি?
অভিসারে ব্রজ-কমলিনী
নীলাম্বরে সাজিত রূপসী!
সুসজ্জিত মোহন করবী
নাহি আজি শত তারা-ফুলে,
এলায়ে ছড়ায়ে কেশরাশি
ছায়া-মাঝে—পড়িয়াছে খুলে ;
বিবশা-বিহ্বলা নিশি ঘুমে,
নিমীলিত কমললোচন।
লীলাময় চঞ্চল সৌন্দর্য
কাছে শান্ত ছবি কি মোহন!
উন্মাদক কি সুধার স্রোত
ধরা-অঙ্গে উঠেছে উথলি,
আঁখি-পথে পিয়ে প্রিয় কবি!
গাও দেখি হৃদি প্রাণ খুলি।

মুগ্ধা

শতবার শত সুন্দর রূপ
আঁকিয়ে নিয়েছি চিত্ত-মাঝে ;
আঁখির পিপাসা তবুও গেল না,—
তুমি সাজ কত নব-সাজে!—

কখনও এলাও নিবিড় কুন্তল—
কভু সুনীল কবরী ফুলে ঝলমল,
কখনো লুটাও লোহিত অঞ্চল
নীল গগন-অঙ্গন-মাঝে!—

কখনো ভূষিত মুকুল মঞ্জরি,
আকুল মধুপ গুঞ্জরি-গুঞ্জরি
শত শতদলে চরণ-মাধুরী
বিজরি লাঞ্ছিত লাজে ;
তুমি সাজ কত নব-সাজে।
কভু শুক্লবসনা স্বপ্নবিবশা,
নগ্ন মাধুরী এলায়িতকেশা,—
নিশীথ নিভৃত মাঝে
তুমি সাজ কত নব-সাজে!

মধুমাসে মাধবী

তোমার স্মরণে ফিরে নবীন যৌবন আসে,
তোমারি মনোজ্ঞ ছবি অন্তর-নয়নে ভাসে ;
বিশীর্ণ এ-দেহ-লতা,
বিশুষ্ক অধর-পাতা,
পদে দলি যায় চলি এবে সবে উপহাসে ;
তোমারে স্মরিলে তবু নবীন যৌবন আসে।

পুলক-শোণিতরাশি প্রবাহিত শিরে-শিরে,
লাবণ্য-তরঙ্গোচ্ছ্বাস সারা দেহে ফুটে ধীরে ;
কচি কিশলয়-রাগ

আবার অধরে ফুটে ;—
সাধের মুকুল-কুল
পরিমলে ভরি উঠে ;—
কোথা তুমি দূর বাসে, সুখ-সুপ্ত পারিজাতে,
তোমার স্বপন-ছায়া, আমারে জাগায় প্রাতে।
শুচির যৌবনরাশি
কোথা তব হৃদে রাজে,
যাহার পরশে ধরা
চির-নব সাজে সাজে?

মন্ত্রপূতা

এ কি প্রেম-মন্ত্রে দেব দিলে মোরে পূত করি,
গুপ্ত জ্ঞান অহমিকা ধূলিসম পড়ে ঝরি।
সে ঐ লুটায় এবে বিশ্বের চরণতলে ;
অবিরত আঁখিধারে সিক্ত করে ভূমণ্ডলে।
নবীন জীবন এ কি নবভাবে ওতপ্রোতঃ
কুলুকুলু বহে চলে প্রেম-মন্দাকিনী-স্রোত।
প্রচণ্ড বৈশাখ যথা স্বীয় তেজে ঝলসিত।
আপন উত্তাপে করে হৃদি-সব বিশোধিত।
সেথা নব-কাদম্বিনী আনমিত জলভারে
বর্ষণ-উন্মুখ বরি আছে প্রশমিত করে।
যে তন্ত্রী বিকল ছিল হৃদয়-বীণার মাঝে
স্পর্শিলে কেমনে তারে সে যে নব-সুরে বাজে।
আকুল ক্রন্দন উঠে দুবাহু প্রসারি ধায়,
জানি না কাহারে পেতে তৃষিত নয়নে চায়।
করুণ নয়নদুটি বরষে করুণা-ধারা
সাহস প্রশান্ত মূর্তি আধি-ব্যাধি-তাপ-হরা।
বিলম্বিত জটাজাল চরণে পড়েছে লুটে,
প্রসন্ন আনন হতে পূত স্তোত্র-ধ্বনি উঠে,
লুপ্ত তপোবন-স্মৃতি উদিত ভারত-মাঝে ;
কে তুমি হে প্রেমময়! উদিত উদাসী সাজে?
যে শির হত না নত কোন মানবের পায়।
লুণ্ঠিলে তাহারে ধরা কোন্ মন্ত্র-মহিমায়?

ছায়া

তরুমূলে সাজাইয়া
ফল-ফুলে চারু ডালা,
তুমি কি কুসুম নারী
শ্যামরূপে দিবা আলা?
সুশীতল গায়ে তব,
কি মাধুরী আজি নব
খুঁজিনু ধরণী সারা
কোথা নাহি তব তুলা!
জগৎ-পথিক মাতা
ভানুর প্রেয়সী তুমি,
জাগ্রতে নয়ন-পথে
মধুর স্বপন-বালা!
তোমার পবিত্র রূপে
অমর আভাষ ভাতে,
জ্যোৎস্না আশে, তব সাথে
ধরায় করিতে খেলা।

জীবনীপঞ্জি

জন্ম	:	ভবানীপুরে মামার বাড়িতে ১২৬৫ বঙ্গাব্দ ৩ ভাদ্র, ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ ১৮ আগস্ট গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর জন্ম। পিতা : হারাণচন্দ্র মিত্র।
বাল্যশিক্ষা	:	মজিলপুর গ্রামের বাড়িতে অবস্থিত বালিকা বিদ্যালয়ে তাঁর বাল্যশিক্ষা। পাঠানুরাগে তিনি বহুবার বিদ্যালয়ে পুরস্কৃত।
বিবাহ	:	দশ বছর বয়সে বউবাজার-নিবাসী সুখ্যাত ধনী অক্রূরচন্দ্র দত্তের প্রপৌত্র নরেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে বিবাহ। বিদ্যাশিক্ষায় স্বামীর বিশেষ অনুরাগ থাকায় সাহিত্যচর্চা অব্যাহত থাকে।
গ্রন্থ	:	১. জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী : ১৮৭২ (গ্রন্থপ্রকাশকালে রচয়িত্রীর নাম ছিল না); ২. কবিতাহার (কাব্য) : ১৮৭২ ('জনৈক হিন্দু মহিলা-প্রণীত' নামে প্রকাশিত); ৩. ভারত-কুসুম (কাব্য) : ১৮৮২ (পূর্বমতো : সংকলক : মহেন্দ্রনাথ রায়); ৪. অশ্রুকণা (কাব্য) : ১৮৮৭ : পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ ১৮৯১; ৪র্থ সংস্করণ ১৯০৪; ৫. আভাষ (কাব্য) : ১৮৯০; ৬. সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাঈ (ঐতিহাসিক কাব্যনাট্য) : ১৮৯২; ৭. শিখা (কাব্য) : ১৮৯৬; ৮. অর্ঘ্য (কাব্য) : ১৯০২; ৯. স্বদেশিনী (কাব্য) : ১৯০৬; ১০. সিন্ধুগাথা (কাব্য) : ১৯০৭। রচনা-সংকলন : গিরীন্দ্রমোহিনীর গ্রন্থাবলী (বসুমতী) ১৯২৭ : (পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত 'অলক' ও 'প্রবন্ধ-প্রতিভা'-সহ)।
শেষ-রচনা	:	'হেমচন্দ্র অস্তাচলে' (কবিতা); ১৩৩১ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'মানসী ও মর্মবাণী'তে মুদ্রিত।
বন্ধুত্ব	:	স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে ছিল চিরদিনের বন্ধুত্ব। স্বর্ণকুমারী তাঁকে 'স্নেহলতা' এবং গিরীন্দ্রমোহিনী তাঁকে 'শিখা' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেন।
বৈধব্য	:	মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে গিরীন্দ্রমোহিনীর বৈধব্য।
সখ	:	ঝিনুক দিয়ে শিল্পরচনা এবং ছবি আঁকা—বিশেষত ল্যান্ডস্কেপ।
সম্পাদনা	:	'জাহ্নবী' পত্রিকা (১৩১৪-১৬)। এ-সময়ে পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন তাঁর পুত্র পূর্ণচন্দ্র দত্ত।
মৃত্যু	:	১৩৩১ বঙ্গাব্দে ২৮ শ্রাবণ, ইংরেজি ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট ৬৭ বছর বয়সে মৃত্যু।